মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে *(বাক্বারাহ ২৪৫/২)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০২৩

তাবলীগী ইজতেমা
২০২৩ সংখ্যা

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية

جلد : ٢٦، عدد :٦، شعبان ورمضان ١٤٤٤هـ/ مارس ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আব্দুর রহমান মসজিদ, কাবুল, আফগানিস্তান।

Sony Enterprise

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হোক

সনি এন্টারপ্রাইজ

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইম আলী (সনি)

মোবাইল : ০১৭১২-০১৫৩৭০

এখানে রড, এঙ্গেল, বার, সীট এবং যাবতীয় স্টীল সামগ্রী ও সিমেন্ট পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

এখানে জমি ও প্লট সহজ ও সূদ বিহীন কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

নওদাপাড়া, আমচত্বর থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক (তিলোত্তমা) এর পার্শ্বে
পোঃ সপুরা, থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী। ম্যানেজার : ০১৯২৬-৩৫৭৩৩৫, ০১৯১০-৭২৪৬৬৬।

হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হোক

আমাদের সেবা সমূহ
- আবাসিক
- মিটিং রুম
- রেষ্টুরেন্ট
- কনফারেন্স হল
- কমিউনিটি সেন্টার
- ট্রেনিং সেন্টার

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩-এ আগত সকল মুছল্লীগণকে হোটেল স্টার ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা স্ববান্ধব আমন্ত্রিত।

আসুন! আমরা যার যার অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করি, আমরা সবাই মিলে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি।

যোগাযোগ : আম চত্বর, বাইপাস রোড, নতুন বাস টার্মিনাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
01784-400700 www.hotelstarint.com hotelstarint

গোলাপ ডেকোরেটর

তাবলীগী ইজতেমা'২৩ সফল হোক

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল, বিবাহ, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া। মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শা'বান-রামাযান ১৪৪৪ হি.
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৯ বাং
মার্চ ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ সম্পাদকীয় ০২

◆ প্রবন্ধ :

▶ বাংলা বানান রীতি ও আমাদের প্রস্তাবনা ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

▶ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(২য় কিস্তি)* ১১
-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

▶ হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা ১৫
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

▶ পুলছিরাত : আখেরাতের এক ভীতিকর মনযিল ২০
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

▶ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসা *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২৬
-ইহসান ইলাহী যহীর

▶ আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন *(৩য় কিস্তি)* ৩২
-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

▶ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ৩৬
-আত-তাহরীক ডেস্ক

◆ করণীয়-বর্জনীয় :

▶ পরিমিত খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হৌন! ৩৮
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ অমর বাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৯

◆ চিকিৎসা জগৎ : ৪০

▶ উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে ভুল ধারণা

◆ কবিতা : ৪১

▶ শবেকদর

▶ গর্বিত স্বপ্নের এই ঠিকানায়

▶ চিরবিদায়ের উপদেশ

◆ স্বদেশ-বিদেশ ৪২

◆ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪

◆ সংগঠন সংবাদ ৪৫

◆ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মার্চ ২০২৩ | সম্পাদকীয় | ২৬তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্প

পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ৪-টা ১৭ মিনিটে প্রচণ্ড শীত, তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের মধ্যে ৭.৮ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। প্রথম ভূমিকম্পের কিছু পরে ৭.৫ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এভাবে ৫০টির মত আফটার শক (পরাঘাত) তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, সাইপ্রাস ও সুদূর গ্রীণল্যাণ্ড পর্যন্ত ৫,৫০০ কি.মি. ব্যাপী বিস্তীর্ণ এলাকাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল প্রাদেশিক রাজধানী গাজিয়ানতেপ থেকে ৩৩ কিলোমিটার (২০ মাইল) দূরে ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) গভীরে। ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৪২ হাযার ছাড়িয়েছে। আহত ও পঙ্গুর সংখ্যা বেহিসাব। রাস্তা-ঘাট বিপর্যস্ত। ভূমিকম্পে শত শত বহুতল ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রতিটি বহুতল ভবনের ধ্বংসস্তূপ যেন একেকটি গণকবর। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় চার কোটি মানুষ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। তুরস্কের ১০টি শহর ও প্রদেশে যরূরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। তুর্কী প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান এ ঘটনাকে বিগত ৮৪ বছরের মধ্যে তুরস্কের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই ভূমিকম্পকে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তুরস্কের গাজিয়ানতেপের বাসিন্দা এরদেম বলেন, ভূমিকম্পের সময় চারপাশ দোলনায় দোলার মতো দুলছিল। তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় আদানা শহরের পাঁচতলা বাড়ির বাসিন্দা নিলুফার আসলান বাঁচবেন না ভেবে পরিবারের সবাইকে ডেকে বলতে থাকেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। চল, অন্তত সবাই এক ঘরে একসঙ্গে মরি'। তারপরও ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রাণের সন্ধান করা হচ্ছে।

ধ্বংসস্তূপে প্রাণের স্পন্দন :

(১) সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে হারেম শহরের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া দুই কন্যা শিশুর বড়টি তার ছোট বোনকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে ও উদ্ধারকর্মীদের উদ্দেশ্যে আর্ত আবেদন জানাচ্ছে। বড় বোন মরিয়ম তার ছোট ভাইকে আগলে রেখে আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। যেন সে মরলেও ভাইটি বাঁচে। (২) মুছতফা যহীর বলেন, আমরা দু'দিন ধরে এই ধ্বংসস্তূপের নিচেই আটকে ছিলাম। চাপাপড়া অবস্থায় তিনি এবং তার পরিবার উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন যেন কেউ না কেউ তাদের আওয়ায শুনতে পান। (৩) মৃত মায়ের পাশে দু'টি বাচ্চা। ছোট বাচ্চাটি ক্ষুধায় কাঁদছে। বড় বাচ্চাটি মায়ের দুধ খাওয়ানোর অনুকরণে নিজের গেঞ্জি খুলে ছোট বাচ্চাটির মুখে ধরছে। দুধ ভেবে সে কিছুক্ষণ চুপ থাকছে। আবার কেঁদে উঠছে। উভয় বাচ্চাই জীবিত উদ্ধার হয়েছে। (৪) বাচ্চা জন্মের পরেই মা মারা গেছেন। এমতাবস্থায় নবজাতকটি জীবিত উদ্ধার হয়েছে। (৫) ২২ ঘণ্টা পর উদ্ধার হয় এক নারী। (৬) ৩৩ ঘণ্টা পর তুরস্কের হাতাই প্রদেশে উদ্ধার হয় এক মা ও তার দুই মেয়ে। (৭) ৪৪ ঘণ্টা পর দু'বছরের এক শিশু ও তার মা। (৮) বিশালাকৃতির কংক্রিটের নিচ থেকে একটি হাত বাইরে বের হয়ে রয়েছে। পাশে একটি কুকুর সেই হাত ধরে টানছে আর চিৎকার করছে। যাতে উদ্ধারকারীরা টের পায়। (৯) ১১৯ ঘণ্টা পর তুরস্কের কাহরামানমারাশ শহরের একটি ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৬ বছরের এক কিশোর উদ্ধার হয়। (১০) ১২০ ঘণ্টা পর তিন ভাইকে এবং (১১) ১৮২ ঘণ্টা পর ১৩ বছরের এক কিশোরকে তুরস্কের হাতাই প্রদেশের এক ধ্বংসস্তূপের নিচে থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। (১২) এসময় উদ্ধার পাওয়া ৫ বছরের এক শিশুকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কিভাবে এতদিন বেঁচে ছিলে? সে বলল, একজন সাদা পোষাকধারী ব্যক্তি আমাকে রোজ খাবার দিত। (১৩) উদ্ধার পাওয়া এক ব্যক্তির হাতে তিনটা রুটি দেওয়া হয়। লোকটি ধ্বংসস্তূপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, এখানে আমার তিনটি বহুতল ভবন ছিল। আজ আমার কিছুই নেই। হাতে তিনটি রুটি। সেটিও অন্যের দেওয়া। (১৪) কাহরামানমারাসে ভূমিকম্পের ১৬২ ঘন্টা পরে রোববার আন্টালিয়া ফায়ার ব্রিগেড ৪৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে। (১৫) উদ্ধার পাওয়া একটি বহুতল ভবনের মালিক ও ভাড়া দিতে না পারায় বহিস্কৃত তার ভাড়াটিয়া উদ্ধারকর্মীদের একই তাঁবুতে স্থান পেয়েছে। দু'জনে আজ একই কাতারে। (১৬) ১৬৬ ঘণ্টা পর ধ্বংসস্তূপ থেকে ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে (১৭) ১৭৮ ঘণ্টা পর তুরস্কের আদিয়ামানে এক তরুণীকে এবং একই শহরে ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। (১৮) ১৯৮ ঘণ্টা পর একই শহরের একটি ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে 'মুহাম্মাদ' নামের ১৮ বছর বয়সী এক তরুণকে, (১৯) ২০০ ঘণ্টা পর তুরস্কের কাহরামানমারাস প্রদেশের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ধ্বংসস্তূপ থেকে দুই ভাইকে, (২০) ২০৭ ঘণ্টা পর তুরস্কের আদিয়ামানের ধ্বংসস্তূপ থেকে 'রামাযান' নামের একজনকে, (২১) ২০৯ ঘণ্টা পর দেশটির হাতাই প্রদেশের ধ্বংসস্তূপ থেকে এক পিতা ও তাঁর মেয়েকে, (২২) ২১২ ঘণ্টা পর ৭৭ বছর বয়সী এক নারীকে, (২৩) ১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার তুরস্কের কাহরামানমারাস থেকে ১৭ ও ২১ বছর বয়সের দুই ভাইকে, (২৪) হাতাই প্রদেশের এক ধ্বংসস্তূপ থেকে ৭৪ বছরের এক নারীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। (২৫) ভূমিকম্পের ১০ দিন পর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কাহরামানমারাস থেকে এক কিশোরীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। বাংলাদেশ সহ ৭০টি দেশ থেকে উদ্ধারকর্মী দল প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিয়ে সেখানে উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে লাশপচা গন্ধ ও ক্ষুধার্তদের হামলার মধ্যে তারা জানবাজি রেখে সর্বোচ্চ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে মানবতার সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে চলেছেন। আল্লাহ তাদের সর্বোত্তম জাযা দান করুন!

পিছন ফিরে দেখা : ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা উপকূলে ৯.১৫ মাত্রার ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামি ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, ভারত ও বাংলাদেশ সহ বিশাল অঞ্চলে অনুভূত হয়। তাতে ২ লাখ ৩০ হাযার মানুষ নিহত এবং অগণিত মানুষ নিখোঁজ হয়। ২০১৫ সালের ২৫শে এপ্রিল নেপালে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৯ হাযার মানুষ নিহত ও ৮০ লাখ মানুষ বিপর্যয়ের শিকার হয়। পরে ১২ই মে ১৯ কি.মি. গভীর থেকে আরেকটি ভূমিকম্প হয় এবং ২৪ ঘণ্টায় ৫০ বার থেমে থেমে কম্পন হয়। তাতে হিমালয় পর্বত কিছুটা দেবে যায় এবং রাজধানী কাঠমণ্ডু শহর কিছুটা সরে যায়। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী নেপালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের চাইতে ৩২ গুণ তীব্রতা নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছে আরেকটি মহা ভূমিকম্প। যাতে পুরা পৃথিবীর মানচিত্র

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

বাংলা বানান রীতি ও আমাদের প্রস্তাবনা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বাংলা বানান রীতি নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষকদের গবেষণা চলমান রয়েছে। আমাদের সামনে ১৯৪৯ সাল থেকে গঠিত বিভিন্ন ‘বানান সংস্কার কমিটি’র নমুনা সমূহ রয়েছে। প্রত্যেক কমিটি স্ব স্ব চিন্তা ও রুচি মোতাবেক আরবী-ফার্সী-উর্দূ শব্দাবলীকে বাংলায় সমন্বয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে বাংলার দেহ থেকে বিদেশী শব্দাবলী ছেঁটে ফেলার কপট উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করেছেন। আমরা তাঁদের শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। নিম্নে তাঁদের প্রচেষ্টা সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হ’ল।-

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা :

বাংলা শব্দ সমূহের প্রতিবর্ণায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে (১৯৪৯-১৯৭৯ খৃ.) বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। যেমন-

১। পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি (১৯৪৯) :

সভাপতি : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। সদস্য : ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসাইন (ভিসি, ঢাবি)। মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-বাকী (এম.এল.এ দিনাজপুর)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাবি)। আবুল কালাম শামসুদ্দীন (এম.এল.এ ও সম্পাদক, দৈনিক আজাদ)। আদমউদ্দীন (অধ্যাপক, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, নওগাঁ)। ড. এনামুল হক (প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ)। মৌলভী গোলাম মোস্তফা (বি.এ.বি.টি)। আরও তিনজন হিন্দু বিদ্বান সহ মোট ১৯ জন।

২। বাংলা একাডেমী উপসংঘ (১৩৭০ বঙ্গাব্দ/১৯৬৩ খৃ.) :

সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান। সদস্য : ড. শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ফেরদাউস খান, ওসমান গণি, আবুল হাসানাৎ, মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (মোট ৯ জন)।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিটি (১৯৬৭ খৃ.) :

সভাপতি : ড. শহীদুল্লাহ। সদস্য : ড. কাজী দীন মুহম্মদ (পরিচালক, বাংলা একাডেমী), ফেরদাউস খান (পরিচালক, জনশিক্ষা বিভাগ), মুহাম্মদ আব্দুল হাই (প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাবি), ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন (প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, ঢাবি), ওসমান গণি (অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা), আবুল কাশেম (অধ্যক্ষ, বাংলা কলেজ, ঢাকা), ইবরাহীম খাঁ (সাবেক অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন এম.এন.এ), ড. এনামুল হক (পরিচালক, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা), মুনীর চৌধুরী (বাংলা বিভাগ, ঢাবি), তফজ্জল হুসয়ন (অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ, নোয়াখালী), মোট ১১ জন। এ কমিটির সুফারিশ বাংলা একাডেমীর সুফারিশের ন্যায় ছিল।

৪। পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড (১৯৬৭ খৃ.) :

সভাপতি : এ.এস.এম. মাহমূদ (এম.এ. বি.এল)। সদস্য : ড. শহীদুল্লাহ (প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাবি), ফেরদাউস খান, ড. এনামুল হক, ওসমান গণি, মুহাম্মদ আব্দুল হাই (বাংলা, ঢাবি), সৈয়দ আলী আহসান (প্রধান, বাংলা, চবি), ড. মাযহারুল ইসলাম (প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাবি), মুনীর চৌধুরী (ঢাবি), ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা বিভাগ, ঢাবি), লুৎফুল হায়দার চৌধুরী (সিনিয়র স্পেশালিস্ট, স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা), মফীযুদ্দীন আহমদ (স্পেশালিস্ট, স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা), মোট ১৩ জন। এ কমিটি ৪/৫ বছরের মধ্যে কয়েকবার বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এঁরা প্রথম সুফারিশ-এর পরে ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় সুফারিশ পেশ করেন।

৫। উপরোক্ত সুফারিশ সমূহের একটিও পণ্ডিত মহলে হুবহু গৃহীত হয়নি। সেকথা চিন্তা করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৭৮ সালে এ বিষয়ে নতুন পদ্ধতি সহকারে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। পরে ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি ‘প্রতিবর্ণায়ন কমিটি’ গঠন করে।-

(১) ড. কাজী দীন মুহম্মদ (২) মাওলানা আব্দুর রহীম (৩) এ.এফ.এম আবদুল হক ফরিদী (৪) আহমদ হোসাইন (৫) ড. এ.কে.এম আইয়ুব আলী (৬) সানাউল্লাহ নূরী (৭) আখতার ফারূক (৮) মাওলানা মহিউদ্দীন খান (৯) অধ্যাপক শাহেদ আলী। এ ব্যাপারে জনাব ফরিদী ছাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং পাণ্ডুলিপি পরিশোধন ও পুনর্লিখনের ভার ন্যস্ত হয় অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন ছাহেবের উপর।

নিম্নে বিভিন্ন সময়ে গঠিত পাঁচটি ‘প্রতিবর্ণায়ন কমিটি’র সুফারিশ সমূহ প্রদত্ত হ’ল।-

১ম কমিটি, ১৯৪৯ সাল। সভাপতি : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

আরবী হরফ	সরল বাংলা	বিজ্ঞান সম্মত
ث	ছ	থ˙
ح	হ	হ˙
خ	খ	খ˙
ذ	জ	ধ˙
ز	জ	জ˙
ژ	ঝ	ঝ˙
س	ছ	ছ˙
ص	ছ	ছ˙
ض	জ দ	জ˙ দ˙
ط	ত	ত˙
ع	–‘	–‘
ه	হ	

২য় কমিটি : বাংলা একাডেমী উপসংঘ ১৩৭০ বাং/১৯৬৩ ইং। সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান।

ص س ث	স
ض ز ذ	য

৩য় কমিটি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিটি (১৯৬৭ খৃ.)। ১৯৬৭ সালে ড. শহীদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে গঠিত ঢাবি সংস্কার কমিটি উপরোক্ত সুফারিশ অক্ষুণ্ন রাখে।

৪র্থ কমিটি : পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড (১৯৬৭)। সভাপতি : এ.এস.এম. মাহমূদ। উক্ত কমিটির দ্বিতীয় দফা সুফারিশ (১৯৬৮)।

ص س ث	ছ স স	ছ স স˙
ظ ض ز ذ	য য য দ য	য য য- দ- য˙

৫ম কমিটি : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (অক্টোবর ১৯৭৯)।

সম্পাদক : ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

ص س ث	ছ˙ স স˙
ظ ض ز ذ	য য দ˙ য- জ˙

এতদ্ব্যতীত ط-ত˙ , غ-গ˙ , ق-ক˙ , وِ -বি˙। মাদ-এর জন্য ।। ইত্যাদি। বিশেষ নিয়ম (যা সকল কমিটি কর্তৃক গৃহীত) :

আরবী শব্দের যবরযুক্ত অক্ষরের স্বরধ্বনির বাংলা অনুলিখন 'অ' অথবা 'আ' উভয়টির দ্বারাই চলতে পারে। এর বাঁধাধরা নিয়ম প্রণয়ন করা সুকঠিন। শিষ্ট উচ্চারণের উপরই এবিষয়ে অধিক নির্ভর করতে হবে। তবে যবর সাধারণত 'অ'-স্বর দিয়ে লিখতে পারা যায়। ...তবে শব্দের প্রথমে ه ح ع ا বর্ণে যবর থাকলে সাধারণত 'আ'-স্বর দিয়ে লিখতে হবে। যথা : আহমাদ, আমানত, আমল, আরব, হালাল, হারাম ইত্যাদি। তবে ব্যতিক্রম : হজ্জ, হযম ইত্যাদি।

(২) বিখ্যাত নামের বেলায় প্রচলিত বানান বহাল রাখতে হবে। যেমন মিসর, আওরঙ্গযেব, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

(৩) স্বাভাবিক ধ্বনি প্রবাহের শব্দে মিশে গিয়ে যেসব আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলা শব্দে পরিণত হয়েছে, সেগুলি সেভাবেই থাকবে। যেমন পোষাক, সখ (شوق), হজম, বাজার ইত্যাদি *(গৃহীত : প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, সম্পাদনা : ড. কাজী দীন মুহম্মদ; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা) ১৯৯২, ১৯-১৪২ পৃ. মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮)।।*

উপরোক্ত ৫টি কমিটির প্রতিবর্ণায়ন সমূহের প্রদত্ত বিজ্ঞান সম্মত বানানগুলির কোনটিই দেশবাসীর কাছে হুবহু গৃহীত হয়নি। এমনকি ঐসব কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের সাহিত্যকর্মেও উক্ত বানান সমূহ অনুসৃত হয়নি। যদিও ইসলামী বিশ্বকোষে উক্ত বানান রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু তা সাধারণ লেখক ও পাঠকের নিকট গৃহীত নয়।

বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা

ফার্সী 'বাঙ্গালাহ' শব্দ দিয়ে এই ভাষার নামকরণ হয়েছে 'বাংলাভাষা'।[১] অথচ সেই বাংলা ভাষাতেই আরবী-ফার্সী-উর্দূ বানানগুলিকে যবেহ করা হয়েছে। আরবী-ফার্সী বানান করা হচ্ছে এখন আরবি-ফার্সি। খোদ 'একাডেমী' বানানকেও 'একাডেমি' বানানো হয়েছে। যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, বাংলা একাডেমী তার বানানবিধিতে সংস্কৃতজাত নয়, এমন শব্দের যেমন : আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার ও দীর্ঘ ঊ-কার তুলে দিয়েছে'। অথচ সংস্কৃতজাত শব্দের ক্ষেত্রে সেটি বহাল রেখেছে। আমাদের প্রশ্ন, এই উঠানো ও বহাল রাখার মূলনীতি কি? আরবী-ফার্সীর বানান পাল্টানো হবে, কিন্তু সংস্কৃতজাত শব্দের ক্ষেত্রে বানান বহাল থাকবে কেন? তারা কি তাহ'লে এটা স্বীকার না করে পারবেন যে, বাংলা-র দেহ থেকে আরবী-ফার্সী, উর্দূ-ইংরেজী ছাঁটাই করে তাকে তাদের ধারণামতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বানাতে চান? বাংলাদেশের কয়জন নাগরিক 'সংস্কৃত' বলেন? খোদ বাংলা একাডেমীর পণ্ডিতরা কি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারবেন? তাহ'লে নিজের মায়ের ভাষা ছেড়ে অন্যের অপ্রচলিত ভাষা নিজেদের বানানো অভিধানের মাধ্যমে শুদ্ধ বাংলা (?) বলে চালু করার উদ্দেশ্য কি?

আরেকজন পণ্ডিত লিখেছেন, 'বাংলা বানান শ্রুতি নির্ভর নয়, স্মৃতি নির্ভর'। তাই উচ্চারণের যুক্তি এখানে গৌণ। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন, সংস্কৃত ভাষায় ই এবং ঈ-এর উচ্চারণগত হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা রক্ষিত হয় বলে বানান সেভাবে হয়ে থাকে'। আমরা মনে করি, একই যুক্তিতে বিদেশী শব্দ বিশেষ করে আরবীতে ঈ-কার ব্যবহার করা উচিত। কেননা আরবীতেই এ দু'টির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তাহ'লে সেসব শব্দ যখন বাংলায় ব্যবহার করা হয়, তখন সে নিয়ম রক্ষা করা হবে না কেন?

তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন, বিদেশী বানানের ক্ষেত্রে যদিও ই-কার ও ঈ-কার দু'টিই সিদ্ধ, তবুও ভুল এড়ানো ও বানান সরল করার জন্য বর্তমানে এক্ষেত্রে কেবল ই-কার ব্যবহারের বিধি নির্ধারণ করা হয়েছে'। আমরা মনে করি, এর ফলে বিপত্তি আরও বাড়বে। বরং নতুনভাবে অনেক ভুলের বিস্তার ঘটবে। যেমন শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হওয়া ইসলামী, নবী, আলী, শহীদ, গাযী প্রভৃতি শব্দ। অথচ বাংলা একাডেমীর ভাষারীতি অনুযায়ী এগুলির 'শুদ্ধ' রূপ হ'ল ইসলামি, নবি, আলি, শহিদ, গাযি প্রভৃতি।

বাংলা একাডেমীর আরও বেশ কিছু নিয়মের কারণে মুসলমানদের যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসা অনেক শব্দের কেবল অপপ্রয়োগই হচ্ছে না, বরং বিকৃতিও ঘটছে। যেমন

১. বাংলা একাডেমী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ৮৪৬ পৃ.।

‘দ্বীন’ একটি বহুল প্রচলিত আরবী শব্দ। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান অনুযায়ী তা লিখতে হয় ‘দিন’। অথচ বাংলা ভাষায় আগে থেকে এর অর্থ হ’ল ‘দিবস’। অনেকেই লেখেন ‘দীন’। যার অর্থ ‘দরিদ্র’। এমতাবস্থায় ‘দ্বীন’ আরবী শব্দটির উপরোক্ত বানানের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কাউকে ‘দিনের খেদমত কর’ বলা হ’লে সে হয়তো ভাববে যে, তাকে রাতের বেলায় চুরি করতে বলা হচ্ছে। আবার ‘দীনের খেদমত কর’ বলা হ’লে হয়তো সে ভাববে যে, তাকে দরিদ্রদের সেবা করতে বলা হচ্ছে। একই অবস্থা ঘটেছে কুরআন, মুহাম্মাদ, ঈমান, হজ্জ প্রভৃতি বানানের ক্ষেত্রে। এগুলির বাংলা একাডেমীর বানান হবে কোরান, মুহম্মদ, ইমান, হজ। অন্যদিকে ‘ঈদ’ বানান তারা ঠিক রেখেছেন। অথচ মুসলমানদের জীবনে ‘ঈদ’ আসে বছরে দু’বার। আর দিনের ২৪ ঘণ্টাই তাদের ‘ঈমান’ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বানান রীতির ক্ষেত্রে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় ‘জ’ ও ‘য’ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ইফাবা ‘যাল’ ‘যোয়া’ ‘যা’ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ‘য’ ব্যবহার করে থাকে। এগুলির ব্যবহার বাংলা ভাষায় অনেক। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলা একাডেমী কয়েকটি বিশেষ ইসলামী শব্দে ‘য’ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। যেমন আযান, ওযু, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান প্রভৃতি।

কিন্তু আগ বাড়িয়ে দৈনিক ‘প্রথম আলো’ নিয়ম করেছে, বিদেশী শব্দ ও নামের বানানে ‘য’ না লিখে ‘জ’ লিখতে হবে। এছাড়া ‘প্রথম আলো’ গ্রেফতার, রফতানী, দফতর ইত্যাদি ফার্সী শব্দের বানান লেখে গ্রেপ্তার, রপ্তানি, দপ্তর। কেবল তাই নয় সংবিধানের ৬৫ (৩) ধারা অনুযায়ী ‘সংসদ সদস্য’ বলার নির্দেশনা থাকলেও কলকাতার অনুকরণে তারা লেখেন ‘সাংসদ’। অতি সম্প্রতি তারা রুলিং পেয়ে ‘সংসদ সদস্য’ লিখতে শুরু করেছেন।[2] একইভাবে ঢাকার বাংলায় ‘কর্মপরিষদ’ বা ‘কার্যকরী পরিষদ’ চালু থাকলেও কলকাতার অনুকরণে তারা লেখেন ‘পর্ষদ’। কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘ইতোমধ্যে’ শব্দটি অধিক প্রচলিত। কিন্তু ঢাকার বাংলায় ‘ইতিমধ্যে’ শব্দটি অধিক প্রচলিত। কয়েক বছর আগে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক আনন্দবাজার-এর অনুকরণে লেখা শুরু করল ‘ইতোমধ্যে’। যদিও এখন তারা তাদের অনুকরণে মাঝে-মধ্যে ‘ইতিমধ্যে’ লিখছেন।

বস্তুতঃ বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বানান রীতিতে বহু পার্থক্য রয়েছে। যা আমরা ইতিপূর্বে ‘প্রতিবর্ণায়ন’ অধ্যায়ে বর্ণিত উদাহরণ সমূহে দেখিয়েছি। অথচ দু’টিই সরকারী প্রতিষ্ঠান।

দুঃখের বিষয়, ১৯৭১-এর পট পরিবর্তনের পর মুখোশধারী সেক্যুলাররা বাংলা ভাষাকে আরবী-ফার্সী থেকে ছাঁটাই করার কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু করেন। তারা সুকৌশলে বাংলা একাডেমীর সরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে কব্জায় নেন। বাংলা অভিধান রচনা করে সেখানেও হাত মারার অপচেষ্টা চালান। ফলে বাংলা বানানে বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন ইসলামী লেখকরা সরকারী ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আশ্রয়ে আরবী-ফার্সী সমৃদ্ধ বাংলাকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে দু’টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলা বানানে ঘটে যায় ব্যাপক তারতম্য। যা হুঁশিয়ার লেখক ও পাঠকরা সহজে উপলব্ধি করেন। উভয় প্রতিষ্ঠান আজও তাদের স্ব স্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা ১৯৪৭-এর পূর্বে সংস্কৃত-হিন্দী প্রভাবিত ছিল। ৪৭-এর পর তা এখন হিন্দীর আগ্রাসনে বিপর্যস্ত। ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলাই হ’ল বাংলা ভাষার প্রাণ। কিন্তু এখানে বস্তুবাদী ও হিন্দুত্ববাদীদের গোপন হামলায় বাংলা ভাষার বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা রয়েছে। যদিও তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পাঠকদের নিকট কদাচিৎ গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ফলে অতি বাঙ্গালী ঐ লোকগুলি এদেশে চিহ্নিত হয়ে গেছে। বাংলা একাডেমীর বই মেলায় এদের লেখা বইগুলিই ভিড় জমায়। যদিও রুচিশীল পাঠকদের নিকট এগুলি একেবারেই অপাংক্তেয়।[3] এবারের (২০২২) একুশের বইমেলা সম্বন্ধে খোদ ‘প্রথম আলো’-তেই শিরোনাম হয়েছে, দর্শকের ভিড় আছে, কিন্তু ক্রেতা নেই। বইয়ের চাকচিক্যপূর্ণ কভার আছে, কিন্তু সেগুলি মানহীন।

অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বইমেলায় শিরক ও বিদ‘আতপন্থী লেখকদের বইয়ের আমদানী বেশী। সেখানকার সরকারী লোকগুলি সরকার ও বিদ‘আতী আলেমদের সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। আহলেহাদীছের কোন লেখা দেখলে তাদের গা জ্বলে। ইফাবা-র বানানরীতিও দুর্বোধ্য এবং একেবারেই অসাবলীল বরং অপাঠ্য। পাকিস্তান আমলের শুরুর দিকে যেমন আরবী হরফে বাংলা লেখার অসাধ্য সাধনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন সে সময়ের প্রশাসন ও ইসলামী সাহিত্যিকরা। বাংলাদেশ আমলের ইসলামী লেখকরাও তেমনি অতি ইসলামী হ’তে গিয়ে বাংলা ভাষাকে অলেখ্য ও অপাঠ্য করে তুলেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষের বাংলা বানান দেখলেই যেকোন পাঠক এর প্রমাণ পাবেন। আরবী হরফের মাখরাজ ও ছিফাত উচ্চারণযোগ্য। কিন্তু বাংলায় তা যথার্থভাবে সম্ভব নয়। যদিও ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য লেখ্য বাংলায় কিছুটা সম্ভব।

---

২. *গত ১৯শে মে ২০২২ প্রথম পৃষ্ঠা ৮ম কলাম ‘দুঃখ প্রকাশ’ শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে, ‘কিছুদিন আগপর্যন্ত প্রথম আলো তার প্রতিবেদনসমূহে ‘সংসদ সদস্য’ শব্দের পরিবর্তে ‘সাংসদ’ শব্দটি উল্লেখ করে আসছিল। এ বিষয়ে গত ২৭ এপ্রিল ‘ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট’-এর লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে প্রথম আলোর নজরে আনা হয় যে, ‘সংসদ সদস্য’ শব্দের পরিবর্তে ‘সাংসদ’ শব্দ ব্যবহার বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের রুলিংও আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলো ৯ মে থেকে ‘মেম্বার অব পার্লামেন্ট’কে বাংলায় ‘সংসদ সদস্য’ হিসেবে লিখে আসছে। এর আগে অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত ‘সাংসদ’ শব্দ ব্যবহারের জন্য প্রথম আলো আন্তরিকভাবে দুঃখিত’ (দৈনিক প্রথম আলো ১৯শে মে ২০২২ প্রথম পৃষ্ঠা ৮ম কলাম ‘দুঃখ প্রকাশ’ শিরোনাম)।*

৩. *এ বিষয়ে আমাদের সম্পাদকীয় ‘বাংলা একাডেমীর বই মেলা’ আত-তাহরীক ১৯/৬ সংখ্যা মার্চ ২০১৬ দ্রষ্টব্য।*

মোটকথা ১৯৪৭-এর পর থেকে সেক্যুলার ও ইসলামী বাংলার মধ্যে নীরব যুদ্ধ চলছে। বিগত এক যুগের অধিককাল ধরে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ক্ষমতায় (২০০৯ থেকে)। ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বস্তুবাদীরা মুক্ত বিহঙ্গের মত বাধাহীন গতিতে এগোতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ হাতে গণা কিছু চিহ্নিত ব্যক্তি ছাড়া সাহিত্যের নামে তাদের এসব ফালতু বকওয়াস কেউ গ্রহণ করেনি। ঐসব লোকগুলি কোন সেমিনারে গেলে রুচিশীল লোকেরা সেখানে যান না। আর গেলেও এদের দেখলে চুপচাপ কেটে পড়েন। এমনকি বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানে খোদ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেও শ্রোতা পাওয়া যায় না। কারণ এসব লেখক ও সাহিত্যিকদের চিন্তার ভাণ্ডার বস্তুবাদের গরল ভেল দিয়ে ভরা। আর এদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের চিন্তা-চেতনায় রয়েছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের দ্যোতনা। ফলে স্রোতের বিপরীত হওয়ায় ঐসব লোকগুলি সরকারের কাছে মেডেলধারী হ'লেও জনগণের কাছে বর্জ্য মাত্র। ওরা মরে গেলেও কেউ *ইন্নালিল্লাহ...* পড়ে না। ঈমানদার কেউ ওদের জানাযায় যায় না। আসমান ও যমীনের কিছুই ওদের জন্য কাঁদেনা।...

আমরা মনে করি, মানুষ তার আক্বীদা-বিশ্বাস যে কথা ও লেখার মাধ্যমে সংযত ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেটাই হ'ল ভাষা। এক সময় সাধু ভাষার জয়জয়কার ছিল। কিন্তু এখন ওটা প্রায় মৃত। কারণ চলিত ভাষায় মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একইভাবে এক সময়ের বহুল প্রচলিত সম্মানসূচক শব্দ শ্রীযুক্ত, শ্রীমান-শ্রীমতি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয় বা জনাব তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। 'খোদা' বা 'স্বয়ম্ভু' এখন বিদায় হয়ে গেছে। 'আল্লাহ' স্বমহিমায় বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। এমনকি খৃষ্টানদের অনূদিত বাইবেলেও 'সদাপ্রভুর' বদলে 'আল্লাহ' লেখা হচ্ছে। 'যীশুখ্রীষ্টে'র বদলে 'ঈসা' লেখা হচ্ছে। একইভাবে নামাজ-রোজার স্থানে এখন ছালাত-ছিয়াম চালু হয়ে গিয়েছে। নামায-রোযা ফার্সী শব্দ। যার অর্থ উপাসনা ও উপবাস। সকল ধর্মেই এগুলি আছে। তবে ইসলামে ছালাত ও ছিয়াম কেবল আল্লাহ্র উপরে ঈমান ও তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এর জন্য শরী'আত নির্দেশিত বিশেষ সময় ও নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। যা অন্য ধর্মের উপাসনা ও উপবাসের মধ্যে নেই। অতএব ইসলামের ছালাত ও ছিয়ামকে নামায ও রোযা দ্বারা অনুবাদ করা সঙ্গত নয়।

'ক্ষেত' বানান 'খেত' লেখা হচ্ছে। অথচ এদেশে সর্বদা 'ক্ষেত' শব্দটি শস্যক্ষেত অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একইভাবে বহুল প্রচলিত শব্দ 'আবহাওয়া'কে 'জলবায়ু', 'ইতিমধ্যে'কে 'ইতোমধ্যে', 'ঐক্যমত'কে 'ঐকমত্য' 'রফতানী'কে 'রপ্তানি' বানিয়ে বিকৃতভাবে চালু করা হয়েছে। 'ক্ষেত' শব্দটি হিন্দী। যা উর্দূ ও বাংলা উভয় ভাষায় 'শস্যক্ষেত' অর্থে বহুল প্রচলিত। জানিনা এখন থেকে মেহমানকে দস্তরখানে 'খেতে' ডাকলে তিনি বাড়ীর পাশে বেগুন 'ক্ষেতে' চলে যাবেন কি না!

এক সময়ের বঙ্কিম-শরৎ বা রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলা এখন অনেকটাই ম্রিয়মান। এটাই স্বাভাবিক। কেননা সমাজ জীবনে সংস্কারের গতিস্রোতের সাথে ভাষার গতিশীলতা অবিচ্ছেদ্য। এটি কোন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ নয়। সরকারী আইন দিয়ে একে রুখতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ভাষাকে তার গতির উপরে ছেড়ে দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে যেন মূল অর্থ হারিয়ে বিপরীত অর্থে না যায়।

বস্তুতঃ বিদেশী শব্দের বাংলা বানানে উচ্চারণের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেটাকে আরবীতে 'ছিফাত' বা উচ্চারণভঙ্গি বলা হয়। যেমন ইংরেজীতে The (দি)-এর উচ্চারণ 'দ্যা'। Hour (হাওয়ার)-এর উচ্চারণ 'আওয়ার'। Honour (হনার)-এর উচ্চারণ 'অনার'। Sir (সির)-এর উচ্চারণ 'স্যার'। Desire (ডিসাইর)-এর উচ্চারণ 'ডিজায়ার'। Dictionary (ডিকটিওনারী)-এর উচ্চারণ 'ডিকশনারী'। Is (ইস)-এর উচ্চারণ 'ইজ'। Has (হ্যাস)-এর উচ্চারণ 'হ্যাজ'। এর ব্যতিক্রম উচ্চারণ করলে তা গৃহীত হবে না।

তাছাড়া বিদেশী শব্দকে সাধ্যমত তার 'মাখরাজ' বা উচ্চারণস্থলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলায় উচ্চারণ করা উচিত। যেমন ইণ্ডিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের 'ণ্ড' নাসারন্ধ্র থেকে উচ্চারিত হওয়ার কারণে 'ন্ড' না বলে 'ণ্ড' দিয়ে বানান করা উত্তম।

আর আরবীতে 'মাখরাজ' ও 'ছিফাত' তথা উচ্চারণস্থল ও উচ্চারণভঙ্গির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেননা সেখানে ভুল হ'লে অর্থে ভুল হয়ে যায়। সেকারণ কুরআন-হাদীছ ও আরবী শব্দাবলীর অর্থ ঠিক রাখার জন্য আরবী হরফের মাখরাজ ও ছিফাত ঠিক রেখেই তার বাংলা বানান ঠিক করা আবশ্যক। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বাংলা শব্দাবলীর একটা বানানরীতি নির্ধারণ করেছি। যদিও সেখানে বহুল প্রচলিত কিছু ব্যতিক্রমী বানান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

বাংলা বানান সম্পর্কে আমাদের গৃহীত প্রস্তাবনা ও মূলনীতি

বস্তুতঃ সাহিত্য অঙ্গনে সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯২ সালে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে তার সাথী এক ঝাঁক তরুণ লেখক ও সংগঠকের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা আরও গতি লাভ করেছে। আশা করি এটি ভবিষ্যতে আরও বেগবান হবে। এ যুগের বাংলা বিশুদ্ধ তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতিচ্ছবি হবে *ইনশাআল্লাহ*। নিম্নে আমাদের গৃহীত প্রস্তাবনা ও মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

(১) বাংলাভাষা অবশ্যই আরবী-ফার্সী সহ অন্যান্য ভাষায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ থাকবে।

(২) যুগের চাহিদামতে বহু শব্দ বাতিল হবে, আবার বহু শব্দ তৈরী ও যুক্ত হবে। তাই দু'শ বছর পূর্বের বাংলায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা স্রেফ দুঃস্বপ্ন হবে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের চর্যাপদ ও ইউসুফ-জুলেখা মহাকাব্যের বাংলা আমাদের

ইতিহাস হ'তে পারে। কিন্তু এ যুগে তা অনুসরণীয় নয়। তাই শুদ্ধিকরণের নামে পিছন দিকে ফিরানোর চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। বরং যিনি যতবেশী সহজ ও সাবলীলভাবে মানুষের মনের কথা মুখে বলতে পারবেন ও লিখতে পারবেন, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক হিসাবে বরিত হবেন।

এদেশে এতদিন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পীরবাদী বাংলা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যতই এগিয়ে চলেছে, ততই অন্ততঃ ধর্মীয় অঙ্গনে বাংলা ভাষার গতি ও চরিত্র যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আগে ঈশ্বর-ভগবান, ব্রাহ্মণ-যজমান, শ্রীশ্রী শ্রীযুক্ত, মহাত্মন-মহামহোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ভরা থাকত। এখন এগুলো খুঁজতে রীতিমত বেগ পেতে হবে। আগে মুসলমানী বাংলা নমাজ-রোজা, খোদা-খোদাবক্স, পীর-আউলিয়া, মাস্তান-দিওয়ানা, গুরু-মুর্শিদ, মুন্সী-মৌলভী ও সাধু-দরবেশে ভরা থাকত। এখন তা ছালাত-ছিয়াম, আল্লাহ-রাসূল, আলেম-ওলামা ও মাওলানায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রবাদ-উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে কুফরী সংস্কৃতি থেকে মানুষ ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। এর মাধ্যমে আগামী দিনের গবেষকরা বুঝতে পারবেন, এ যুগের বাংলাভাষীরা কোন আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ফলে এ যুগের বাংলা তার ভাষাভাষীদের লালিত আক্বীদা ও আমলের প্রতিনিধিত্ব করবে। ঠিক যেমন প্রাচীন আরবী কবিতাকে 'দীওয়ানুল আরব' বা 'আরবী ভাষার রেজিস্টার' বলা হয়। কারণ তা জাহেলী আরবের ভাষা এবং তাদের সমাজ ও সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই সাহিত্য সমাজের আয়না স্বরূপ। আর সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। আমরা আমাদের বক্তৃতা ও লেখনীকে যত বেশী শিরক ও বিদ'আতী শব্দ থেকে মুক্ত করতে পারব, এদেশের সাহিত্য অঙ্গন ততবেশী তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে সুশোভিত হবে। তাতে এদেশের মানুষের যবান ও কলম থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূরীভূত হবে। দেশে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে।

(৩) বাংলা শব্দগুলি যে ভাষা থেকে এসেছে, সেই ভাষার উৎসমূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। বিশেষতঃ আরবী ভাষার ক্ষেত্রে এই রীতি অবলম্বন করা হবে। কারণ আরবী সকল ভাষার মা।

(৪) বর্তমান ও আদেশসূচক ক্রিয়ার শেষে ও-কার থাকবে। যেমন চলো, বলো, করো ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে ও-কার হবে না। যেমন চল, বল, কর, গেল, ছিল, খাব, করল, ধরল, মারল, লিখব, পড়ব ইত্যাদি।

(৫) সাধু ভাষায় হইতে, হইত, হইলে, হইল, দিব ইত্যাদি শব্দ চলিত বানানে হ'তে, হ'ত, হ'লে, হ'ল, দেব হবে। আর এটাই বর্তমানে প্রচলিত। যদিও অনেকে শেষে ও-কার দেওয়াটা পসন্দ করেন।

(৬) সকল ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও কিছু রীতি বিরুদ্ধ শব্দ থাকবে, যেগুলি সর্বাধিক প্রচলিত। তবে অভিধানে তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। তাকে বিকৃত করা যাবে না। যেমন 'হক' মূল আরবী উচ্চারণ হক্ব (حق)। 'কিয়ামত' মূল উচ্চারণ 'ক্বিয়ামত' (قيامة، قيامت)। 'জিলা' বানান ভুল। কেননা এর মূল উচ্চারণ 'যেলা' (ضلع) অর্থ 'দেহের পার্শ্বদেশ'। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পার্শ্বদেশ। 'যশোর' বাংলা বানান ভুল। কেননা এর মূল উচ্চারণ 'জসর' (جسر) অর্থ 'পুল'। এক্ষেত্রে ইংরেজী বানান Jessore সঠিক। কেননা 'জ' কে ইংরেজীতে J দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। 'গাজী' মূল উচ্চারণ 'গাযী' (غازى) অর্থ 'আল্লাহ্র পথে লড়াইয়ে জীবিত মুমিন'। বাংলা 'গাজী' বানান ভুল। কিন্তু ইংরেজী GAZI বানান সঠিক। 'হাউজ' মূল উচ্চারণ 'হাউয' (حوض)। বাংলা 'হাউজ' বানান ভুল।

(৭) বাংলা সম্বন্ধপদে এদেশে ফার্সী সম্বন্ধপদটাই চালু। অতএব সেটাই ঠিক রাখা ভাল। আরবী সম্বন্ধপদ কথ্য বাংলায় বেমানান। যেমন ফার্সী সম্বন্ধ পদে 'আলে ইমরান'। এটাকে আরবী সম্বন্ধপদে 'আলু ইমরান' বলার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া 'আলু' একটি সবজির নাম। 'আল-ইমরান' তো আদৌ বলা যাবে না। তাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটবে। 'আয়েশা বিনতে আবুবকর' নামটি প্রচলিত। একে আরবী উচ্চারণে 'আয়েশাহ বিনতু আবী বকর' বলার প্রয়োজন নেই। কারণ আরবী যৌগিক শব্দ আরবী বাক্যে মানানসই। কিন্তু কথ্য বাংলায় বেমানান ও কঠিন বটে।

আরবী ইবন (ابن) শব্দটি আরবী সম্বন্ধপদে বাংলায় 'ইবনু' এবং ফার্সী সম্বন্ধপদে বাংলায় 'ইবনে' বা 'ই' বিলুপ্ত করে 'বিন' শব্দে প্রচলিত। যেমন আরবী সম্বন্ধপদে 'ইবনু ওমর'। ফার্সী সম্বন্ধপদে 'ইবনে ওমর'। 'ই' বিলুপ্ত করে 'বিন' শব্দে যেমন 'মু'আয বিন জাবাল' 'মুহাম্মাদ বিন তুঘলক' প্রভৃতি। এগুলিকে অহেতুক 'ইবন' বানানোর কসরত করার কোন প্রয়োজন নেই। একইভাবে ফার্সী সম্বন্ধপদে 'আহলেহাদীছ'-কে বাংলায় আরবী সম্বন্ধপদে 'আহলুল হাদীছ' বলার কোন প্রয়োজন নেই।

আরবী যৌগিক শব্দগুলির প্রচলিত ইংরেজী বানান একেবারেই বেমানান ও অপাঠ্য। বরং মূল থেকে বিচ্যুত। যেমন 'আব্দুল্লাহ' বানান ইংরেজীতে Abd Allah. অর্থাৎ বান্দা নিজেই আল্লাহ (নাঊযুবিল্লাহ)। 'রফীকুল ইসলাম' Rafeeq Al-Islam. এটাকেই গ্রন্থপঞ্জীতে লিখলে তখন হবে Islam Al-Rafeeq. এক কথায় পুরা নামটারই বিকৃতি। 'রাসূলুল্লাহ' বানান ইংরেজীতে Rasool Allah. গ্রন্থপঞ্জীতে লিখলে তখন হবে Allah Rasool. যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অনেকে লিখেন ইনাম-উল-হক, ইয়াজ-উদ-দীন, রাইছ-উদ-দীন। যা বানানে ও আরবী সম্বন্ধ পদে একেবারেই ভুল।

'ইবনুল আছীর'-এর ইংরেজী বানান Ibn Al-Atheer. এখনকার অনেকে বাংলা উচ্চারণ লিখছেন ইবন আছীর, ইবন

কাছীর, ইবন ওমর, ইবন মাসউদ প্রভৃতি। ভাবখানা এই যে, ইব্ন শব্দটি গায়ের মুনছারিফ যা অপরিবর্তনীয়। ওটাকে ইবনু কাছীর বা ইবনে কাছীর বলা চলবে না।

মূলতঃ এগুলি স্রেফ ইংরেজী বানানের অনুকরণ। যা মূল আরবীর মাখরাজ ও ছিফাতকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ মূল আরবী উচ্চারণ ঠিক রেখেই বাংলা উচ্চারণ করতে হবে। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম ঘটবে।

(৮) আরবী-ফার্সী থেকে বাংলা প্রতিবর্ণায়নে মাখরাজ ও ছিফাতের দিকে খেয়াল রেখে আমাদের প্রস্তাবিত বানানরীতি নিম্নরূপ।-

আরবী হরফ	উচ্চারণ	বাংলা হরফ/চিহ্ন	উদাহরণ	
			বাংলা	আরবী
أ ء	হামযাহ	’	মা’কূল	مَأْكُوْلٌ
ع	আয়েন	‘	মা‘বূদ	مَعْبُوْدٌ
ط	ত্বোয়া	ত্ব	ত্বা-লূত	طَالُوْتُ
ث ص	ছা, ছোয়াদ	ছ	ছালা-ছাতুন, ছালা-তুন	ثَلاَثَةٌ، صَلاَةٌ
س	সীন	স	সালা-মুন	سَلاَمٌ
ذ ز ض ظ	যাল, ঝা, যোয়াদ, যোয়া	য	যা-লেকা, ঝাওজুন, যালা-লাতুন, যামাউন	ذَالِكَ، زَوْجٌ، ضَلاَلَةٌ، ظَمَأٌ
ج	জীম	জ	জুম‘আতুন	جُمْعَةٌ
ق	বড় ক্বাফ	ক্ব	ক্বাবাসুন	قَبَسٌ
و	ওয়াও	ঊ, ৄ	মা-‘ঊন, লাহূ	مَاعُوْنٌ، لَهُ
ا	আলিফ	-	ইইয়া-কা	إِيَّاكَ
ى	ইয়া	ঈ, ী	না‘ঈম, রহীম	نعيم، رَحِيْمٌ

(৯) হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকার যথাযথভাবে লিখিত হবে আরবী-উর্দূ শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য রেখে। যেমন ইয়া মা‘রূফ দিয়ে ‘আরবী’ (عربى)-র বাংলা উচ্চারণ ‘আরবী’ হবে, ‘আরবি’ নয়। ‘ইসলামী’ (اسلامى)-এর বাংলা উচ্চারণ ইসলামী হবে, ‘ইসলামি’ নয়। ‘রহীম’ (رحيم)-এর বাংলা উচ্চারণ ‘রহিম’ নয়। কারণ তাহ’লে দীর্ঘ ঈকার পরিবর্তিত হয়ে হ্রস্ব ইকার হয়ে যাবে এবং তাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটবে। যেমন ‘রহীম’ আল্লাহ্র গুণবাচক নাম। যার অর্থ অসীম দয়ালু। পক্ষান্তরে ‘রহিম’ (رَحِم) অর্থ ‘গর্ভাশয়’। বড় ক্বাফ দিয়ে قَلَم অর্থ কলম। আর ছোট কাফ দিয়ে كَلْم অর্থ যখম বা ক্ষত।

(১০) শব্দের মাখরাজ বা উচ্চারণস্থলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষতঃ ইসলামী মূল পরিভাষাগত শব্দ সমূহের প্রতি। নইলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন ওযূ (وضو), হযরত (حضرت), খিযির (خضر), যোহর (ظهر), রামাযান (رمضان), হুযূর (حضور), ফযল (فضل), যবহ (ذبح), আযীয (عزيز), রিযিক (رزق), নযর (نظر), হযম (هضم) ইত্যাদি শব্দগুলির সবই ছিফাতে লাযেমাহ জাহরের অন্তর্ভুক্ত। সবগুলির মাখরাজ ও ছিফাত কাছাকাছি। এগুলি পরিবর্তন করে উজু, হজরত, খিজির, জোহর, রমজান বা রামাদান, হুজুর, ফজল, জবহ, আজীজ, রিজিক, নজর, হজম বলা যাবে না। কারণ তখন এগুলির মাখরাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থেরও পরিবর্তন হবে। যেমন ‘হযম’ (هضم) অর্থ ‘খাদ্য হযম করা’। কিন্তু হজম (هجم) অর্থ ‘হামলা করা’ ইত্যাদি। এদেশে ‘হযম করা’ অর্থে প্রচলিত। অতএব তার বানান ‘হযম’ হবে। হজম বা হদম নয়। যেমন ‘রামাযান’ বিশুদ্ধ ও প্রচলিত শব্দ। একে রামাদান বা রমাদ্বান বলার কোন প্রয়োজন নেই।

(১১) ص বাংলায় ‘ছ’ হবে। কারণ এটি ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ হাম্স-এর অন্তর্ভুক্ত। যার ক্ষীণ আওয়ায জারি থাকে। তাছাড়া ص-এর শেষাংশ কেটে দিলে صـ থাকে। যা ছ-এর আকৃতির কাছাকাছি। যেমন ছালাত (صلاة), ছিয়াম (صيام), ছাদাক্বা (صدقة) ইত্যাদি। এগুলির বানান সালাত বা স্বলাত, সিয়াম, সাদাকা লেখা ভুল হবে। যেমন ছালাওয়াত (صلوات) অর্থ ‘ছালাত সমূহ’। কিন্তু সালওয়াত (سلوات) অর্থ ‘তিতির জাতীয় এক প্রকার পাখি’।

ث বাংলায় ‘ছ’ হবে। কারণ ص ও ث-এর ধ্বনি বা ছিফাত একই। দু’টিই ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ হাম্স-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন حديث-এর উচ্চারণ ‘হাদীছ’ হবে। যার অর্থ বাণী। হাদিছ, হাদিস বা হাদীস নয়। কেননা তখন ছিফাত ঠিক থাকলেও মাখরাজ ও অর্থ দু’টিরই পরিবর্তন হবে। যেমন হাদিছ (حادث) অর্থ নবোদ্ভূত, হাদিস (حادس) অর্থ ধারণাকারী। আর ‘হাদীস’ (حديس) অর্থ ‘ধরাশায়ী’। ফলে

হাদীছ-এর মূল অর্থ ও মর্ম বিকৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন' *(যুমার-মাক্কী ৩৯/২৩)* অর্থ কুরআন।

س বাংলায় 'স' হবে। কারণ س-এর শেষাংশ কেটে দিলে ـــ থাকে। যা 'স' বা ـــ-এর ন্যায়। যেমন আস্ত, রাস্তা, অবস্থা, ব্যস্ত। س-এর উচ্চারণস্থল এবং 'স'-এর উচ্চারণস্থল একই। যেমন সালাম, ইসলাম, সিজদা, তাফসীর ইত্যাদি। 'সালাম' এর বানান 'ছালাম' হবে না। কেননা এর মূল হ'ল سلام যা সীন দিয়ে লিখিত। পক্ষান্তরে 'ছালাম' (صَلَّمٌ) অর্থ 'মযবুত'। যাতে সালাম-এর অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। যার অর্থ 'শান্তি'।

ذ ز ض ظ বাংলায় 'য' হবে। কারণ চারটিই ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ জাহ্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাদের মাখরাজ পৃথক। যেমন যিকর (ذكر), যাকাত (زكاة), যরূরী (ضرورى), যুলুম (ظلم) ইত্যাদি। এগুলির বানান জিকির, জাকাত, জরুরী, জুলুম লেখা ভুল হবে।

ط বাংলায় 'ত্ব' হবে। কারণ আরবী 'তা' থেকে পৃথক করার জন্য বাংলায় কোন হরফ নেই। সেকারণ বাংলার ব ফলা-কে ত-এর নীচে যোগ করে ط উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ত্বাহারৎ (পবিত্রতা), ত্বোয়াহা (সূরার নাম)। একইভাবে বড় ক্বাফ (ق) উচ্চারণ 'ক্ব' হবে। যেমন ক্বালাম (قلم), ফক্বীর (فقير), ক্ববয (قبض), হক্ব (حق), ক্বর্য (قرض) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি ছোট কাফ হিসাবে বহুল প্রচলিত। অর্থাৎ কলম, ফকীর, কবয, হক, কর্য ইত্যাদি। সেভাবেই লেখা ভাল হবে। 'কজা' আসলে ছিল 'ক্ববযাহ' (قبضه)। কিন্তু এটি 'য'-এর স্থলে 'জীম' উচ্চারণে প্রচলিত। অতএব 'কজা' বানান লেখাই উত্তম হবে। একইভাবে 'আসল'-এর মূল উচ্চারণ 'আছল' (أصل)। কিন্তু এটি 'ছ-দ'-এর স্থলে 'সীন' উচ্চারণে প্রচলিত। অতএব 'আসল' বানান লেখাই উত্তম হবে। একইভাবে তালাক-এর মূল উচ্চারণ 'ত্বালাক্ব' (طلاق)। কিন্তু এটি তালাক উচ্চারণে প্রচলিত। অতএব সেটা রাখাই ভাল হবে।

(১২) কিছু নামের বানানে রয়েছে আরবীর বিকৃত উচ্চারণ। যেমন 'নগদ'। যার আসল উচ্চারণ হবে 'নক্বদ' (نقد)। কিন্তু সেটি প্রচলিত নয়। অতএব 'নগদ'টাই মেনে নিতে হবে। তবে আসল উচ্চারণটা জানতে হবে। 'যবাই' আসল উচ্চারণ 'যবহ' (ذبح)। 'রিযিক' আসল উচ্চারণ 'রিয্‌ক্ব' (رزق), 'মামলা' আসল উচ্চারণ 'মু'আমালাহ' (معاملة), 'সদর' আসল উচ্চারণ 'ছদর' (صدر)। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানই থাকবে। এভাবে সাধারণ আরবী শব্দের বাংলা বিবর্তিত রূপের ক্ষেত্রে প্রচলিত রূপকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(১৩) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা)-এর বানান রীতির অনুসরণে ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড থেকে একটি উদ্ধৃতি :

(ক) 'আব্‌বাস ইব্‌ন 'আবদিল- মুত্ তালিব

কুনয়াত আবুল-ফাদ্‌ল, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ্‌র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁদের মাতা ছিলেন আন্-নামির গোত্রের নুতায়লাঃ বিন্‌ত জানাব।[৪]

উক্ত উদ্ধৃতিটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' (হাফাবা)-এর বানানরীতি অনুযায়ী হবে-

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব। কুনিয়াত আবুল ফযল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ্‌র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁর মাতা ছিলেন আন-নামির গোত্রের নুতায়লা বিনতে জানাব'। পুরা নাম أبو الفضل عباس بن عبد المطلب، أمه : نتيلة بنت جناب بن كليب النمرية، زوجة عبد المطلب–

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিশ্বকোষের বর্ণনায় 'তাঁদের মাতা' লেখা হয়েছে। অথচ আব্দুল্লাহ ও আব্বাসের মাতা পৃথক ছিলেন। আব্দুল্লাহ্‌র মাতা ছিলেন 'ফাতেমা' এবং আব্বাসের মাতা ছিলেন 'নুতায়লা'।

(খ) 'আইশা বিন্‌ত আবী বাক্‌র (রা), 'আইশা বিন্‌ত ত˙লহ˙া (র)।

এক্ষেত্রে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' (হাফাবা)-এর বানানরীতি হ'ল আয়েশা বিনতে আবুবকর (রাঃ), আয়েশা বিনতে তালহা (রহঃ)।

সচেতন পাঠকই বলবেন, উপরে প্রদত্ত তিনটি নামের কোনটির উচ্চারণ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। হাফাবা-এর উচ্চারণই সঠিক হবে। কারণ আরবী শব্দের যথাযথ উচ্চারণ আরবী বাক্যেই সম্ভব এবং সেটি অপরিহার্য। কিন্তু বাংলায় বা অন্য কোন ভাষায় নয়।

বস্তুতঃ ভাষা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এর নিত্য নতুন বৈচিত্র্যটাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাই বেদের শ্লোক ইত্যাদির উৎস সন্ধান করা এবং বর্তমান বাংলা ভাষাকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে শুদ্ধ করার চেষ্টা স্রেফ পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং ভাষাকে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য যোগে সমৃদ্ধ করাই উত্তম। যেমন অতি সম্প্রতি বাংলায় চালু হয়েছে মিস করা, মিন করা, মাইণ্ড করা, লাইক করা, করোনা, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট, ভাইরাস, লাইভ, ফলো করা, কমেন্ট করা, শেয়ার করা, সাবস্ক্রাইব করা, ভিউ, ভাইরাল, ট্রল, ফ্যান, টাইমলাইন, ওয়াশরুম, ইমোজি, মেনশন, টেনশন, ওয়েবিনার ইত্যাদি শব্দ সমূহ।

---

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ ১/৬৩৩, প্রকাশকাল : ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.।

উপসংহার :

ইসলামী বাংলার বানানের ক্ষেত্রে বিগত একশ' বছরের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন আগে বলা হ'ত এমাম, এছলাম, মোছলেম, মুছলিম, ছালাম, নমাজ, রোজা ইত্যাদি। এখন তা পরিবর্তিত হয়ে লেখা হচ্ছে, ইমাম, ইসলাম, মুসলিম, সালাম, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। এরূপ পরিবর্তনের কারণও রয়েছে। যা উপরে আমাদের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে এসেছে। কিছু শব্দ রয়েছে যা আরবী-ফার্সীর উচ্চারণ বিধি অনুযায়ী ই-কার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ছিফাত বা উচ্চারণস্থল অনুযায়ী সেখানে এ-কার বলা হয়। যেমন কেতাব, কেচ্ছা, ফেকাহ, ফেরকা, ছাবেত, সালেম, আমের, খাহেশ, ফাহেশা, ক্বায়েদা, ফায়েদা, ফেৎরা প্রভৃতি শব্দ। একইভাবে উ-কারের স্থলে ও-কার উচ্চারণ হয়। যেমন ওমর, ওছমান, ওবায়দা, ওবায়দুল্লাহ, ওযর, ওশর, তোহর, দোকান ইত্যাদি। এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দের মূল অর্থের পরিবর্তন হয়নি। অতএব এগুলি মেনে নিতে হবে।

বানানের ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তনের উদাহরণ স্বরূপ (১) 'কুরআন শরীফ' বানান বাংলা ১৩১৬ সালে (১৩২৭ হি./১৯০৯ খৃ.) ছিল 'কোরাণ-শরিফ' *(প্রণেতা : মৌলবী মোহাম্মাদ আব্বাছ আলি)*। একই বানান বাংলা ১৩৬৫ সালে (১৩৭৭ হি./১৯৫৮ খৃ.) ছিল কোৗর্‌আন শ'রীফ *(প্রণেতা : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফ্‌ছীরুল কোৗর্‌আন শ'রীফ (ঝিনুক পুস্তিকা (ঢাকা-১, ১ম সংস্করণ) : ১ম খণ্ড, রামাজান, ১৩৭৮)*।

(২) 'আহলেহাদীছ' নামের বানান বাংলা ১৩৩২ সালে (১৩৪৩ হি./১৯২৫ খৃ.) ছিল 'আহলেহাদিস' *(মাসিক আহলেহাদিস, কলিকাতা, ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৩২ সাল)*। বাংলা ১৩৫৫ সাল মোতাবেক অক্টোবর ১৯৪৮ সালে বানান ছিল 'আহলেহাদিছ' *(জমঈয়তে আহলেহাদিছের ১ম গঠনতন্ত্র, ছোট সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬)*। বাংলা ১৩৬৪ সাল মোতাবেক ১৯৫৭ সালের ২য় গঠনতন্ত্রে ছিল 'আহলেহাদীছ' *(প্রমাণ সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮)*।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ১৯৪৯ সালে মাসিক তর্জুমানুল হাদীছের বানান ছিল, 'তর্জুমানুল হাদিছ'। অতঃপর ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ১৯৫১ থেকে বানান লেখা শুরু হয়, 'তর্জুমানুল হাদীছ'। যা ১৬তম বর্ষ নভেম্বর ১৯৭০ সালে পত্রিকা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্তমানে পুনরায় প্রকাশিত উক্ত পত্রিকার নাম হয়েছে 'তর্জুমানুল হাদীস' *(৪র্থ বর্ষ ১২তম সংখ্যা মার্চ ২০২২; প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ))*। যদিও প্রতিষ্ঠাতার সর্বশেষ গৃহীত বানান ছিল 'তর্জুমানুল হাদীছ'।

১৩৬৭ মোতাবেক ১৯৬০ সালে জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারীর সভাপতিত্বকালে ২য় গঠনতন্ত্রের 'আহলেহাদীছ' বানান পরিবর্তন করে বাংলা ১৩৮৬ মোতাবেক ১৯৮০ সালে গঠনতন্ত্রের ৩য় সংস্করণে বানান লেখা হয় 'আহলেহাদীস'। যা এখনো আছে।

পক্ষান্তরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বানান ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০২২) একই বানান রয়েছে 'আহলেহাদীছ'।

(৩) 'মুহাম্মাদী' বানান বাংলা ১৩৩৪ সালে (১৩৪৫ হি./১৯২৭ খৃ.) ছিল 'মোহাম্মদী' *(১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাসিক মোহাম্মদী, বাংলা কার্ত্তিক ১৩৩৪ সাল)*।

(৪) 'অহি' বানান অনেকে লেখেন 'ওয়াহী' 'ওয়াহি' 'অহী'। কিন্তু অহি-র আরবী বানানের শেষে ইয়ায়ে মা'রূফ থাকলেও তার পূর্বে হা-সাকিন আছে (وَحْيٌ)। সেহেতু এখানে ইয়ায়ে মা'রূফের টান হবেনা। ফলে এর সঠিক উচ্চারণ হবে 'অহি'। আর 'অহি' বানান করেছেন মুসলিম বাংলার পুরোধা সাহিত্যিক ও বাংলায় কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক মৌলবী আব্বাছ আলি *(আহযাব ২ আয়াত, পৃ. ৬৭৩)*। একই বানান লিখেছেন আরেকজন দিকপাল, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মোহাম্মদ আকরম খাঁ *(আন'আম ৫০ আয়াত)*। তবে মৌলবী আব্বাছ আলি অন্যস্থানে 'অহী' লিখেছেন। আবার 'দ্বীন' বানান লিখেছেন, 'দিন' (ধর্ম্ম)।[৫] আমরা বিদেশী শব্দের উৎসমূল এবং উচ্চারণস্থলের দিকে লক্ষ্য রেখে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর বানানরীতি নির্ধারণ করেছি।

আল্লাহ আমাদের মাতৃভাষাকে সকল প্রকার অনৈসলামী মিশ্রণ ও অন্যদের অপতৎপরতা হ'তে মুক্ত রাখুন এবং আমাদেরকে নিজ মাতৃভাষায় যথাযথভাবে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৫. মৌলবী মোহাম্মাদ আব্বাছ আলি, কোরাণ-শরিফ (কলিকাতা : আলতাফী প্রেস ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), বড় সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭৫, আহযাব ৫ আয়াত, পৃ. ৬৭৪।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩
নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
দেশের প্রতিটি জেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(২য় কিস্তি)

অন্যদের মাঝে সঞ্চারণশীল কল্যাণের প্রতিদান কিভাবে শ্রেষ্ঠ

(১) ঈমান : আল্লাহ তা'আলা যা কিছুর উপর ঈমান রাখতে আদেশ দিয়েছেন সে সকল কিছু সত্য বলে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা সে অনুযায়ী আমল করার নাম ঈমান।

(২) আমলে ছালেহ : আমলে ছালেহ-এর মধ্যে সব রকমের ভাল কাজ শামিল রয়েছে, চাই তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, আল্লাহ্র হক সংক্রান্ত হোক কিংবা বান্দার হক সংক্রান্ত, ফরয হোক কিংবা নফল হোক। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যেকোন ভাল কর্মই আমলে ছালেহ।

(৩) হকের উপদেশ : এখানে হক হ'ল ঈমান ও আমলে ছালেহ। অর্থাৎ লোকেরা একে অপরকে ঈমান ও আমলে ছালেহ-এর উপদেশ দিবে, তাকে ঈমান ও আমলে ছালেহ-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে।

(৪) ছবরের উপদেশ : আল্লাহ্র আনুগত্যে অটল থাকা, তাঁর অবাধ্যতা থেকে সর্বদা দূরে থাকা এবং আল্লাহ নির্ধারিত তাক্বদীর অনুসারে কষ্টে পতিত অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করার জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেওয়ার নাম পারস্পরিক ছবরের উপদেশ।

প্রথম দু'টি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে পূর্ণ করে এবং শেষের দু'টি কাজ দ্বারা অন্যদের পূর্ণ করে। এই চারটি জিনিসের পূর্ণতার মাধ্যমে মানুষ ক্ষতি হ'তে রক্ষা পাবে এবং মহাপ্রাপ্তি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।[১] অতএব ক্ষতি থেকে ব্যক্তির মুক্তি নির্ভর করে অন্যদের উপকার করা এবং তাদের হক ও ছবরের নছীহত করার উপর।

২. নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের বেশী বেশী উপকারকারী মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ- 'মুমিন ভালবাসার বন্ধনে অন্যকে যুক্ত করে এবং তাকেও ভালবাসার বন্ধনে যুক্ত করা হয়। যে ভালবাসার বন্ধনে অন্যকে যুক্ত করে না এবং তাকেও ভালবাসার বন্ধনে যুক্ত করা হয় না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আর সেই মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের কল্যাণে বেশী অগ্রগামী'।[২]

মুনাবী (রহঃ) বলেন, 'সেই মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের কল্যাণে বেশী অগ্রগামী' (خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) এ কথার অর্থ- সে তার ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদা দিয়ে জনগণের উপকার করে। সে ভাবে, সকল মানুষ আল্লাহ্র বান্দা। এজন্য তারা তার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। 'মানবকুলের কল্যাণে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী' অর্থ সে মানবকল্যাণে তুলনামূলকভাবে অন্য মানুষদের থেকে বেশী এগিয়ে। তার কাছে যেসব নে'মত বা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ আছে তা সে জনকল্যাণে বিলিয়ে দেয়, কিংবা তাদের কোন বিপদাপদ দেখা দিলে তা দূর করে, চাই এসব কিছু জাগতিক হোক কিংবা দ্বীনী-ধর্মীয় হোক। তবে দ্বীনী উপকারই বেশী মর্যাদাপূর্ণ।[৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, دَلَّ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارِبُ الْأُمَمِ، عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا وَمِلَلِهَا وَنِحَلِهَا، عَلَى أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَطَلَبَ مَرْضَاتِهِ، وَالْبِرَّ وَالْإِحْسَانَ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِكُلِّ خَيْرٍ، وَأَضْدَادَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِكُلِّ شَرٍّ، فَمَا اسْتُجْلِبَتْ نِعَمُ اللهِ، وَاسْتُدْفِعَتْ نِقْمَتُهُ، بِمِثْلِ طَاعَتِهِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ، 'কুরআন-সুন্নাহ, বিবেক-বুদ্ধি, স্বভাব এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবীয় অভিজ্ঞতা বলে যে, সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জন, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সদাচরণ এবং তাদের উপকার সাধন সকল প্রকার কল্যাণ বয়ে আনে। এর বিপরীতে মানুষের সঙ্গে অসদাচরণ এবং তাদের অপকার করলে তা সব রকমের অনিষ্টের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলত আল্লাহ্র নে'মতরাজি প্রাপ্তি এবং তাঁর গযব ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর সৃষ্টির উপকার সাধনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে'।[৪]

৩. ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِى عَنْهُ دَيْناً أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعاً، وَلأَنْ أَمْشِىَ مَعَ أَخِى الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُّمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رِضًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَّشَى مَعَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ (১) আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে। (২) আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হ'ল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা

---

১. *তায়সীরুল কারীমির রহমান, পৃ. ৯৩৪।*

২. *ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৫৯৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪২৬।*

৩. *ফায়যুল ক্বাদীর ৩/৪৮১।*

৪. *আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ০৯।*

তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। তিনি বলেন, (৩) আমার কোন ভাইয়ের সাহায্যের জন্য তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়েও প্রিয়। (৪) যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা দমন করবে, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুলছিরাতের উপর সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় রাখবেন'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا يعني فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ 'আমার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে হেঁটে যাওয়া এই মসজিদে অর্থাৎ মদীনার মসজিদে আমার একমাস ই'তিকাফ করা থেকে আমার নিকট বেশী প্রিয়'[৬] এজন্য যে, ই'তিকাফের উপকার ই'তিকাফকারীর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তার সাথে হাঁটার উপকার অন্য মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ফলে তা জনগণের জন্য নিশ্চিতভাবেই বেশী উপকারী।

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণার্থে ই'তিকাফকারীর জন্য টেলিফোনে যুক্ত হওয়া জায়েয হবে কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, মুসলিমদের কোন বিশেষ প্রয়োজন পূরণে ই'তিকাফকারীর জন্য টেলিফোনে যুক্ত হওয়া জায়েয হবে। যখন টেলিফোনটি তার ই'তিকাফকৃত মসজিদে থাকবে। কারণ সে তো মসজিদ থেকে বাইরে যাচ্ছে না। আর যদি টেলিফোন মসজিদের বাইরে হয় তাহ'লে সে ফোন করতে মসজিদের বাইরে যাবে না। আর মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণে যদি এই ব্যক্তিই নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহ'লে সে ই'তিকাফ করবে না। কেননা মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ ই'তিকাফ থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রয়োজন পূরণের উপকার অন্যের মধ্যে সঞ্চারণশীল। আর সঞ্চারণশীল উপকার ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ উপকার থেকে উত্তম। তবে ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ উপকারমূলক আমল যখন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় আমল হবে তখন সেটাই হবে শ্রেয়।[৭]

৪. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 'কোন মুসলিম গাছ লাগালে আর সে গাছ থেকে কোন মানুষ, কিংবা পশু কিংবা পাখি খেয়ে গেলে তা তার জন্য ক্বিয়ামত অবধি ছাদাক্বা বলে গণ্য হবে'।[৮]

যে কোন মুসলিম ফলজ বৃক্ষ রোপন করবে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্যে দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খেয়ে নেয় তাও দান স্বরূপ। পাখী যা খেয়ে নেয় তাও দান স্বরূপ। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্যে দান স্বরূপ।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ– 'কোন মুসলিম যখন কোন ফলদ গাছ লাগায় আর তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য দান বলে গণ্য হয়, যা কিছু চুরি হয় তাও তার জন্য দান বলে গণ্য হয়, বন্য পশু যা খেয়ে নেয় তা তার জন্য দান বলে গণ্য হয়, পাখিতে যা খেয়ে নেয় তা তার জন্য দান বলে গণ্য হয় এবং তা কেউ নিয়ে গেলেও তা তার জন্য দান বলে গণ্য হয়'।[৯]

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি দামেশক শহরে একটা গাছ লাগাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী হয়েও এ কাজ করছেন! তিনি বললেন, তুমি আমার বিষয়ে মন্তব্য করতে তাড়াহুড়া কর না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ غَرَسَ غَرْساً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِىٌّ وَلاَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً– 'যে ব্যক্তি কোন ফলদ গাছ লাগায় আর তা থেকে কোন লোক কিংবা আল্লাহ্র কোন সৃষ্টি খেয়ে নেয় তবে তা তার জন্য ছাদাক্বা বলে গণ্য হয়'।[১০]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এসব হাদীছে বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষ ও ফসল যতদিন থাকবে এবং তা থেকে উৎপাদন বহাল থাকবে ততদিন রোপণকারী ও চাষী ছওয়াব পেতে থাকবে। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা ছওয়াব পেতে থাকবে। এসব হাদীছ থেকে এ কথাও জানা যাচ্ছে যে, মানুষের সম্পদ চুরি হয়ে গেলে কিংবা পশু-পাখি কিংবা অন্য কিছুতে বিনষ্ট করলেও সে ছওয়াবের অধিকারী হবে।[১১]

এ কারণে কোন কোন আলেমের মতে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে চাষাবাদ উত্তম কাজ। কারণ চাষাবাদের উপকার বহুমুখী, এমনকি তা থেকে মানুষ ছাড়াও চতুষ্পদ প্রাণী, পাখ-পাখালি ও কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত উপকৃত হয়ে থাকে। ইমাম নববী এ কথাকে যথার্থ বলেছেন।[১২]

৫. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩।
৬. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৭০৮; ছহীহাহ হা/৯০৬।
৭. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১২৬।
৮. মুসলিম হা/১৫৫৩; ছহীহাহ হা/৮।
৯. মুসলিম হা/৩৮৬০।
১০. আহমাদ হা/২৭৫৪৬; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/২৬০০।
১১. নববী, শরহ মুসলিম ৫/৩৯৬।
১২. নববী, শরহ মুসলিম ৫/৩৯৬।

৫. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ‘সকল ভাল কাজই ছাদাক্বা’।[১৩]

৬. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সূর্য উদিত হয় এমন প্রতিটা দিন প্রত্যেক ব্যক্তির তরফে তার জানের উপর ছাদাক্বা আবশ্যক হয়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কোত্থেকে দান করব, আমাদের তো ধন-দৌলত নেই। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই ছাদাক্বার শ্রেণীতে রয়েছে আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজের নিষেধ করা, লোক চলাচলের রাস্তা থেকে কাঁটা, হাড়-হাড্ডি ও পাথর সরিয়ে দেওয়া, অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া, কালা ও বোবা যাতে বুঝতে পারে সেভাবে তাদেরকে শোনানো, কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য ঠিকানা তালাশকারীকে ঠিকানা জানা থাকলে তা বলে দেওয়া, সাহায্যের জন্য চিৎকারকারীকে সাহায্য করার জন্য দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাওয়া, অসহায়-দুর্বলকে দু’বাহুর শক্তিতে তুলে ধরা। এসবের প্রত্যেকটিই তোমার তরফে তোমার জানের উপর ছাদাক্বা। এমনকি তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার মিলনেও তুমি ছওয়াব পাবে। আবু যার বললেন, আমার কামনা পূরণেও কিভাবে আমার ছওয়াব হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বল তো তোমার যদি একটা ছেলে হয়, আর সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তুমি তার থেকে উপকার ভোগের আশা কর, কিন্তু ইত্যবসরে সে মারা যায়, তুমি কি তার থেকে ছওয়াব প্রত্যাশা করো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে সৃষ্টি করেছিলে? তিনি বললেন, না, বরং আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বললেন, তবে কি তুমি তাকে সৎপথে কায়েম রেখেছিলে? তিনি বললেন, না, বরং আল্লাহ তাকে সৎপথে কায়েম রেখেছিলেন। তিনি বললেন, তবে কি তুমি তাকে খাওয়া-পরা দিয়েছিলে? তিনি বললেন, না, বরং আল্লাহ তাকে খাওয়া-পরা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এভাবেই ছওয়াব হবে। তুমি তোমার জননাঙ্গকে আল্লাহ্র হালালের মধ্যে ব্যবহার করো এবং হারাম থেকে তাকে দূরে রাখো। আল্লাহ চাইলে তাকে জীবিত রাখবেন অথবা তাকে মৃত্যু দিবেন। উভয় অবস্থাতেই তুমি ছওয়াব পাবে’।[১৪]

৭. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ- ‘সূর্য উদিত হয় এমন প্রতিটা দিন প্রত্যেক ব্যক্তির তরফে তার গ্রন্থিজোড়ের উপর ছাদাক্বা আবশ্যক হয়। দু’জন মানুষের মাঝে ইনছাফ কায়েম করা ছাদাক্বা। কোন লোককে তার পশুর পিঠে চড়তে সাহায্য করা কিংবা তার মাল-পত্র তার পশুর পিঠে তুলে দেওয়া ছাদাক্বা। একটা ভাল কথা বলা ছাদাক্বা। ছালাতের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া ছাদাক্বা’।[১৫]

অতএব পরোপকারার্থে মানুষ যে ভাল কাজটা করবে তাতে সে দানের ছওয়াব পাবে এবং যে দান ছাদাক্বায়ে জারিয়া, তার ছওয়াব মৃত্যুর পরেও মৃত ব্যক্তি পেতে থাকবে।

৮. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ، قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلاَهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ. قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ. قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ. قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ- ‘আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ। আমি বললাম, কোন শ্রেণীর দাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য বেশী এবং যে তার মনিবেরর নিকট আকর্ষণীয়। আমি বললাম, আমি যদি তা করতে না পারি? তিনি বললেন, তুমি কর্মরত কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে অথবা কোন অক্ষম বেকারের হয়ে কাজ করে দেবে। তিনি বললেন, আমি যদি তাও করতে না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে ক্ষতি করা থেকে দূরে থাকবে। সেটাই হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার জানের ছাদাক্বাহ।[১৬]

৯. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দাকে জাহান্নাম থেকে কিসে মুক্ত করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানের সাথে আমলও লাগবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে যে জীবিকার সামগ্রী দিয়েছেন তা থেকে দান করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি লোকটি দরিদ্র হয়, দান করার মত কিছু না থাকে, তার ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, সে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটির কথায় জড়তা থাকায় যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করতে না পারে তবে তার ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, যে কাজ করতে পারে না এমন লোকের সে কাজ করে দেবে। আমি বললাম, সে যদি নিজেই কাজ করতে না পারা লোক হয় তবে তার ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, মযলূমকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, সে যদি এমন দুর্বল হয় যে, মযলূমকে

১৩. *বুখারী হা/৬০২১।*
১৪. *ইবনু হিব্বান হা/৩৩৭৭; আহমাদ হা/২১৫২২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭৫।*
১৫. *বুখারী হা/২৯৮৯।*
১৬. *বুখারী হা/২৫১৮।*

সাহায্য করার মতো সঙ্গতি তার নেই? তিনি বললেন, তুমি কি তোমার সাথীর মধ্যে কোন ভাল কিছু আছে বলে আশা করতে পারছ না? সে মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যখন সে এ কাজ করবে তখন কি সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে? তিনি বললেন, যখন কোন মুসলিম এই কাজগুলোর কোন একটা করবে তখন সেটি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে'।[১৭] এ হাদীছ নির্দেশ করে যে, জনকল্যাণমুখী কাজে অবদান রাখার দরুন মুমিনের জান্নাতপ্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

৯. ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً– 'নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আমলসমূহের মধ্যে কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তোমার দ্বারা কোন মুমিনের মনে আনন্দ সঞ্চার করা। হয়তো তুমি তার ক্ষুধা দূর করবে অথবা বস্ত্রহীন অবস্থা থেকে উদ্ধারে তুমি তাকে বস্ত্র দেবে অথবা তুমি তার কোন প্রয়োজন পূরণ করবে'।[১৮]

১০. নবী করীম (ছাঃ) তো প্রত্যেক মুসলিমকে তার মুসলিম ভাইয়ের যে ধরনের উপকার করা তার পক্ষে সম্ভব সেই ধরনের উপকার করতে বলেছেন। তিনি বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তি তার ভাইকে কোন উপকার করতে সমর্থ হ'লে সে যেন তা করে'।[১৯]

উপকার করার ধরন অনেক। যখনই যে আমল বান্দার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে তখনই তা আল্লাহ্‌র নিকট শ্রেয় বলে গণ্য হবে। এজন্য যেসব আমল সার্বজনীন ও অধিক উপকারী সেসব আমলে আগ্রহী হওয়া মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয়। *[ক্রমশঃ]*

---

১৭. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫০৮১; ছহীহুত তারগীব, হা/৮৭৬।*
১৮. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫০৮১; ছহীহুত তারগীব, হা/২৬২১।*
১৯. *মুসলিম হা/৫৬২২।*

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)
(A trusted home with a family touch)

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100.
Phone : 880-721-771100, 771200
Mobile : 01711-302322.
Email: admin@hotelmukta.com.bd
website: hotelmukta.com.bd

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হৌক

মেসার্স মোমতাজ হোসেন
প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)
পরিবেশক
সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ডিলার
বসুন্ধরা ও ক্লীনহীট এলপিজি
এবং স্পেয়ার মেশিন
এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
তাবলীগী ইজতেমা'২৩ সফল হোক
নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪, ০১৯৩৩-৪১২২৫১।
E-mail : moin-nowhata@gmail.com

ডা. তামান্না তাসনীম
এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ভূমিকা :

রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তিনি ছাহাবীদেরকে দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনে চলার পথ দেখিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে কুরআনের ব্যাখ্যাকার, ইমাম, শিক্ষক, বিচারক ও সেনাপতি। ফলে ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছাহাবীদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ভুল হ'লে সংশোধন করে দিয়েছেন। এসব ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্রই নির্দেশমালা।[১]

সুতরাং তাঁর এই দিকনির্দেশনা কুরআনের আয়াত হিসাবে লিপিবদ্ধ না হ'লেও তা কুরআনেরই সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং অহী হিসাবে পরিগণিত। রাসূল (ছাঃ)-এর এ সকল নির্দেশনা কখনও তাঁর বাণী হিসাবে, কখনও তাঁর কর্ম হিসাবে এবং কখনও তাঁর স্বীকৃতি হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অনুল্লেখিত এই নির্দেশমালার নাম হ'ল 'হাদীছ' বা 'সুন্নাহ'। পবিত্র কুরআন যেমন একত্রিত আকারে নাযিল হওয়ার পরিবর্তে সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে নানা ঘটনাপ্রবাহে ও প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, ঠিক তেমনি হাদীছ বা সুন্নাহও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক কুরআনের ব্যাখ্যা, তাঁর নবুঅতী জীবনের প্রতিটি নির্দেশনা এবং প্রতিটি দিক ও বিভাগের পুংখানুপুংখ আলেখ্য হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে। ছাহাবীগণ যেভাবে কুরআনকে সংরক্ষণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে সুন্নাহকেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটেছিল, কিভাবে এত সুচারুরূপে এই পরিক্রমা সম্পন্ন হয়েছিল তার ধারাবাহিক বিবরণ উল্লেখ করা হ'ল।

ক. ছাহাবীদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন পদ্ধতি :

সাধারণত ৩টি পদ্ধতিতে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শারঈ বিধান অবগত হ'তেন। যেমন :

১. রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব বর্ণনা :

ছাহাবীগণ সরাসরি তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনতেন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কি-না খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করছিল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে বিক্রয় কর? সে উত্তর দিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অহী আসল, তোমার হাত খাদ্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। তিনি হাত ঢুকিয়ে দেখলেন ভিতরের অংশটি আর্দ্র বা ভেজা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২]

কখনও শ্রোতার সংখ্যা কম হ'লে রাসূল (ছাঃ) হাদীছটি প্রচারের জন্য লোক পাঠাতেন। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'খায়বার যুদ্ধের দিন ছাহাবীদের একটি দল বলতে লাগলেন, 'অমুক শহীদ', 'অমুক শহীদ'। এভাবে একজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করার সময় বললেন, 'অমুক শহীদ'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কখনই নয় আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, একটি চাদরের কারণে, যা সে চুরি করেছে'। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনু খাত্ত্বাব! তুমি যাও, মানুষকে ডেকে বল যে, 'মুমিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি বের হয়ে মানুষকে ডেকে বললাম, 'সাবধান! মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩]

২. কোন ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত সমাধান :

ছাহাবীগণ কোন সমস্যায় পতিত হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সমাধান চাইলে তিনি সমাধান দিতেন। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়েই তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর শরণাপন্ন হ'তেন। শহর কিংবা গ্রামবাসী নির্বিশেষে অবাধে তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেতেন। এমনকি তারা অতি গোপনীয় বিষয়ে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন না। যেমন আলী (রাঃ) বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে রাসূল (ছাঃ)! আমরা পল্লীতে থাকি। আমাদের কোন কোন ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমাদের কেউ যদি অনুরূপ কাজ করে, তবে সে যেন ওযূ করে নেয়। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পশ্চাতদেশে গমন করো না'।[৪]

একটি মাত্র প্রশ্নের জন্য তাঁরা দীর্ঘ পথ সফর করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করতেন। 'উকবাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনু আযীযের কন্যাকে বিবাহ করলেন। পরে এক মহিলা এসে বলল, আমি তো 'উকবাহ এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু'জনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রাঃ) তাকে বললেন, এটা আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। অতঃপর আবূ ইহাব পরিবারের নিকট লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের নিকট জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তখন তিনি (মক্কা থেকে) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন এরূপ বলা হয়েছে তখন এই (বিবাহ) কিভাবে সম্ভব? তখন 'উকবাহ (রাঃ) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে স্ত্রীলোক অন্যজনকে বিবাহ করল।[৫]

এতদ্ব্যতীত তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ জানার পরও পুনরায় তার সত্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর

১. নাজম, ৩ ও ৪; হাক্কাহ, ৪৭।
২. আহমাদ হা/৭২৯০; আবুদাউদ হা/৩৪৫২, সনদ ছহীহ।
৩. আহমাদ হা/২০৩; মুসলিম হা/১১৪; মিশকাত হা/৪০৩৪।
৪. আহমাদ হা/৬৫৫, মিশকাত হা/৩১৪, সনদ হাসান।
৫. বুখারী হা/২৬৪০।

কাছে যেতেন। জনৈক ছাহাবী রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন করে খুব অনুতপ্ত বোধ করেন। ফলে তাঁর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সালামার কাছে গিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করলেন। উম্মু সালামা তাঁকে বললেন, রাসূল (ছাঃ)ও ছিয়াম অবস্থায় চুম্বন করেন। মহিলাটি ফিরে গিয়ে তার স্বামীকে এ সংবাদ দিলেন। কিন্তু তিনি আরও অনুতাপ নিয়ে বললেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর মত নই। আল্লাহ তাঁর জন্য যা খুশি হালাল করতে পারেন'। অতঃপর মহিলাটি আবারও উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে দেখতে পেল তাঁর সাথে রাসূল (ছাঃ)ও রয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই মহিলাটির কী হয়েছে? উম্মু সালামা তাঁর ব্যাপারে জানালেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তাঁকে বলনি যে আমি এমনটি করি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে জানিয়েছি'। মহিলাটি ফিরে গিয়ে আবারও তার স্বামীকে এ কথা জানালেন। কিন্তু তিনি তীব্র অনুতাপ নিয়ে একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন যে, 'আমরা তো রাসূল (ছাঃ)-এর মত নই। আল্লাহ তাঁর (রাসূল (ছাঃ)-এর) জন্য যা খুশি হালাল করতে পারেন'। এ কথা জেনে রাসূল (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হ'লেন এবং বললেন, أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللهِ 'আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত'।[৬]

অনুরূপভাবে মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনে হিযামকে সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনলাম। সে তাতে এমন কিছু শব্দ পড়ল যা রাসূল (ছাঃ) আমাকে পড়াননি। ফলে আমি ছালাতরত অবস্থায় তার সাথে প্রায় লড়াইয়ে লিপ্ত হ'তে যাচ্ছিলাম। অতঃপর সে যখন ছালাত শেষ করল, আমি বললাম, তোমাকে এই পাঠরীতি (ক্বিরাআত) কে পড়িয়েছে? সে বলল, রাসূল (ছাঃ) পড়িয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্র কসম! তোমাকে রাসূল (ছাঃ) এভাবে পড়াননি। আমি তাকে হাত ধরে টানতে টানতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলাম। আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে সূরা ফুরক্বান পড়িয়েছেন। কিন্তু আমি এই ব্যক্তিকে উক্ত সূরায় এমন কিছু শব্দ পড়তে শুনলাম, যা আপনি আমাকে পড়াননি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, পড় তো হিশাম! সে পূর্বের মতই পড়ল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এভাবেই নাযিল হয়েছে'। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি পড় ওমর! আমি পড়লাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এভাবেই নাযিল হয়েছে'। অতঃপর তিনি বললেন, إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 'নিশ্চয়ই কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে'।[৭]

এভাবে বিভিন্ন ঘটনায় প্রদত্ত রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্ত, ফৎওয়া ও রায় হাদীছ গ্রন্থসমূহের বিবিধ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। যে সকল ছাহাবীর সাথে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তারা সেসব ভুলে যাবেন কিংবা ভুলভাবে বর্ণনা করবেন, তা অকল্পনীয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ঘটে যাওয়া এ সকল ঘটনা ছিল তাদের জীবনের চিরস্মরণীয় অংশ।

৩. ছাহাবীগণের স্বচক্ষে দেখা রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মসমূহ :

যে সকল কাজ ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, সফর, যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে করতে দেখেছেন, অতঃপর তাবেঈদের কাছে তা বর্ণনা করেছেন। হাদীছ গ্রন্থসমূহের একটি বিরাট অংশ জুড়ে এমন সব বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিজীবন, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাদীছে জিবরীল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত প্রসিদ্ধ এই হাদীছে ঈমান, ইহসান, ইসলাম এবং ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিবরীল (আঃ)-এর প্রশ্ন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তর দেয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[৮]

অনুরূপভাবে নিযাল ইবনু সাবরাহ থেকে বর্ণিত, একদিন আলী (রাঃ) কূফায় যোহরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর মানুষের প্রয়োজন পূরণার্থে মসজিদের আঙ্গিনায় বসলেন। এমতাবস্থায় আছরের ছালাতের সময় হয়ে গেল। তাঁর জন্য ওযূর পানি আনা হ'ল। তিনি পানি পান করলেন, (ওযূর জন্য) মুখ, হাত, মাথা ও পা ধৌত করলেন এবং অতিরিক্ত পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করলেন। অতঃপর বললেন, মানুষ দাঁড়িয়ে পান করা অপসন্দ করে। অথচ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবে (দাঁড়িয়ে) পান করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে দেখছ।[৯]

মোটকথা ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী, মানবজাতির শিক্ষক এবং চূড়ান্ত অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে তাঁর প্রতিটি কথা, কর্ম ও পদক্ষেপ অনুসরণ করতেন। তাঁর প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন ও জানার চেষ্টা করতেন। আর কেনইবা নয়, যাকে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি যেকোন মানুষের সর্বোচ্চ মনোযোগ থাকাই স্বাভাবিক। ফলে এ কথা সুনিশ্চিত যে, পবিত্র কুরআনের মত রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ ও ছাহাবীদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। যদিও মানবিক ক্ষমতা অনুসারে সেই সংরক্ষণে তারতম্য ছিল। কেউ বেশী সংরক্ষণ করেছিলেন, কেউ মধ্যম পর্যায়ে, কেউবা কম। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর পুরো জীবন ও কর্মই তাঁরা ধারণ করেছিলেন।

খ. হাদীছ সংরক্ষণের সূচনা

সুন্নাহর সংরক্ষণের কাজটি ছাহাবীদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। তারা ছিলেন সেই প্রজন্ম, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। তারাই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ

৬. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১০২০; আহমাদ হা/২৩৭৩২, সনদ ছহীহ।
৭. আহমাদ হা/১৫৮, সনদ ছহীহ।
৮. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৫ ও ৭।
৯. বুখারী হা/৫০১৫ ও ৫০১৬।

প্রজন্ম, যার স্বীকৃতি রাসূল (ছাঃ) নিজেই প্রদান করেছেন।[১০] তারাই ছিলেন সেই প্রজন্ম, যারা কুরআনকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফলে অতি স্বাভাবিকভাবে তারাই ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশাবলী এবং জীবনাচার তথা সুন্নাহ সংরক্ষণের মূল কারিগর। তাদের এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) আমলের মাধ্যমে সংরক্ষণ :

সুন্নাহ্র অনানুষ্ঠানিক সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল ছাহাবীদের আমলের মাধ্যমে। কেননা সুন্নাহ কেবল তত্ত্বীয় ও দার্শনিক বিষয় নয়, বরং তা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর যখন দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনে গুটিকয়েক নবমুসলিমকে নিয়ে মক্কার 'দারুল আরকাম' এ একত্রিত হ'তেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশে তাদেরকে কুরআনের মর্মবাণী এবং দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। এভাবে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ্র চর্চা শুরু হয়। রাসূল (ছাঃ) কেবল ছাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁর ২৩ বছরের নবুঅতী যিন্দেগীতে ছাহাবীদেরকে দৈনন্দিন জীবনের ইবাদতের পদ্ধতি, ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পদ্ধতি সবই হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

আর ছাহাবীরাও ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সাহচর্য দানের জন্য মনোনীত ব্যক্তি। সুতরাং তারা রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন কথা জানা মাত্রই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে তা পূর্ণভাবে অনুসরণ করতেন। এমনকি তাঁর প্রতিটি ব্যক্তিগত অভ্যাসও তারা অনুসরণ করতেন। পুরো পরিবেশটা তখন ছিল সুন্নাহ্র উপর আমলের পরিবেশ। সুন্নাহকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হ'ত তাদের সার্বিক জীবনাচার। অতঃপর তাদের নিকট থেকে পরবর্তী প্রজন্ম তথা তাবেঈগণও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ শিক্ষা করেছিলেন এবং পূর্ণ আমানতদারীর সাথে সুন্নাহকে তাবে' তাবেঈদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সুতরাং ছাহাবী ও তাবেঈদের সুন্নাহ্র উপর আমল এবং নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে সুন্নাহ সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে।[১১] মূলতঃ কয়েকটি বিষয় এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।-

১. রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রয়াস :

আল্লাহ্র নবী হিসাবে রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের প্রচারে সর্বোচ্চ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছাহাবীদেরকে জুম'আ বা ঈদের দিনের মত উপলক্ষ ছাড়াও নিয়মিত আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান দিতেন। এ সকল হুকুম-আহকাম মুসলমানদের অভ্যাসে এবং স্বভাবে পরিণত করার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাসূল (ছাঃ) ছালাত সম্পর্কে বলেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ'।[১২] অনুরূপভাবে হজ্জ সম্পর্কে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূন গ্রহণ কর'।[১৩] এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামী শরী'আত পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু অবধি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

২. ইসলামের নতুন জীবনবিধানের স্বাভাবিক চাহিদা :

নবমুসলিমগণ প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যার সমাধান পেতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পর ধর্মীয় তাকীদেই তাদেরকে প্রতিটি বিষয় জানার প্রয়োজন হ'ত। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে জেনে নিয়ে তা আবার স্বীয় পরিবারে কিংবা স্বীয় গোত্রে প্রচার করতেন। এভাবেই সুন্নাহ্র প্রসার হ'তে লাগল। অনেকেই দ্বীন শিক্ষার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন। মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। আমরা তখন প্রায় সমবয়সী যুবক ছিলাম। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম।

অতঃপর তিনি অনুভব করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। তিনি আমাদের কাছে বাড়িতে অবস্থানরত পরিবার-পরিজনের খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও। তাদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ কর এবং যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক তেমনভাবে ছালাত আদায় কর। ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামতি করবে'।[১৪]

৩. ছাহাবীদের ঐকান্তিক আগ্রহ :

ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁর সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন। সবসময় তাঁর পক্ষ থেকে নতুন কোন বিধান নাযিলের জন্য অপেক্ষা করতেন। ফলে কোন বিধান জারী হওয়ার সাথে সাথে তা প্রচারের উদ্যোগ

---

১০. ইমরান ইবনু হোছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই- তারপর এমন লোকেরা আসবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানত করবে, তাদের নিকট আমানত রাখা হবে না। তারা মানত করবে, তা পূরণ করবে না। তারা দেখতে মোটা তাজা হবে (বুখারী হা/২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫; মুসলিম হা/২৫৩৫।

১১. দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ১২৯-১৩৩।

১২. বুখারী হা/৬৩১।

১৩. আহমাদ হা/১৪৭৯৩; ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৪খ্রি.) হা/৭২১; মুসলিমে হাদীছের ভাষ্যটি হ'ল- لتأخذوا مناسككم হা/১২৯৭।

১৪. বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মুসলিম হা/৬৭৪।

গ্রহণ করতেন এবং বাস্তবে আমলে পরিণত করতেন। যেমন মদ হারাম ঘোষণার কাহিনী সম্পর্কে আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমি একদা আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম। সেসময় লোকেরা ফাযীখ বা কাঁচা-পাকা খেঁজুরের মদ পান করত। এমতাবস্থায় (মদ হারামের ঘোষণা দিয়ে) রাসূল (ছাঃ) একজনকে পাঠিয়ে দিলেন যে, 'সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে'। (ঘোষণা শোনার পর) আবূ তালহা আমাকে বললেন, 'তুমি বাইরে যাও এবং সমস্ত মদ ঢেলে দাও। (তাঁর নির্দেশ মোতাবেক) আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত মদ ঢেলে দিলাম। সেদিন মদীনার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত গড়াতে লাগল।'[১৫]

এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আমরা কুরআনে কেবল ভয়কালীন ছালাত এবং নিজ বাড়িতে অবস্থানকালীন ছালাতের উল্লেখ দেখতে পাই; কিন্তু সফরকালীন ছালাতের কোন উল্লেখ কুরআনে পাই না। এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ 'আমরা দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানতাম না। এমতাবস্থায় আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল করে পাঠালেন। অতঃপর আমরা কেবল তা-ই করি যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি।[১৬] এভাবে তারা পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের বিধান পালনে ও একে অপরের কাছে তা প্রচারে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ থাকতেন।

৪. রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ :

সুন্নাহ্র প্রসারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ)-এর একান্ত ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী অবহিত করেছেন। মহিলারা অনেক সময় গোপনীয় বিষয়সমূহ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করত। ফলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং মাসআলা জেনে নিতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী। উদাহরণস্বরূপ ইবনু আবী মুলায়কা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) নিজের অজানা কোন বিষয় শোনামাত্র তা পুনরালোচনা করতেন যতক্ষণ না সেটি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হ'তেন। (একদা) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে, তার শাস্তি হবে'। (এ কথা শুনে) আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ কি (কুরআনে) বলেননি যে, 'তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৮)*? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর দ্বারা (আমলনামা মীযানের পাল্লায়) উপস্থাপনকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যার হিসাব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[১৭] ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) শরী'আতের বিধি-বিধান জানার জন্য ছাহাবীদের নিকট অন্যতম প্রধান সূত্র হিসাবে পরিগণিত হ'তেন।

৫. মহিলা ছাহাবীগণ :

মহিলা ছাহাবীগণও সুন্নাহ্র প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। পুরুষদের পাশাপাশি তাঁরাও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিশেষ বৈঠকের দিন নির্ধারণ করেছিলেন, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে পারেন এবং দ্বীনের হুকুম-আহকাম শিখতে পারেন।[১৮] অনুরূপভাবে তারা বিশেষ উপলক্ষসমূহে যেমন ঈদের জামা'আতে হাযির হ'তেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনতেন।[১৯] এ সকল মহিলা ছাহাবীগণ বিশেষত নারী বিষয়ক এবং বৈবাহিক জীবন সম্পর্কিত অনেক হুকুম-আহকাম মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সংগ্রহ করেছেন, যা কি-না পুরুষ ছাহাবীদের পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা কঠিন ছিল।

৬. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূতগণ :

হিজরতের পর মদীনা নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূতগণ আশেপাশের গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতেন। নতুন মুসলমানদের দ্বীনের বিধি-বিধান শেখাতেন। রাসূল (ছাঃ) এ সকল দূতকে দাওয়াতের নীতিমালা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতেন। যেমন মু'আয (রাঃ) এবং আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ)-কে ইয়ামানে দাওয়াতী সফরে প্রেরণকালে উপদেশ দিলেন যে, 'তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না; মানুষকে সুসংবাদ দাও, আশাহত করো না'।[২০] মু'আয (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি অচিরেই আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে আহ্বান কর এই সাক্ষ্যদানের জন্য যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রাসূল'। যদি তারা এই ব্যাপারে তোমাদেরকে মান্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি এ ব্যাপারে মান্য করে, তাহ'লে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যকার ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। যদি এ ব্যাপারে তারা তোমার আনুগত্য করে, তবে (যাকাত গ্রহণের সময়) তাদের সর্বোত্তম সম্পদসমূহ নেয়া থেকে সাবধান থেক। আর মাযলূমের দো'আ থেকে ভয় কর। কেননা তার মাঝে এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।[২১] আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট একদল লোক আসল এবং তারা বলল, اِبْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ 'আমাদের

---

১৫. *বুখারী হা/২৪৬৪।*
১৬. *আহমাদ হা/৫৩৩৩; নাসাঈ হা/১৪৩৪, সনদ ছহীহ।*
১৭. *বুখারী হা/১০৩।*
১৮. *বুখারী হা/১০১, ৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩।*
১৯. *বুখারী হা/৩০৪, ৯৫৬, ১৪৬২; মুসলিম হা/৮৮৯।*
২০. *মুসলিম হা/১৭৩৩।*
২১. *বুখারী হা/১৪৯৬, ৪৩৪৭; মুসলিম হা/১৯।*

সাথে কিছু লোক প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাবে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে ৭০ জন আনছার ছাহাবীকে প্রেরণ করলেন'।[২২]

ইসলামের দাওয়াত প্রচার এবং শরী'আতের বিধি-বিধান তথা সুন্নাহকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত দূত এবং দাওয়াতী কাফেলার বিরাট ভূমিকা ছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এ সকল কাফেলা প্রেরণ আরও বৃদ্ধি পেল। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট স্বীয় সিলমোহরকৃত বার্তাসহ দূত প্রেরণ করতে লাগলেন। এমনকি একই দিনে ছয় জন দূতকে ছয়টি গন্তব্যে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের প্রত্যেকেই সেই সকল অঞ্চল সমূহের ভাষা জানতেন।[২৩] তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি বাইজান্টাইনের (রোমাক সাম্রাজ্য) রাজা হেরাক্লিয়াস, পারস্যের (সাসানী সাম্রাজ্য) রাজা খসরু পারভেজ, হাবশার রাজা নাজ্জাশী প্রমুখের নিকটেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন।[২৪]

৭. মক্কা বিজয় :

মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা পৃথিবীর বুকে স্থায়ী ভিত্তি লাভ করে। এতে বিশ্বের নব্য পরাশক্তি হিসাবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং বিশ্বজয়ের দ্বার খুলে যায়। এই বিজয়ের মাধ্যমে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। আরবের চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধিরা আগমন করতে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) নিজেও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে ক্রমবর্ধমান মুসলিম সমাজে সুন্নাহ্র ব্যাপক প্রসার ঘটে।

৮. বিদায় হজ্জ :

দশম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হ'লেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন নব্বই হাযার ছাহাবী। হজ্জের দিন আরাফার ময়দানে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিরাট সংখ্যক হাজীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে পরিচিত। এই ভাষণে মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম, আমানত রক্ষা করা, সূদ হারাম হওয়া, পুরুষ ও মহিলার পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার প্রভৃতি হুকুম-আহকাম সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। আরবের গোত্রসমূহে সুন্নাহ্র প্রসার ঘটায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই ভাষণের। কেননা এতে শ্রোতা ছিল বিশাল সংখ্যক। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানে (আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিতের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবে)[২৫] সাড়া দিয়ে আরবের প্রান্তে প্রান্তে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে পৌঁছে দেন। বিদায় হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি সমাবেত ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূনগুলো গ্রহণ কর (শিখে নাও)। কারণ আমার জানা নেই, হয়তবা এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ আদায় করতে পারব না'।[২৬]

এভাবে নানা মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ধাপে ধাপে মুসলিম সমাজে হাদীছ বা সুন্নাহসমূহের সার্বিক প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ সম্পন্ন হয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৭] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ঘোষণা- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নে'মতরাজি সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

(ক্রমশঃ)

২২. *মুসলিম হা/৬৭৭; ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৩/৩৯০।*
২৩. *মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ইবনু হুদাইদা, আল-মিছবাহুল মুযী ফী কিতাবিন নাবিইয়িল উম্মী (বৈরূত : 'আলামুল কুতুব, তাবি), ১/১৯৩-১৯৪।*
২৪. *দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছা.) (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪৬৭-৪৮৮।*
২৫. *বুখারী হা/১৭৩৯, ১৭৪১; মুসলিম হা/১৬৭৯ ও ১৬৮০।*
২৬. *মুসলিম হা/১২৯৭।*
২৭. *দ্র. ড. মুহাম্মাদ উজাজ আল-খাত্বীব, আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদভীন, পৃ. ৬৮-৭৪।*

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হোক!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রূফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

পুলছিরাত : আখেরাতের এক ভীতিকর মনযিল

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

পুলছিরাত হ'ল জাহান্নামের উপরে নির্মিত সেতু। পরকালের অন্যতম একটি ভয়ঙ্কর জায়গা এই পুলছিরাত। এটা অতিক্রম না করে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মুমিনগণ তাদের আমল ও ঈমানের নূর অনুযায়ী পুলছিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবেন। কিন্তু পাপী ও মুনাফিকরা সেখান থেকে পিছলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। পুলছিরাত একটি পারলৌকিক ও গায়েবী বিষয়, যার প্রতি ঈমান রাখা ফরয। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

পুলছিরাতের পরিচয় :

'পুলছিরাত' শব্দটি ফার্সী ও আরবী ভাষার সমন্বয়ে গঠিত। 'পুল' ফার্সী শব্দ, যার অর্থ 'সেতু'। আর 'ছিরাত' আরবী শব্দ, যার অর্থ রাস্তা বা পথ। বাংলা ভাষায় বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ স্থান লাভ করেছে। তন্মধ্যে পুলছিরাত অন্যতম। এ শব্দটি সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেই। বরং পুলছিরাতের আরবী হ'ল- الصِّرَاطُ 'রাস্তা বা পথ' এবং الجِسْرُ 'পুল, সাঁকো, সেতু'। হাদীছে পুলছিরাতকে এই দুই নামেই অভিহিত করা হয়েছে। কতিপয় আরবী ভাষাবিদের মতে, صِراط শব্দটি এসেছে سرط থেকে, যার অর্থ গ্রাস করা, গিলে ফেলা। যেহেতু এই পুলছিরাত আল্লাহ্র ইচ্ছায় পাপী বান্দাদের গ্রাস করবে।[১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাশরের ময়দানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الجَسْرُ؟ قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، 'অতঃপর জাহান্নামের উপর পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই পুলছিরাত কী? তিনি বললেন, দুর্গম পিচ্ছিল স্থান। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, সেগুলো শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে। সেই কাঁটাগুলো নাজ্‌দ এলাকায় জন্মে থাকে। এগুলোকে সা'দান বলা হয়'।[২]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে আরেক বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، 'পুলছিরাত চুলের চেয়েও অনেক চিকন এবং তরবারির চেয়েও অধিকতর ধারালো হবে'।[৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পুলছিরাত হবে ক্ষুরের চেয়েও অনেক ধারালো'।[৪]

ইবনু হাযম আন্দালূসী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَهُوَ طَرِيقٌ يُوضَعُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَيَنْجُو مَنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَيَهْلِكُ مَنْ شَاءَ، 'পুলছিরাত সত্য। আর সেটা হ'ল জাহান্নামের দুই প্রান্তের উপরিভাগ দিয়ে নির্মিত একটি পথ। আল্লাহ যাকে চাইবেন সে (এর ভয়াবহতা থেকে) মুক্তি পাবে। আর তিনি যাকে চাইবেন সে ধ্বংস হবে'।[৫]

শায়খ ছালেহ আল-ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, الصِّراطُ جِسرٌ يوضَعُ على جَهنَّمَ يَصعَدُ منه الـمُؤمِنونَ من أرضِ الـمَحشَرِ إلى الجَنةِ، ولا يَصعَدُه إلَّا الـمُؤمِنونَ، أمَّا الكُفَّارُ فقد سِيقوا إلى جَهنَّمَ وأُلقوا فيها، لَكِنِ الـمُؤمِنونَ هُمُ الذين يَصعَدونَ هذا الصِّراطَ، 'পুলছিরাত হ'ল জাহান্নামের উপর অবস্থিত একটি সাঁকো। মুমিনগণ হাশরের মাঠ থেকে জান্নাতে যাবে এই সেতুতে আরোহণ করে। আর এই সেতুতে শুধু মুমিনরাই আরোহণ করবে। কেননা কাফেরদেরকে (পুলছিরাতের আগেই) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু মুমিনগণ এই পুলছিরাত অতিক্রম করবেন'।[৬]

মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، 'যেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী একক আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুষ তখন কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, عَلَى الصِّرَاطِ 'পুলছিরাতের উপর থাকবে'।[৭]

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে- তরবারির চেয়েও ধারালো, চুলের চেয়েও চিকন, কাঁটাযুক্ত পিচ্ছিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই পুলের উপর দিয়ে মানুষ কিভাবে পার হবে? এর জবাবে শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون: هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু ফারেস, মাক্বাঈসিল লুগাত, ৩/১৫২; আবূ মানছূর আযহারী, তাহযীবুল লুগাত, ১২/২৩২।
২. বুখারী হা/৭৪৩৯।
৩. মুসলিম হা/১৮৩।
৪. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৮৭৩৯; ছহীহাহ হা/৯৪১, সনদ ছহীহ।
৫. ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা বিল আছার, ১/৩৬।
৬. ওছায়মীন, শারহুল আক্বীদাহ আস-সাফ্ফারীনিইয়াহ, পৃ. ৪৭৫।
৭. মুসলিম হা/২৭৯১।

بعد واحد ‘আখেরাতের বিষয়গুলো কখনোই দুনিয়ার সাথে তুলনীয় নয়। মহান আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা জানি না- মানুষ কিভাবে পুলছিরাত অতিক্রম করবে, সবাই একসাথে পার হবে না-কি একজন একজন করে পার হবে’।[৮]

ক্বানত্বারাহ :

পুলছিরাতে একটি অংশের নাম ক্বানত্বারাহ (قَنْطَرَة)। ইমাম কুরতুবী এটাকে দ্বিতীয় পুলছিরাত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৯] পুলছিরাত পার হওয়ার পরে এখানে সেই সকল বান্দাকে থামিয়ে দেওয়া হবে যারা পরস্পরের উপর যুলুম করেছিল। অতঃপর তাদের ক্বিছাছ বা বদলা নেওয়া হবে এই ক্বানত্বারাহ নামক পুলের উপর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَخْلُصُ الْـمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، ‘মু’মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ক্বানত্বারাহ্‌র ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় যারা একে অপরের উপর যুলুম করেছিল তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে’।[১০]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ক্বানত্বারাহ হ’ল আখেরাতের দ্বিতীয় পুলছিরাত, যা জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে অবস্থিত। প্রথম পুলছিরাত পার হওয়ার পরে এই পুলছিরাত আসবে। আমল ওযন করার সময় যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা প্রথম পুলছিরাতে ক্ষত-বিক্ষত হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু মুমিনরা প্রথম পুলছিরাত পার হয়ে যাবে এবং ক্বানত্বারাহ্‌তে তাদেরকে থামানো হবে। তবে ক্বানত্বারাহ থেকে আর কেউ জাহান্নামে ফিরে যাবে না। আর এখানকার ক্বিছাছ হাশরের মাঠের ক্বিছাছের মত নয়; বরং এটা বিশেষ ধরনের ক্বিছাছ, যার মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরগুলোকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিচ্ছন্ন করা হবে।[১১] হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) ইমাম কুরতুবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ক্বানত্বারাহ হ’ল দ্বিতীয় পুলছিরাত, যেটা কেবল মুমিনদের জন্য খাছ। এখান থেকে কেউ জাহান্নামে পতিত হবে না। কেননা জাহান্নামের আগুন পার হয়ে যাওয়ার পর ক্বানত্বারাহ আসবে। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।[১২]

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘ক্বানত্বারাহও একটি সেতু। তবে এটা পুলছিরাতের চেয়ে ছোট সেতু, যা (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি) কোন নদীর পানি বা তৎসদৃশ কোন কিছুর উপরে নির্মিত। তবে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ইখতেলাফ রয়েছে যে, ক্বানত্বারাহ কি পুলছিরাতের একটি অংশ না-কি স্বতন্ত্র কোন সেতু। আমি বলব, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমাদের শুধু এতটুকু বিশ্বাস থাকতে হবে যে, ক্বানত্বারাহ্‌র উপরে বান্দাদেরকে থামানো হবে’।[১৩]

পুলছিরাতের বাস্তবতা :

ঈমানের ছয়টি রুকনের মাঝে অন্যতম হ’ল আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা। আর আখেরাত ও গায়েবের একটি বিষয় হ’ল পুলছিরাত, যার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা ফরয। ক্বিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশ, আমলনামা বণ্টন, আমলসমূহ পরিমাপ, হাউযে কাউছার এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পৃথক করার পর পুলছিরাতের পর্বটি আসবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের মুক্তি দেব এবং সীমালংঘনকারীদের তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব’ *(মারয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

আলোচ্য আয়াতে وَارِدُهَا ‘সেখানে পৌঁছবে’-এর ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেউ বলেছেন, পুলছিরাতে পৌঁছবে। তবে শেষোক্ত মতই সঠিক ও অগ্রগণ্য।[১৪]

হাফছাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ইনশাআল্লাহ, আমি আশা করি বদর এবং হুদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারী কেউই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না। তখন হাফ্‌ছাহ (রাঃ) বললেন, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তা‘আলা কি এ কথা বলেননি? وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ‘অবশ্যই তোমাদের তা (পুলছিরাত) প্রত্যেকেই অতিক্রম করবে’। অর্থাৎ পুলছিরাত অতিক্রম করতে গেলে তো আগুন স্পর্শ করবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি শুননি, আল্লাহ তা‘আলা এটাও তো বলেছেন, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ‘অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের মুক্তি দেব এবং সীমালংঘনকারীদের তার মধ্যে নতজানু অবস্থায়

---

৮. ওছায়মীন, শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিইয়াহ, পৃ. ৫১৮।
৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ১১/৩৯৯।
১০. বুখারী হা/৬৫৩৫; মিশকাত হা/৫৫৮৯।
১১. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ, ২/৩৬।
১২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২০/১০১।
১৩. ওছায়মীন, শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিইয়াহ, পৃ. ৫২০।
১৪. ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ৪/২৬৬; ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আছহাবিল হাদীছ ১/১২১; ইবনু আবিল ‘ইয আল-হানাফী, শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বাহাবিইয়াহ, পৃ. ৪১৫; ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৪/২৭৯।

ছেড়ে দেব'।[১৫] ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, পুলছিরাতের আগুন মুমিনদের জন্য প্রশান্তিদায়ক হবে, যেমন নমরূদের প্রজ্বলিত আগুন ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য প্রশান্তিদায়ক ছিল'।[১৬]

বারবাহারী (রহঃ) বলেন, الإيمانُ بالصِّراطِ على جَهَنَّم، يَأخُذُ الصِّراطُ من شاءَ اللهُ، ويَجوزُ من شاءَ الله، ويَسقُطُ في جَهَنَّمَ من شاءَ اللهُ، ولهم أنوارٌ على قَدْرِ إيمانهم، 'জাহান্নামের উপর নির্মিত পুলছিরাতের প্রতি ঈমান আনা অবশ্যক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে এই পুলছিরাত গ্রাস করবে এবং যাকে ইচ্ছা মুক্তি দিবেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা করবেন সে জাহান্নামে পতিত হবে। আর বান্দারা তাদের ঈমান অনুযায়ী (পুলছিরাতে) নূর লাভ করবে'।[১৭]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, السُّنَّةُ عَشَرةٌ، فمَن كُن فيه فقَدِ استَكملَ السُّنَّةَ، ومن تَرك منها شَيئًا فقد تَرَك السُّنَّةَ: إثباتُ القَدَرِ، وتَقديمُ أبي بَكرٍ وعُمَر، والحَوضُ، والشَّفاعةُ، والميزانُ، والصِّراطُ... 'সুন্নাত হ'ল দশ প্রকার। যার মধ্যে এগুলো থাকবে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিকে পরিত্যাগ করবে, সে ঈমানকে পরিত্যাগ করবে। আর সেগুলো হ'ল তাক্বদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, (উম্মতের মাঝে) আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া, শাফা'আত, মীযান, পুলছিরাত প্রভৃতি সত্য বলে বিশ্বাস করা...।[১৮]

আবুল হাসান আল-আশ'আরী (রহঃ) বলেন, أجمعوا على أن الصراط (جسر) ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك 'এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন যে, জাহান্নামের উপরে পুলছিরাত বিস্তৃত থাকবে। বান্দাগণ তাদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী এর ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। আমলের তারতম্য অনুসারে তাদের (পুলছিরাত পারাপারের) দ্রুততা ও মন্থরতা নির্ধারিত হবে'।[১৯] অর্থাৎ যার আমল যত বেশী তিনি তত দ্রুত পার হবেন। আর যার আমল যত কম, তার অতিক্রম ততই ধীরগতিতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, الصراط حق يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار، 'পুলছিরাত সত্য। পুণ্যবান ব্যক্তিরা এটা পার হয়ে (জান্নাতে) চলে যাবেন এবং পাপী ব্যক্তিরা এখান থেকে পিছলে (জাহান্নামে) পড়ে যাবেন'।[২০]

পুলছিরাত অতিক্রমকারীদের প্রকারভেদ ও গতি :

ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তাদের আমলের তারতম্য অনুযায়ী পুলছিরাত পার হবে। ঈমান ও আমলে যিনি যত বলীয়ান তিনি তত দ্রুত ও নিরাপদে পার হয়ে যাবেন। আর দুনিয়াতে যার পরহেযগারিতা ও নেক আমল কম ছিল, তার পারাপারের গতি ততই মন্থর হবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ، وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَنْكُوسٌ فِيهَا، 'পুলছিরাত জাহান্নামের দুই তীরের সাথে যুক্ত থাকবে। তাতে থাকবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ কাঁটাসমূহ। মানুষকে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে বলা হবে। কতক মুসলিম নিরাপদে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, কতক ব্যক্তি কাঁটার আঁচড় খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হবে, তারপর নাজাত পাবে এবং কতক ব্যক্তি সেখানে আটকে যাবে এবং মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[২১] এই হাদীছের মাধ্যমে বোঝা যায় পুলছিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের অবস্থা তিন রকম হবে। (১) নিরাপদে মুক্তিলাভকারী (২) ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মুক্তি লাভকারী (৩) জাহান্নামে পতিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ পার হয়ে যাবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিদ্যুতের মতো, কেউ বাতাসের মতো আবার কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তিপ্রাপ্তরা কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে অতিক্রম করবে যে লোকটি, সে হেঁচড়িয়ে কোনভাবে পার হয়ে আসবে।[২২]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ) বলেন,

إنَّ الصِّراطَ جِسرٌ مَوضوعٌ على مَتنِ جَهَنَّمَ، وأنَّ الجَنةَ وراءَ ذلك، فيَمُرُّ عليه النَّاسُ بحَسَبِ أعمالِهم، فمنهمُ النَّاجي: وهو مَن زادَت حَسَناتُه على سَيِّئاتِه، أو استَويا، أو تَجاوَزَ اللهُ عنه، ومنهمُ السَّاقِطُ: وهو مَن رَجَحَت سَيِّئاتُه على حَسَناتِه إلَّا من تَجاوَزَ اللهُ عنه، فالسَّاقِطُ من المَوحِّدينَ يُعذَّبُ ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ يَخرُجُ بالشَّفاعةِ وغَيرِها، والنَّاجي قد يَكونُ عليه تَبِعاتٌ وله حَسَناتٌ توازيها أو تَزيدُ عليها، فيُؤخَذُ من حَسَناتِه ما يَعدِلُ تَبعاتِه، فيُخَلَّصُ منها،

১৫. মুসলিম হা/২৪৯৬; তিরমিযী হা/৩৮৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮১; মিশকাত হা/৬২২৭।
১৬. শাওক্বানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ৩/৪০৬।
১৭. বারবাহারী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৭।
১৮. লালকাঈ, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত, ১/১৭৫।
১৯. আবুল হাসান আল-আশ'আরী, রিসালাতুন ইলা আহলিছ ছুগার, পৃ.১৬৩।
২০. ইবনু কুদামাহ, লুম'আতুল ই'তিক্বাদ, পৃ. ৩৩।
২১. আহমাদ হা/১১০৮১; ইবনে মাজাহ হা/৪২৮০, সনদ ছহীহ।
২২. বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩।

'জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশে নির্মিত সেতু হ'ল পুলছিরাত। এর পরেই থাকবে জান্নাত। মানুষ তাদের আমল মোতাবেক এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। যার পাপের চেয়ে নেকী বেশী হবে অথবা পাপ ও নেকী সমান সমান হবে অথবা আল্লাহ যাকে মাফ করে দিবেন, সে নাজাত পাবে। আর যার নেকীর চেয়ে গুনাহ বেশী হবে সে পিছলে (জাহান্নামে) পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ক্ষমা করে দিবেন, তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। আল্লাহ্র তাওহীদপন্থীদের মধ্য থেকে যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তথা জাহান্নামে যাবে, পরবর্তিতে তারা শাফ'আত এবং অন্য কোন মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। আর নাজতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি (কারো প্রতি যুলুম করার কারণে) দায়বদ্ধ থাকে এবং যুলুমের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ নেকী থাকে, তাহ'লে তার যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী নেকী কেটে নেওয়া হবে। অতঃপর তাকে মুক্তি দেওয়া হবে'।[২৩]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، ومِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبِلِ، ومِنْهُم مَن يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُم مَن يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُم مَن يَزْحَفُ زَحْفًا، وَمَنْهُم مَن يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الْجِسرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِم،

'লোকেরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তাদের কেউ চোখের পলকে চলবে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটে আরোহীদের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে এবং কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। কাউকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুলছিরাতের উপর থাকবে অসংখ্য লোহার আঁকড়া বা কাঁটা, যেগুলো মানুষের আমল অনুযায়ী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে'।[২৪] খালেদ ছালেহ (রহঃ) বলেন, 'পুলছিরাতের উপর মানুষের গতির এই ভিন্নতার করণ হ'ল নেক আমল। কেননা আল্লাহ বলেছেন, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 'আর অগ্রভাগের লোকেরা। তারা তো অগ্রবর্তীই' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১০)*। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্র অনুগত্য, ইবাদত ও সৎকাজে অগ্রগামী ছিল, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতে তারাই পুলছিরাতে অগ্রগামী হবে। তারা পুলছিরাতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পেয়ে জান্নাতে চলে যাবে'।[২৫]

পুলছিরাতের ভয়াবহতা

১. ফেরেশতারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে :

পুলছিরাত ও মীযান এমন দু'টি ভয়ানক জায়গা, যা দেখে ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবেন। যদিও তাদের আমল মীযানে পরিমাপ করা হবে না এবং পুলছিরাত অতিক্রম করতে হবে না। সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামদের দিন মীযান স্থাপন করা হবে। এখানে যদি আকাশসমূহ ও যমীন পরিমাপ করা হয়, তবে তা সম্ভব হবে। তখন ফেরেশতারা বলবেন, يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ 'হে রব! কাকে পরিমাপ করা হবে?' আল্লাহ বলবেন, لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي، 'আমার সৃষ্টির মাঝে যাকে ইচ্ছা (তাকে আমি ওযন করব)। তখন ফেরেশতারা ভয়ে কাতর হয়ে বলবেন, سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، 'তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমরা তোমার যথাযোগ্য ইবাদত করতে পারিনি'। এরপর ক্ষুরের মত ধারালো পুলছিরাত স্থাপন করা হবে।

ফেরেশতারা বলবেন, مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا؟ 'হে রব! এর উপর দিয়ে কে পার হবে?' আল্লাহ বলবেন, مَنْ شِئْت مِنْ خَلْقِي، 'আমার সৃষ্টির মাঝে যাকে আমি চাইব (সেই পার হবে)। তখন ফেরেশতারা ভয়ে কাতর হয়ে বলবেন, سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، 'তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমরা তোমার যথাযোগ্য ইবাদত করতে পারিনি'।[২৬]

ক্বাসত্বালানী (রহঃ) বলেন, 'ভেবে দেখুন! যখন আপনি পুলছিরাতের উপর উঠবেন এবং (সেখান থেকে) নিম্নবর্তী জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিবেন। অতঃপর জ্বলন্ত আগুনের গর্জন, জাহান্নামের নিঃশ্বাস ও কৃষ্ণতা আপনার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হ'তে থাকবে, তখন আপনার কেমন অবস্থা হবে? যদি আপনার কোন পা পিছলে যায়, তবে আপিন এর প্রখরতা টের পাবেন এবং দ্বিতীয় পা উপরে ধরে রাখার কসরত করবেন। আপনার সামনেই অন্যরা পিছলে পড়ে যাবে এবং আগুনের তাপ অনুভব করবে। জাহান্নামের ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করতে থাকবে, যারা (পুলছিরাতের) উল্টো কাঁটযুক্ত আংটা ও আঁকড়াতে বিদ্ধ হবে। আপনি সেটা দেখতে থাকবেন। তখন সেই দৃশ্যটা কত বিভীষিকাময় হবে? আরোহণের পথটা কতই না ভয়ংকর হবে এবং অতিক্রমটাও কতই না সঙ্কীর্ণতর হবে? আমরা আল্লাহ্র কাছে নিরাপত্তা চাই, সাহায্য চাই এবং অনুগ্রহ কামনা করি'।[২৭]

---

২৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১১/৩৯৯।
২৪. ইবনে তাইমিয়াহ, আল-আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিইয়াহ, পৃ. ৯৯।
২৫. শারহু লুম'আতিল ই'তিক্বাদ ১৩/১০।

২৬. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৮৭৩৯; ছহীহাহ হা/৯৪১, সনদ ছহীহ।
২৭. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ক্বাসত্বাল্লানী, ইরশাদুস সারী ৯/৩৩০।

২. পুলছিরাতে নবী-রাসূল ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না:

পুলছিরাতের কাছে মানুষ এমন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যে, কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। কেবল নবীগণ কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আর জাহান্নামের দুই প্রান্তে সেতু নির্মাণ করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আমার উম্মতকে নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে, اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 'আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম' (হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!)।[২৮] মূলতঃ এই দো'আর মাধ্যমে নবীগণ তাদের উম্মতের জন্য শাফা'আত করবেন। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, ফেরেশতারাও এই দো'আর মাধ্যমে মুমিনদের জন্য শাফা'আত করবেন।[২৯] শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, এটা সেই তাওহীদপন্থী ব্যক্তিদের জন্য শাফা'আত, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করার হক্বদার হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন না, সে অবশ্যই জাহান্নামে পতিত হবে।[৩০]

৩. পুলছিরাতের কাছে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত :

ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আটটি পর্যায়ে শাফা'আত করবেন।[৩১] তাঁর শাফা'আতের অন্যতম জায়গা হ'ল পুলছিরাত। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন ক্বিয়ামত দিবসে আমার জন্য শাফা'আত করেন।[৩২] তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি শাফা'আত করব। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ، 'তুমি সর্বপ্রথম আমাকে পুলছিরাতের উপর খোঁজ করবে'। আমি বললাম, পুলছিরাতে যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْـمِيزَانِ، 'তাহ'লে মীযানের কাছে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, মীযানের কাছেও যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْـمَوَاطِنَ 'তাহ'লে হাওযে কাওছারের সামনে খুঁজবে। আমি এ তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব'।[৩৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إنّ أمامكم عقبةً كؤودًا، لا يجوزُها الـمُثقلون، فأُحبُّ أنْ أتخفف لتلكِ العقبةِ 'তোমাদের সামনে একটি দুর্গম-অনতিক্রম্য গিরিপথ আছে। পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত ব্যক্তিরা এটা পার হ'তে পারবে না। আমি সেই গিরিপথের বোঝা হালকা করে দেওয়ার প্রত্যাশা রাখি'।[৩৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا، 'তোমাদের নবী পুলছিরাতের উপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন, 'রব্বি! সাল্লিম সাল্লিম' (হে আমার রব! নিরাপদ রাখুন, রক্ষা করুন!)। পরিশেষে কিছুসংখ্যক বান্দার আমল এতই কম হবে যে, তাদের পুলছিরাত অতিক্রম করার সাধ্য থাকবে না। এমনকি সেসময় এক লোক হামাগুড়ি দিতে দিতে অতিক্রম করবে'। পুলছিরাতের উভয় কিনারায় আংটা ঝুলন্ত থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ থাকবে উক্ত আংটা তাকে পাকড়াও করবে। ফলে কেউ কেউ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে আবার কোন কোন ব্যক্তিকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। রাবী (রাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছর দূরত্বের সমান।[৩৫]

মুমিনরা পুলছিরাত পার হয়ে যাওয়ার পরেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য শাফা'আত করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ 'ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সবচাইতে বেশী। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়ব'।[৩৬] তিনি আরো বলেন, آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার প্রহরী বলবেন, আপনি কে? বলব, আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)! তখন প্রহরী বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার আগে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি'।[৩৭]

---

২৮. বুখারী হা/৮০৬।
২৯. আহমাদ হা/১১২০২, সনদ ছহীহ।
৩০. শারহু সুনানে আবীদাঊদ ২৭/২৪৯।
৩১. ড. ছালেহ আল-ফাওযান, শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিইয়াহ, পৃ. ১২১।
৩২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে শাফা'আত চাওয়া বৈধ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন যদি কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে বা দূর থেকে তাঁর কাছে শাফা'আত কামনা করে, তবে সেটা শিরক হবে। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের জন্য কেবল আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।
৩৩. তিরমিযী হা/২৪৩৩; মিশকাত হা/৫৫৯৫, সনদ ছহীহ।
৩৪. ছহীহাহ হা/২৪৮০; ছহীহুল জামে' হা/৩১৭৭, সনদ ছহীহ।
৩৫. মুসলিম হা/১৯৫; মিশকাত হা/৫৬০৮।
৩৬. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪২।
৩৭. মুসলিম হা/১৯৭; মিশকাত হা/৫৭৪৩।

এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের দরজা খোলার জন্য শাফা‘আত করবেন। তারপর দরজা খোলা হবে। তাঁর শাফা‘আত করার আগে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন আল্লাহ বলেন, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ‘আর যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের দিকে। অবশেষে তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে ও তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে’ *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

এত্র আয়াতে মহান আল্লাহ পূর্বে বর্ণিত জাহান্নামীদের অবস্থার মত বলেননি যে, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا অত্র আয়াতে فُتِحَتْ-এর আগে واو হরফের মাধ্যমে ইশারা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজা খোলার আগে কিছু একটা হবে, আর সেটাই হ’ল শাফা‘আত’।[৩৮]

(ক্রমশঃ)

৩৮. *শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বিইয়াহ, পৃ. ৫২২।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

সাক্ষাতের সময়
সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)।
বি.দ্র. কুরিয়ার যোগে ঔষধ পাঠানো হয়

যোগাযোগ
ডা. মুহাম্মাদ মুনজুরুল হক (ডি.এইচ.এম.এস)
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৭১১-৪১৫৪৯৯।

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫ মোবাইল : ০১৭১৫-৫৯৫৯৪৫

৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসা

*-ইহসান ইলাহী যহীর**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসায় ছাহাবায়ে কেরামের অনন্য দৃষ্টান্ত

(১) হিজরতের সময়কার ঘটনা : মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে আবুবকর (রাঃ) সঙ্গী হওয়ার আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَعْجَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا– ‘ব্যস্ত হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ তোমার সঙ্গী জুটিয়ে দিবেন’।[১] অতঃপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতিপ্রাপ্ত হ’লে রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি আবুবকর (রাঃ)-কে জানান। তখন খুশীতে বাগবাগ হয়ে আবুবকর জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আপনার সঙ্গী হ’তে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ’। রাবী আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَوَاللهِ! مَا شَعَرْتُ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ يَبْكِي– ‘আল্লাহ্‌র কসম! ঐ দিনের পূর্বে আমি জানতামই না যে, আনন্দের আতিশয্যে কেউ কাঁদতে পারে। কারণ আমি আবুবকর (রাঃ)-কে সেদিন কান্নারত দেখেছি’।[২]

(২) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত : আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় এসে সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, –يَا بَنِى النَّجَّارِ! ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ هَذَا ‘হে বনু নাজ্জার! তোমরা প্রাচীরবেষ্টিত এই বাগানটির মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে সেটি বিক্রয় কর’। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! না। আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই এর বিনিময় কামনা করি। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ১০ হাযার দীনারে সেটি ক্রয় করেন এবং আবুবকর (রাঃ) তার মূল্য পরিশোধ করেন।[৩] রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের বলছি, সেখানে মুশরিকদের কবর এবং পুরাতন ধ্বংসস্তূপ ছিল। আর ছিল খেজুরের গাছ। নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবরগুলো খুড়ে হাড়গোড় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হ’ল। তারপর ভগ্নাবশেষ সমতল করা হ’ল। কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ডগুলো মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে পুতে দেওয়া হ’ল এবং কিছু পাথর দুই পাশে দিয়ে দরজার চৌকাঠ নির্মাণ করা হ’ল। তখন ছাহাবীগণ পাথরগুলি স্থানান্তরের সময় ছন্দোবদ্ধভাবে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)ও তাঁদের সাথে সুর মিলিয়ে বলছিলেন,

اَللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ + فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ،

‘হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনই কল্যাণ নেই। অতএব আপনি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন’।[৪]

(৩) বদর যুদ্ধপূর্ব ভালবাসার ঐতিহাসিক ঘটনা : ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবেসে তাঁদের জান-মাল রাহে লিল্লাহ কুরবানী করেছিলেন। যেমন-

(ক) সা'দ বিন মু'আয আনছারী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনাকে বিশ্বাস করেছি এবং আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা অবশ্যই সত্য। আমরা আপনার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছে যে, আমরা আপনার কথা শুনব ও আনুগত্য করব। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই যে আমাদের ধন-সম্পদ আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম। আপনি ইচ্ছামত নিন অথবা রেখে দিন। আর আপনি রেখে দেওয়ার চাইতে গ্রহণ করাটাই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)!, আপনি যেভাবে চান যুদ্ধে এগিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে আছি। অতঃপর তিনি বলেন, فَوَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، ‘অতএব সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদেরকে টেনে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিও পিছনে পড়বে না’।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বললেন, ...বরং আমরা আপনার ডানে-বামে ও সম্মুখে-পিছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব’। রাবী বলেন, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ– ‘অতঃপর আমি দেখলাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি খুবই আনন্দিত হ’লেন’ *(বুখারী হা/৩৯৫২)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদরের ময়দানে ছাহাবায়ে কেরামকে সারিবদ্ধ করছিলেন এবং তাঁর হাতে একটি তীর ছিল। যখন তিনি সাওয়াদ বিন গাযিইয়া আনছারীর নিকটবর্তী হ’লেন, তখন তিনি তাকে কাতার থেকে অগ্রবর্তী দেখতে পেয়ে বললেন, اِسْتَوِ يَا سَوَادُ! ‘সোজা হয়ে দাঁড়াও হে সাওয়াদ! তখন সাওয়াদ (রাঃ) বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَوْجَعْتَنِي، وَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ فَأَقِدْنِي– ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে কষ্টে নিপতিত করেছেন। আর আল্লাহ

---

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৪৬২।*

২. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৩/১৭৮ পৃ.; তাক্বিউদ্দীন মাক্বরীযী মিসরী (৭৬৪-৭৪৫ হি.) ইমতা'উল আসমা' ৯/১৯৭; মুহাম্মাদ গাযালী মিসরী (১৯১৭-১৯৯৬ খৃ.) ফিক্বহুস সীরাহ ১৭২ পৃ.।*

৩. *মুসলিম, শরহ নববী হা/৫২৪-এর আলোচনা, ৫/৭ পৃ.।*

৪. *বুখারী হা/৪২৮; মুসলিম হা/৫২৪ প্রভৃতি।*

৫. *ইবনু কাছীর, আস-সীরাহ আন-নববীইয়াহ ২/৩৯২ পৃ.।*

আপনাকে সত্য ও ন্যাপরায়ণতার সাথে প্রেরণ করেছেন। অতএব আপনি আমাকে বদলা নিতে দিন'। তখন রাসূল (ছাঃ) পেটের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললেন, اِسْتَقِدْ 'তুমি বদলা নাও'। অতঃপর সাওয়াদ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাঁর পেটে চুমু দিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ؟ 'তোমার হ'ল কি হে সাওয়াদ?' তিনি বললেন, حَضَرَ مَا تَرَى، فَأَرَدْتُ أَنْ يَّكُونَ آخرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَّمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ- 'যা হয়েছে আপনি তো দেখতেই পেলেন। আর আমি ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, আমার জীবনের শেষ সময়টা যেন আপনার সাথেই অতিবাহিত হয়। তাই আমি আপনার চামড়ার সাথে আমার চামড়া মিলিত করলাম'। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন।[৬] অতঃপর সাওয়াদ বিন গাযিয়া (রাঃ) বদর যুদ্ধে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।[৭]

(৪) আমার বক্ষ আপনার জন্য ঢাল স্বরূপ : আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন বিপর্যয়ের পর কয়েকজন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে শত্রুদের হামলা থেকে আড়াল করে রেখেছিল। আবু ত্বালহা (রাঃ) ঢাল হাতে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে প্রাচীরের সদৃশ দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন। আর আবু ত্বালহা (রাঃ) ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। যুদ্ধ চলাকালীন মুশরিকদের হামলা করে তিনি দুই বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। রাবী বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তীর নিয়ে অতিক্রম করত, তখনই রাসূল (ছাঃ) বলতেন, এগুলি আবু ত্বালহার জন্য রেখে যাও। আর যখন নবী করীম (ছাঃ) মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা দেখতেন, তখন আবু ত্বালহা (রাঃ) বলতেন, يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لاَ تُشْرِفْ، يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، 'হে আল্লাহ্র নবী! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হৌক! আপনি মাথা উঠাবেন না। কেননা এতে শত্রুপক্ষের তীর এসে আপনার গায়ে বিদ্ধ হ'তে পারে। তবে আপনাকে রক্ষা করার জন্য আমার বক্ষই আপনার জন্য ঢাল স্বরূপ'।[৮]

(৫) তীরের আঘাতেও অনড় : ওহোদের দিন আবু দুজানা (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূলের পিঠ রক্ষা করেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তাঁর শরীরে বিঁধতে লাগল অথচ তিনি সামান্যতম নড়াচড়াও করেননি। যুবায়ের বিন 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর দেহে দু'টি লৌহবর্ম ছিল। যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি একটি বড় পাথরের উপর উঠতে চাইলেন, কিন্তু তিনি সক্ষম হ'লেন না। অতঃপর ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) নীচে বসে গেলেন। তাঁর কাঁধে চড়ে রাসূল (ছাঃ) পাহাড়ের উপর উঠে গেলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَوْجَبَ طَلْحَةُ- 'ত্বালহা জান্নাত আবশ্যক করে নিল'।[৯]

(৬) আমার সমস্ত বিপদ হালকা হয়ে গেল! সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু দীনার গোত্রের জনৈকা মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার স্বামী, ভাই ও পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যেই শহীদ হয়েছেন। স্বজনদের মৃত্যু সংবাদ জানানো হ'লে এই মহিলা বললেন, مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 'রাসূল (ছাঃ)-এর কি অবস্থা?' তারা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভাল আছেন। মহিলা বললেন, আমাকে দেখতে দাও। রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে ইশারা করা হ'লে মহিলা তাঁকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, كُلُّ مصيبةٍ بَعدَكَ جَلَلٌ! 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে দেখে আমার সমস্ত বিপদ হালকা হয়ে গেল'।[১০]

(৭) মৃত্যুর পূর্বে খুবায়েব ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা : চতুর্থ হিজরীতে প্রখ্যাত ছাহাবী খুবায়েব বিন 'আদীকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার পূর্বে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান বলল, أَتُحِبُّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ؟ 'তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি জীবিত থাক?' জবাবে তিনি বলেন, لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ! مَا أُحِبُّ أَنْ يَّفْدِيَنِي بِشَوْكَةٍ يُشَاكُهَا فِي قَدَمِهِ- 'কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমার পরিবর্তে তাঁর পায়ে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হোক, এটা আমি পসন্দ করি না'।[১১]

সুবহানাল্লাহ! এত বড় পরীক্ষার পরেও ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজের জীবনের চাইতেও রাসূল (ছাঃ)-কে অনেক বেশী ভালবেসেছিলেন।

(৮) হোদায়বিয়া সন্ধির সময় : উরওয়া বিন মাসঊদ ছাক্বাফী রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছাহাবীগণের আচরণ সচক্ষে দেখেছিলেন। অতঃপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, হে আমার গোত্র, আল্লাহ্র কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহ্র নিকটে কুরায়েশদের প্রতিনিধিত্ব করেছি। রোম সম্রাট ক্বায়ছার, পারস্য সম্রাট কিসরা ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজাশীর নিকটে আমি দূত হিসাবে গিয়েছি। কিন্তু 'আল্লাহ্র কসম করে বলছি, কোন রাজা-বাদশাহকেই তার অনুসারীরা এত বেশী সম্মান করে না,

৬. সীরাতু ইবনে হিশাম ১/৬২৬; আল-বিদায়াহ ৩/২৭১; ছহীহাহ হা/২৮৩৫।
৭. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/৩৯১; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ২/৩৩২ পৃ.; ইবনু হাজার আসক্বালানী আল-ইছাবাহ ৩/১৮০ পৃ.।
৮. বুখারী হা/৩৮১১; মুসলিম হা/১৮১১; আল-ইছাবাহ ২/৫০২ পৃ.।
৯. তিরমিযী হা/১৬৯২; মিশকাত হা/৬১১২; ছহীহাহ হা/৯৪৫।
১০. আল-বিদায়াহ ৪/৪৭; ইবনু হিশাম ২/৯৯, সনদ 'মুরসাল' ঐ, তাহকীক ক্রমিক ১১৮০।
১১. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৫২৮৪; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১০৩৩৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৯১-৯৪ পৃ.।

যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে সম্মান করে থাকে। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি থুথু ফেলেন, যা কোন ছাহাবীর হাতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের গায়ে-মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা সাথে সাথে তা পালন করেন। তিনি ওযূ করলে তাঁর ওযূর পানি নিয়ে ছাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনি কথা বললে ছাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এমনকি সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না'।[১২]

(৯) সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা : আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ...فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،... 'যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। ...'এক পর্যায়ে আমার অন্তরে লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার দৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ-ই এত শ্রদ্ধাভাজন নন। সীমাহীন সম্মান ও ভালবাসার কারণে আমি তাঁর দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারতাম না। যদি আমাকে তাঁর দৈহিক অবয়বের বর্ণনা দিতে বলা হয়, তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ আমি কখনোই তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাইনি। আর ঐ অবস্থায় আমার মৃত্যু হ'লে আমি অবশ্যই আশাবাদী জান্নাতী হ'তাম'।[১৩]

(১০) নবীজীর সন্নিকটে : আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِي يَدِ رَجُلٍ- 'আমি নাপিতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল ছাঁটতে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, ছাহাবীগণ তার সন্নিকটে চারপাশ ঘিরে রেখেছেন। তারা এই কামনা করতেন যে, তাদের যেকোন একজনের হাতে যেন চুল পড়ে'।[১৪]

(১১) আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই : রাবী'আ বিন কা'ব আসলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কখনো রাত্রিযাপন করতাম। একদা তাঁর ওযূ ও ইস্তেঞ্জার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, سَلْ، فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ : أَوَ غَيْرَ ذَالِكَ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ، قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ- 'কিছু চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এছাড়া অন্য কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে বেশী বেশী সিজদা করে আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য কর'।[১৫]

(১২) মুশরিকদের আক্রমণ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে নিরাপদ রাখা : আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, اِعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ،... 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সপ্তম হিজরীতে ওমরাতুল ক্বাযা সম্পন্ন করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ওমরা করলাম। তিনি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ত্বাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি ছাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে সাঈ করলাম। আর আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কার মুশরিকদের আক্রমণ থেকে সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় নিরাপদে রাখছিলাম। যেন তাঁর প্রতি কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করতে না পারে'।[১৬] উপরোল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্ট যে, বিপদের সময় রাসূল (ছাঃ)-কে নিরাপদে রাখার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম সর্বোচ্চ ভালবাসার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন।

(১৩) আল্লাহ্র রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট হ'লাম : আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন 'আছেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, অষ্টম হিজরীতে হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বিপুল গণীমত প্রদান করলেন। তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সেগুলি বণ্টন করে দিলেন এবং আনছারগণকে কিছুই দিলেন না। ফলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হ'লেন। অতঃপর তিনি আনছারদেরকে সম্বোধন করে বললেন, يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً؟ فَهَدَاكُمُ اللهُ بِى، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِى، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِى، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ! ...أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ- 'হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদেরকে ভ্রষ্টতায়

১২. *বুখারী হা/১৮৯, ২৭৩১-৩২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২।*
১৩. *মুসলিম হা/১২১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭১০।*
১৪. *মুসলিম হা/২৩২৫; আহমাদ হা/১২৪২৩; বায়হাক্বী হা/১৩৭৯৩।*
১৫. *মুসলিম হা/৪৮৯; মিশকাত হা/৮৯৬।*
১৬. *বুখারী হা/১৭৯১; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৭৫; আহমাদ হা/১৯৪২৬।*

নিমজ্জিত পাইনি? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন। তোমরা ছিলে শতধাবিভক্ত, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরগুলিকে পারস্পরিক ভালবাসার মেলবন্ধনে একত্রিত করে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে অভাবী, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি যখনই কোন অনুগ্রহের কথা বলেন, জবাবে আনছারগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক অনুগ্রহকারী!

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, ...তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে যাবে, আর তোমরা আল্লাহ্র নবীকে তোমাদের সাথে নিয়ে বাড়ী ফিরবে? যদি হিজরত না হ'ত, তবে আমি আনছারদের সাথেই থাকতাম। আর যদি লোকেরা কোন উপত্যকা ও গিরিপথে চলে, তবে আমি অবশ্যই আনছারদের যাতায়াতের উপত্যকা ও গিরিপথেই চলব। কেননা নৈকট্য বিবেচনায় আনছারদের মর্যাদা সর্বাধিক এবং অন্য লোকজন তাদেরই অনুগামী। সত্বর আমার পর তোমরা অন্যদের অগ্রাধিকার দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। আর এভাবে তোমরা হাউযে কাওছারে আমার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে'।[১৭] অতঃপর আনছারগণ অঝোরে কান্না করতে লাগল, যাতে তাদের দাড়িগুলি সিক্ত হয়ে গেল এবং তারা বলতে লাগল, رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْماً وَّحَظًّا– 'আমরা সন্তুষ্ট হ'লাম বণ্টনে পরিপূর্ণ অংশ হিসাবে আল্লাহ্র রাসূলকে পেয়ে'।[১৮] কবি বলেন,

هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي نَفْسِي عَلَى نَفْسِي +
وَأَهْلِ بَيْتِي وَأَحْبَابِي وَخُلاَّنِي

'তিনি আমার নিকট নিজের চাইতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত; আমার পরিবার, প্রিয়জন এবং বন্ধুদের চাইতেও'।

(১৪) আমাদের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করলাম! : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে বসে বললেন, إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُّؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، 'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দু'টি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অথবা আল্লাহ্র নিকট যা সংরক্ষিত রয়েছে (জান্নাত)। তখন সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তাই পসন্দ করল। একথা শুনে আবুবকর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম! রাবী বলেন, তাঁর এই আবেগাপ্লুত অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত হ'লাম। লোকেরা বলতে লাগল যে, এ বৃদ্ধ লোকের আবেগ দেখ। রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিলেন যে, তাকে আল্লাহ পার্থিব ভোগ-বিলাস অথবা আল্লাহ্র নিকট যা সংরক্ষিত রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেন। আর এই বৃদ্ধ লোকটি বলছে, আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করলাম'।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই হ'লেন সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর আমাদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ)-ই হ'লেন সবচাইতে বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِّنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلاَّ خُلَّةَ الإِسْلاَمِ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِىْ بَكْرٍ– 'নিশ্চয়ই যিনি তার সাহচর্য ও ধন-সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক সাহায্য করেছেন, তিনি হ'লেন আবুবকর। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে অবশ্যই আবুবকরকে গ্রহণ করতাম। তবে তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতএব মসজিদের দিকে আবুবকরের দরজা ছাড়া অন্য কারু দরজা যেন বাকী না থাকে'।[১৯]

(১৫) রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসায় ছাহাবীগণের প্রতিযোগিতা : উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আলী, জা'ফর ও যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) একত্রিত হ'লেন। তখন জা'ফর (রাঃ) বললেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অধিক প্রিয়। তখন আলী ও যায়েদ (রাঃ) একই দাবী করলেন। অতঃপর তারা বললেন, চলো! আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যাই। সেখানে গিয়ে বাড়ী প্রবেশের অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কে? তিনি বললেন, ফাতেমা। তারা বললেন, পুরুষদের মধ্যে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَأَشْبَهَ خَلْقُكَ خَلْقِى وَأَشْبَهَ خَلْقِى خَلْقَكَ وَأَنْتَ مِنِّى وَشَجَرَتِى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِىُّ فَخَتَنِى وَأَبُو وَلَدِىْ وَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ مِنِّى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَمَوْلاَىَ وَمِنِّى وَإِلَىَّ وَأَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَىَّ– 'হে জা'ফর! তোমার শারীরিক গঠন আমার ন্যায় এবং আমার শারীরিক গঠন তোমার ন্যায়। তুমি আমার মূল বংশধর। অতঃপর হে আলী! তুমি আমার কন্যা ফতেমার জামাতা এবং আমার চাচাতো ভাই। তুমি আমার বংশধর এবং আমিও তোমার বংশধর। অতঃপর হে যায়েদ! তুমি তো আমারই অতি প্রিয়ভাজন মুক্তদাস এবং মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি'।[২০]

---

১৭. বুখারী হা/৪৩৩০; মুসলিম হা/১০৬১।
১৮. আহমাদ হা/১১৭৪৮ সনদ 'হাসান'; হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৬৪৭৫।
১৯. বুখারী হা/৩৯০৪; মুসলিম হা/৩২৮২; মিশকাত হা/৬০১০।
২০. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৫১০; ছহীহাহ হা/১৫৫০।

উল্লেখিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা অর্জনে ছাহাবীগণের প্রতিযোগিতা ও আন্তরিকতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসায় পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তাঁর ভালবাসা অর্জন করতেও সদা উদগ্রীব ছিলেন।

(১৬) আগামীকাল প্রিয়তম রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করব : বেলাল বিন রাবাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে যন্ত্রণায় ছটফট করলে তাঁর স্ত্রী শোকে মূহ্যমান হয়ে বললেন, হায় আফসোস! কি যন্ত্রণা! অতঃপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে স্বীয় স্ত্রীকে এমন এক কথা বললেন, যাতে মৃত্যু যন্ত্রণার সাথে মাধুর্যও মিশানো ছিল। কেননা মৃত্যু হয়ে গেলেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের রাস্তা খোলাছা হয়ে যাবে। তিনি বললেন, غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّة مُحَمَّدًا وَصَحْبَه– ‘এইতো আমাগীকালই প্রিয়তম রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ করব’।[২১]

(১৭) তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ের চাইতেও রাসূল (ছাঃ) অধিক প্রিয় : আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল যে, রাসূল (ছাঃ)-কে আপনারা কেমন ভালবাসতেন? জবাবে তিনি বলেন, كَانَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلاَدِنَا، وآبائِنا وأُمَّهَاتِنا، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ– ‘আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতৃ ও মাতৃকুল এবং প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় ঠাণ্ডা পানি যেমন প্রিয়, তার চাইতেও রাসূল (ছাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেন’।[২২]

(১৮) অনুকরণের অনন্য দৃষ্টান্ত : নাফে‘ বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَتَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ مَنْزِل نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ فِيهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجِيءُ بِالْمَاءِ، فَيَصُبُّهُ فِي أَصْلِ السَّمُرَةِ كَيْ لاَ تَيْبَسَ– ‘আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবেসে তাঁর পদচিহ্ন অনুকরণ করতেন। রাসূল (ছাঃ) যেসব অবতরণস্থলে নামতেন, তিনিও সেখানে নামতেন। একদা রাসূল (ছাঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে নেমেছিলেন। আর তাই ইবনু ওমর (রাঃ) পানি এনে ঐ বাবলা গাছে দিতেন। যেন গাছটি শুকিয়ে না যায়’।[২৩] আর এই কাজগুলি তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবেসে করেছিলেন। বিশেষ কোন নিয়ত বা বরকতের জন্য নয়।

২১. *শারহুয যুরক্বানী ‘আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিইয়া ১/৪৯৯; ক্বাযী ইয়ায, আশ-শিফা ২/৫৮ পৃ.।*
২২. *ক্বাযী ইয়ায (মৃ. ৫৪৪ হি.), আশ-শিফা বি তা‘রীফি হুকূক্বিল মুছত্বফা ২/৫২ পৃ.।*
২৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০৭৪ সনদ ছহীহ; ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানাতুল কুবরা হা/৭৩, ১/২৪২ পৃ.।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসার ফলাফল

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার বৃহৎ ও মহান ফলাফল রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল-

(১) ঈমানী যিন্দেগী প্রাপ্তি : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান প্রতিটি মানুষকে কুফরীর আবিলতা থেকে মুক্ত করে ঈমানী যিন্দেগী প্রদান করে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে’ *(আনফাল ৮/২৪)*।

(২) আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন ও পাপ মোচন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবেসে যথাযথভাবে তাঁর অনুসরণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন এবং তার সমস্ত পাপ মোচন করে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– ‘তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ’লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার কি মহা প্রতিদান! তাতে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন, সেই সাথে জীবনের পাপ মোচনের মত বড় সৌভাগ্য অর্জিত হ’লে মুমিন জীবনে অন্য তেমন কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না।

অতএব মুমিনগণের কর্তব্য হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বোচ্চ ভালবাসা। সেই সাথে আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা ও রাসূলের সুন্নাতের বিপরীতে বিদ‘আত করা থেকে সর্বদা দূরে থাকা।

(৩) ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ অর্জন : হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَّ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ أَنْ يَّعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّلْقَى فِي النَّارِ– ‘তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ পেয়েছে। (ক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার নিকট সকল কিছুর চাইতে প্রিয়তম। (খ) যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এবং (গ) আল্লাহ যাকে কুফরী থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অতঃপর সে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপসন্দ করে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপসন্দ করে’।[২৪] এর অর্থ হ’ল,

২৪. *বুখারী হা/২১; মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৮।*

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে ইবাদতের পূর্ণ স্বাদ অর্জিত হয়। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হয়। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ অর্জিত হয়' *(ফাৎহুল বারী; মিরক্বাত)*।

(৪) সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ গুণ উল্লেখের পর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'অতএব যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে শত্রু থেকে প্রতিরোধ করেছে ও সাহায্য করেছে এবং সেই জ্যোতির (কুরআনের) অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযিল হয়েছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

(৫) জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকার সৌভাগ্য :

(ক) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?' তিনি বললেন, وَيْلَكَ! وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ 'আফসোস! তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?' সে বলল, مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، 'আমি সেজন্য তেমন কোন প্রস্তুতি নেইনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনেক ভালবাসি'। তিনি বললেন, أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، 'তুমি তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস'। রাবী বলেন, তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের জন্যও কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ'। আনাস (রাঃ) বলেন, فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا- 'এতে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সেদিন মুসলিমগণ যত বেশী আনন্দিত হয়েছে, আর কোন দিন আমি তাদেরকে এত বেশী আনন্দিত হ'তে দেখিনি'।[২৫]

(খ) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِى رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? যে ব্যক্তি কোন একটি দলকে ভালোবাসে, কিন্তু সে তাদের সমকক্ষ নয়। তখন তিনি বলেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ- 'যার সাথে যার মহব্বত, তার সাথে তার ক্বিয়ামত'।[২৬]

(গ) আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে সর্বাধিক ভালবাসি। فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ- 'অতএব আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, জান্নাতে তাঁদের সাথেই আমি থাকব। যদিও আমলে আমি তাঁদের সমকক্ষ নই'।[২৭]

(ঘ) রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও ভালবাসার ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا- 'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'ল সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৪/৬৯)*।

(ঙ) রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাঁকে না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে যেতেন। একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন, যখন তার রঙ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, يَا ثَوْبَانُ! مَا غَيَّرَ لَوْنَكَ؟ 'হে ছাওবান! কে তোমাকে বিবর্ণ করে দিল?' জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার কোন ব্যথা-বেদনা বা অসুখ-বিসুখ নেই। আমি যদি আপনাকে না দেখি, তবে আপনার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি খুবই একাকিত্ব বোধ করি। অতঃপর আমি পরকালের কথা স্মরণ করি এবং আশঙ্কা করি যে, আমি আপনাকে জান্নাতে দেখতে পাব না। কারণ আপনি তো নবীদের সাথে থাকবেন। কিন্তু আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করি বা আপনার থেকে নিম্নস্তরে থাকি অথবা আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারি, তবে তো আমি কখনোই আপনাকে দেখতে পাব না। অতঃপর উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।[২৮]

উপসংহার : 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দার ও রাসূল'।[২৯] এই হাদীছের আলোকে আমাদের উচিত রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনে যথাযথভাবে তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁকে ভালবাসা এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা। তাহ'লে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ, আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন, জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকার মহা সৌভাগ্য অর্জন, হাওযে কাওছারের পানি পান ও রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পোষণ তথা তাঁর সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৫. বুখারী হা/৬১৬৭; মুসলিম হা/২৬৩৯; মিশকাত হা/৫০০৯।
২৬. বুখারী হা/৬১৬৯; মুসলিম হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫০০৮।
২৭. মুসলিম হা/২৬৩৯; বায়হাক্বী শো'আব হা/১৪২৫; উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১১৪ পৃ.।
২৮. কুরতুবী, বাগাভী, নীসাপুরী, মাযহারী প্রভৃতি, সূরা নিসা ৬৯ আয়াতের তাফসীর।
২৯. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

(৩য় কিস্তি)

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সাত আসমান এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীকে বিচিত্র ধারায় সৃষ্টি করেছেন। সাত আসমানের মত পৃথিবীরও যে সাতটি স্তর রয়েছে, তা বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে পেশ করা হ'ল।-

পৃথিবীর সাত স্তর

আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، 'আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকেও সেইরূপ। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়। যাতে তোমরা জানো যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। আর আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন' *(তালাক ৬৫/১২)*।

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، 'যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুলুম করে কেড়ে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন এর সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে'।[১]

উক্ত আয়াতে سَمٰوٰتٍ বহুবচন এবং الأَرْض একবচন। তাই এখানে আসমান সাতটি হ'লেও পৃথিবী একটিই বুঝাচ্ছে। পৃথিবী তাদের অনুরূপ বলতে বুঝানো হচ্ছে আসমানসমূহ যেভাবে সজ্জিত ঠিক সেভাবে পৃথিবীও সজ্জিত। অর্থাৎ একটির উপর একটি আসমান যেভাবে সজ্জিত ঠিক তদ্রূপ পৃথিবীও ৭টি স্তরে সজ্জিত।

পরবর্তী হাদীছে এর সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত হাদীছে طُوِّقَ শব্দটি এসেছে যার অর্থ রিং, ফ্রেম। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় সাত আসমানের মত পৃথিবীরও সাতটি স্তর রয়েছে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পৃথিবীর উপরিভাগ হ'তে কেন্দ্র পর্যন্ত সাতটি স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ :

পৃথিবী প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত : ভূ-ত্বক, আবরণ ও কেন্দ্রস্থল। বায়ুমণ্ডল নামে একটি গ্যাসীয় ঢাকনা পৃথিবীর সাথে মধ্যাকর্ষণীয়ভাবে সংযুক্ত এবং এটি পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবরণ আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত : লিথোস্ফেয়ার, এস্থেনোস্ফেয়ার এবং মেসোস্ফেয়ার। কেন্দ্রস্থলও দু'টি উপস্তরে বিভক্ত। যথা- বহিঃকেন্দ্র এবং অন্তঃকেন্দ্র। কাজেই পৃথিবী মোট সাতটি স্তরে বিভক্ত : (১) বায়ুমণ্ডল, (২) ভূ-ত্বক, (৩) লিথোস্ফেয়ার, (৪) এস্থেনোস্ফেয়ার, (৫) মেসোস্ফেয়ার, (৬) বহিঃকেন্দ্র এবং (৭) অন্তঃকেন্দ্র।

১. বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) : এটি হচ্ছে পৃথিবীর বহিঃস্তর। পৃথিবী পৃষ্ঠের ৫০০ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত এ স্তরটি বিস্তৃত। ঐ উচ্চতার উপরে বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহ এত কম যে তারা পরস্পরের সাথে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে।

২. ভূ-ত্বক (Crust) : এটি হচ্ছে পৃথিবীর বহিরাবরণী। পৃথিবীর আয়তনের মাত্র ০.৬% ভাগ নিয়ে এটি গঠিত। এর পুরুত্ব স্থানবিশেষে আলাদা হয়ে থাকে। যেমন মহাসাগরতলে মোটামুটি একই রকম ৫ কি.মি. পর্যন্ত গভীরে, মহাদেশীয় পৃষ্ঠের ৩৫ কি. মি. গভীর পর্যন্ত এবং হিমালয়, আলপস প্রভৃতি পর্বতমালার নীচে ৮০ কি. মি. পর্যন্ত গভীর।

৩. লিথোস্ফেয়ার (Lithosphere) : এটি হচ্ছে ভূত্বকের ঠিক নীচের স্তর। প্রায় ১০০ কি. মি. পুরু কঠিন পদার্থের একটা স্তর এটি। আমাদের এই গ্রহটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ সত্যটি যে, লিথোস্ফেয়ার সহ ভূপৃষ্ঠটি বেশ কয়েকটি কঠিন লিথোস্ফেরিক ফলকে বিভক্ত। লিথোস্ফেয়ারের নীচেই রয়েছে গঠন কাঠামোগত একটা বিঘোষিত পরিবর্তন। এতে রয়েছে একটা সীমারেখা, যার নাম 'মোহো' বিরামহীনতা (Moho discontinuity)। এর নীচেই আবরণীর বাকী অংশ বিস্তৃত। পৃথিবীর আয়তনের ৮২% ভাগেরও অধিক স্থান জুড়ে রয়েছে এ স্তরটি।

৪. এস্থেনোস্ফেয়ার (Aesthenosphere) : এটি হচ্ছে চতুর্থ স্তর যা ১০০ কি. মি. থেকে ২৫০ কি. মি. গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে আবরণী উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয়, পুরু এক পুডিং সাগরের মত গলিত। এটিই এস্থেনোস্ফেয়ার নামে পরিচিত। গুড় সদৃশ (reacly) এ স্তরটি এর উত্তল গতির দ্বারা কঠিন লিথোস্ফেরিক ফলকসমূহকে ভূগোলকের চারপাশে স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

৫. মেসোস্ফেয়ার (Mesosphere) : এ আবরণীর বাকী অংশ মেসোস্ফেয়ার নামে পরিচিত।

৬. বহিঃকেন্দ্র (Outer core) : এটি দুই হাযার একশ কি.মি. পুরু। তরল লৌহের সাথে সামান্য পরিমাণ গন্ধক (Sulphur) মেশানো পদার্থ দ্বারা এ স্তরটি গঠিত।

৭. অন্তঃকেন্দ্র : অন্তঃকেন্দ্রটির ব্যাসার্ধ ভূ-কেন্দ্রে ১ হাযার ৩৭০ কি. মি.। অন্তঃকেন্দ্রটি সম্ভবত কঠিন, এতে রয়েছে লৌহ এবং অন্যান্য ভারী পদার্থ।

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে কুরআনের আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২]

আমরা ১ম আসমানে বসবাস করি এবং পৃথিবীর ১ম স্তরে বসবাস করি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে মানুষ এখন পর্যন্ত ১২

---

১. *বুখারী হা/২৪৫২।*

২. *আল-কুরআনে বিজ্ঞান, পৃ-৫৪১-৫৪৩, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকালঃ মার্চ-২০০৪)।*

কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানীরা Seismic Monitoring এর সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ স্তরসমূহ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে। Seismic monitoring হ'ল এমন পরিমাপক যার মাধ্যমে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গ পরিমাপ করা হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর দিয়ে যাওয়ার কারণে এর গতিবেগ নির্ণয় করা হয় এবং স্কেলের সূত্র ব্যবহার করে শব্দের প্রতিসরণের জন্য বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। এই মান পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে ব্যবহার করে তাপমাত্রা এবং চাপের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর পরিমাপ করা হয়।

বিজ্ঞানের বেশীরভাগ তথ্য প্রভাবের (Effects) উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে পৃথিবীর সাত স্তর সম্পর্কে এতটুকুই জানা যায়। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে এই সাত স্তর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আরোও বিস্তারিত জানা যাবে এবং এর মাধ্যমে আল-কুরআন যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নাযিলকৃত আসমানী কিতাব, তা সংশয়বাদীদের কাছে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সাত আসমান :

আল্লাহ বলেন, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 'আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ' *(নাবা ৭৮/১২)*।

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*।

অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং মুসলিম বিদ্বান সপ্ত আকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মহাকাশকে সাতটি বিশাল অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম অঞ্চলে রয়েছে সূর্য, পৃথিবী ও পৃথিবীর মত গ্রহসমূহ যেমন- বুধ, শুক্র ও পৃথিবী। এই গোলাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৮ আলোক মিনিট (অর্থাৎ আলো এক মিনিটে যে দূরত্ব অতিক্রম করে)।

দ্বিতীয় অঞ্চলে রয়েছে সৌরজগৎ, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের বহিঃস্থ গ্রহসমূহ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, গ্রহাণুপুঞ্জ, শনি, ইউরেনাস এবং প্লুটো। এই গোলাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৫ আলোক ঘণ্টা (আলো এক ঘণ্টায় যে দূরত্ব অতিক্রম করে)।

তৃতীয় অঞ্চলে রয়েছে সূর্যের বিশটির মত প্রতিবেশী। এই গোলকাকৃতি অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ আলোকবর্ষ (আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে)।

চতুর্থ অঞ্চলে রয়েছে ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী। আগে এটাকে সমগ্র বিশ্বজগৎ বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটির মত ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে।

পঞ্চম অঞ্চলে রয়েছে ২০টির মত হালকা, ঢিলে-ঢালা আকৃতির বন্ধনযুক্ত একগুচ্ছ প্রতিবেশী নক্ষত্রমণ্ডলী বা গ্যালাক্সি। এই গোলাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ।

ষষ্ঠ অঞ্চলে রয়েছে একগুচ্ছ স্থানীয় ছায়াপথ গোষ্ঠী। এটি স্থানীয় বৃহৎ গুচ্ছ (Local super-cluster) নামে পরিচিত। এটাই হচ্ছে বৃহত্তম মহাজাগতিক সৃষ্টিকর্ম। এই গোলাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ সাড়ে সাত কোটি আলোকবর্ষ।

সপ্তম অঞ্চল জুড়ে যা রয়েছে তাই আমাদের পরিচিত বিশ্বজগৎ। ছায়াপথের সকল বৃহৎ গুচ্ছই এর অন্তর্ভুক্ত। এর ভিতর আরো রয়েছে কোয়াসার (quasar) যা সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক কৌতুহল উদ্দীপক। দুই হাযার কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিশাল দূরত্ব জুড়ে সবদিকেই এরা ছড়িয়ে আছে।[৩]

অনেকে মহাবিশ্বের বস্তুগুলোকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা : ১. তারকারাজি, ২. গ্রহ-নক্ষত্র, ৩. উপগ্রহসমূহ, ৪. ধূমকেতুসমূহ, ৫. নীহারিকামণ্ডলী. ৬ ছায়াপথ, ৭. কোয়াসার।

ডঃ মরিস বুকাইলি সপ্ত আকাশকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, 'সাতটি মানে বহুত্ব ছাড়া আর কিছু না; কাজেই বহু আসমান আর বহু পৃথিবী রয়েছে। আমাদের পৃথিবীর মত মহাবিশ্বে আরো পৃথিবী পাওয়া যেতে পারে। এ এমন এক সত্য যা আমাদের সময়ে মানুষ কর্তৃক যাচাই করা হয়নি'।[৪]

মিসরীয় বিদ্বান শেখ মুহাম্মদ আবদুহু আকাশমণ্ডলী এবং এর বিস্ময়কর গঠন কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আকাশমণ্ডলী হচ্ছে আপনার মাথার উপরিস্থিত যা কিছু আছে। তাই আসমান বা আকাশমণ্ডলী শব্দটি শ্রবণ করে আপনি ভাববেন মহাকাশের কথা, যেখানে আছে সূর্য, চন্দ্র এবং আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি। এটাই সেই আসমান যা আল্লাহ নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এবং তিনিই প্রতিটি গ্রহ ও নক্ষত্রকে বলতে গেলে এক-একটি ইটের মত করে বানিয়েছেন যা আপনারা আপনাদেরই চারপাশের ছাদ, গম্বুজ কিংবা দেয়ালে দেখতে পান, আর তিনিই প্রতিটি গ্রহকে তার প্রতিবেশীদের সাথে সাধারণ মহাকর্ষ বলের দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন ঠিক যেমন কোন ইমারতের প্রত্যেকটি অংশকে কিছু দ্রব্য স্থাপনের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে আটকানো হয়ে থাকে'।[৫]

এবার আসুন! আমরা জানার চেষ্টা করি সপ্ত আকাশ সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিদ্বানগণ যে মত প্রকাশ করেছেন তা কতটুকু সঠিক?

---

৩. *National Geographic Magazine, June, 1983.*
৪. *Maurice Bucaille : The Bible, The Quran and Science, North America Trust Publications, USA, 1978.*
৫. *El-Kirdany A. A. S., The Glimpses of the Scientific Unattainabi Marvels of the Quran, Cairo Edition, p. 19, 1977.*

www.at-tahreek.com

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, أَخَذَ بِيَدِى فَعَرَجَ بِى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ . قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ . قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا...‘তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌঁছলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আসমানের রক্ষককে বললেন, দরজা খোল। তিনি বললেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি জিব্রীল, আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ (ছাঃ)। তিনি আবার বললেন, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তারপর আসমান খোলা হ'লে আমরা দুনিয়ার আসমানে (১ম আসমান) উঠলাম'।[৬]

এছাড়া ছহীহ মুসলিমে (হা/৩০৮) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে ১ম আসমানে আদম (আঃ), ২য় আসমানে ঈসা এবং ইয়াহইয়া (আঃ), ৩য় আসমানে ইউসুফ (আঃ), ৪র্থ আসমানে ইদরীস (আঃ), ৫ম আসমানে হারুণ (আঃ), ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) এবং ৭ম আসমানে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় জিব্রীল (আঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর।

আল্লাহ বলেন, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، ‘অতঃপর আকাশমণ্ডলীকে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আকাশে তার নির্দেশ প্রেরণ করলেন। আর আমরা দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সুশোভিত করলাম এবং তাকে করলাম (দুনিয়ার জন্য) সুরক্ষা ছাদ স্বরূপ। বস্তুতঃ এটি হ'ল মহা পরাক্রান্ত ও মহা বিজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা' *(ফুছছিলাত ৪১/১২)*।

আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، ‘যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাও কি?' *(মুলক ৬৭/৩)*।

কুরআনের আয়াত এবং হাদীছ হ'তে জানা গেল আমরা রয়েছি ১ম আসমানে। যাকে বলা হয় দুনিয়ার আসমান।

সপ্ত আকাশ সম্পর্কে উপরে বর্ণিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিদ্বানগণের তত্ত্ব কুরআনের আয়াত এবং ছহীহ হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেককে দেখা যায় কুরআনের আয়াত বা ছহীহ হাদীছের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেকোন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আয়াত বা হাদীছের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা যাবে না।

কুরআন এবং হাদীছ হ'তে জানা যায় যে, পৃথিবী দুনিয়ার আসমানে অবস্থিত। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় কুরআনের আয়াত এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোকে দেখিয়েছি যে, এই মহাবিশ্ব আল্লাহ তা'আলা সম্প্রসারণ করে যাচ্ছেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল, আমাদের ১ম আসমানের শেষসীমা কোথায়? বিজ্ঞানীদের গবেষণা মতে মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর (*Planck Collaboration (2016)*)। সেই হিসাবে মহাবিশ্বের দূরত্ব এখন পর্যন্ত ১৩.৮ বিলিয়ন আলোক বর্ষ বা প্রায় ১০২৬ মিটার পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল মহাবিশ্বের আয়তন কি অসীম? উত্তর হ'ল মহাবিশ্বের আয়তন অসীম নয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এই মহাবিশ্বের আয়তন অসীম নয় এবং দূরত্ব সর্বোচ্চ ৩৭ ট্রিলিয়ন আলোকবর্ষ হ'তে পারে।[৭]

এক্ষণে সপ্ত আসমানের ব্যাখ্যা কি হবে? এর উত্তর হ'ল, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর নিকটতম আসমানের সঠিক তথ্যও এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। আর সপ্ত আকাশ তো বহু দূরের বিষয়।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, বহু নক্ষত্রের আলো আজও আমাদের দৃষ্টিপথে আসেনি। নভোমণ্ডলের বিভিন্ন রহস্য মানবজাতির কাছে এখনো অজানা রয়েছে। তাই সাত আসমানের স্তর পরিচিতি এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত। মনুষ্যকুলের মধ্যে একমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই সব স্তর ভেদ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ এড়িয়ে মে'রাজে গিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র হুকুমে। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও নির্দেশ ব্যতীত আসমান ও যমীনের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত।[৮]

আমাদের মতামত হ'ল মানুষ হয়তোবা গবেষণার মাধ্যমে সপ্ত আকাশের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারবে কিন্তু কখনো ১ম আসমানে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ জিব্রীল (আঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে ১ম আসমানের দ্বারে পৌঁছেছিলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অনুমতি আছে কি-না? যখন জিব্রীল (আঃ) বলেছিলেন অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তখন দ্বার খোলা হয়েছিল। অর্থাৎ ১ম আসমানে প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং প্রবেশের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হ'তে হবে।

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের করণীয় হ'ল- পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে সপ্ত আকাশ সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা কোন ধরনের শর্ত ছাড়া, সংকোচ ছাড়া মেনে নেওয়া, তা বিজ্ঞান

৬. *বুখারী হা/৩৪২।*

৭. *Bigthink, 13 april, 2022.*
৮. *তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ-৪৭।*

দ্বারা প্রমাণিত হোক আর না হোক। এটাও ঈমানের একটা পরীক্ষা যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া তথ্য আপনি বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করছেন কি-না। অপরদিকে একজন অমুসলিমের প্রতি আমাদের আহ্বান এই যে, কুরআনের অনেক আয়াত এবং হাদীছ বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ, সূর্যের নিজ অক্ষের ঘূর্ণন, চাঁদের নিজ অক্ষের ঘূর্ণন, সূর্যের নিজস্ব আলো, চাঁদের প্রতিফলিত আলো ইত্যাদি প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনাসমূহ বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। তাই সপ্ত আকাশ সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত এবং হাদীছ ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে।

আমরা উপরোক্ত আলোচনায় পৃথিবীর সাত স্তর এবং সাত আসমান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পেশ করার চেষ্টা করেছি। আল-কুরআন সর্বযুগে সর্বাধুনিক। তবে তা প্রকাশ পাবে কুরআনের অনুসারীদের মাধ্যমে। তাই আমাদেরকে সর্বদা কুরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা এবং এর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যরূরী। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। *[ক্রমশঃ]*

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

■ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
■ একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
■ দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
■ ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
■ হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

■ সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
■ প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছওম বা ছিয়াম : অর্থ বিরত থাকা। শরী‘আতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ’তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হ’তে বিরত থাকাকে ‘ছওম’ বা ‘ছিয়াম’ বলা হয়। ২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হয়।

ছিয়ামের ফাযায়েল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ’তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু’টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম’।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ‘আত।

২. ইফতারের দো‘আ : ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে শেষ করবে।[৩] ইফতারের দো‘আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি ‘যঈফ’। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো‘আ পড়া যাবে- ‘যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ’ (পিপাসা দূরীভূত হ’ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ’ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ’ল)।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে’।[৫] তিনি বলেন, তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর।[৬] তিনি আরো বলেন, ‘আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ’ল সাহারী খাওয়া’।[৭]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়’।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ‘আত’।[৯]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়’।[১০]

৬. তারাবীহ্‌র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়’।[১১]

৭. তারাবীহ্‌র রাক‘আত সংখ্যা : (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক‘আত বিতরসহ) এগার রাক‘আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না’।[১২]

(খ) হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ‘ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই ইবনু কা‘ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা‘আত সহকারে এগারো রাক‘আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন’।[১৩] এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন।[১৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় *(হা/৩৮০)* ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, ‘লোকেরা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক‘আত তারাবীহ পড়ত’ একথাটি ‘যঈফ’। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।[১৫] অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর যামানা থেকে ২০ রাক‘আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি ‘মুদরাজ’ বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক‘আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।[১৬] বিশ রাক‘আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[১৭]

---

১. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
২. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৫. আবুদাউদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৮৯।
৭. মুসলিম হা/১০৯৬।
৮. বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।
৯. ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, ‘ফজরের পূর্বে আযান’ অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯।
১০. আবুদাউদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।
১১. মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।
১২. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।
১৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রামাযানে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ।
১৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১।
১৫. দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২।
১৬. হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, ‘রামাযানে ছালাত’ অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।
১৭. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।

(গ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৮] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৮. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ-'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৯]

৯. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জন করার একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[২০] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[২১]

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২২] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।[২৩]

১০. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[২৪] ঈদুল ফিতরের ১ বা ২ দিন আগে বায়তুল মাল জমাকারীর নিকট ফিৎরা জমা করা সুন্নাত, যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[২৫]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[২৬] (গ) মদীনার হিসাবে এক ছা' এদেশের আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। টাকা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার কোন দলীল নেই।

১১. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[২৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[২৮]

১২. মহিলাদের ঈদের জামা'আত : মহিলাগণ শারঈ পর্দা বজায় রেখে পুরুষদের ঈদের জামা'আতে শরীক হ'তে পারবেন। উম্মে 'আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ঋতুবতী এবং বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহে মুসলমানদের জামা'আতে ও তাদের দো'আতে শরীক হবে। কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে।[২৯]

১৩. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা ওয়াজিব হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২; মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৩০]

১৪. ছিয়ামের অন্যান্য বিধান : (ক) অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ তথা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[৩১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[৩২] (খ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[৩৩] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[৩৪] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

---

১৮. *মিশকাত হা/১৩০২।*
১৯. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
২০. *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।*
২১. *ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।*
২২. *সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।*
২৩. *বুখারী হা/২০২৯।*
২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
২৫. *বুখারী হা/১৫০৮-১২; ঐ দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ৩/৪৩৬-৪১।*
২৬. *দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো : ১৪০৭ হি), ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
২৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২৮. *আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২০৬-১২।*
২৯. *বুখারী হা/৯৮০-৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৩০. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।*
৩১. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।*
৩২. *বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।*
৩৩. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
৩৪. *বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।*

পরিমিত খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হৌন!

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানবজাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণের সাথে সাথে বেঁচে থাকার জন্য নানা রকমের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তবে শারীরিক সুস্থতার জন্য পরিমিত আহার যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের সকলেরই জানা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি নে'মত রয়েছে, যে দু'টিতে বহু মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়েছে- স্বাস্থ্য এবং অবসর।[১] কখনও অবসরকে কাজে লাগানো বা সময়ের মূল্য দিলেও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে আমরা তেমন গুরুত্বই দেই না। অথচ এটাও আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যেরই অংশ। যেমন :

▣ রাসূল (ছাঃ) স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পরিমিত আহার গ্রহণের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'পেট অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকু খাদ্যই যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা থাকে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহ'লে সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে'।[২]

▣ তিনি অধিক রসনাবিলাসীদের নিন্দা করে বলেন, إِنَّ مِنْ شِرَارِ أُمَّتِي الَّذِيْنَ غُذُّوْا بِالنَّعِيْمِ، هِمَّتُهُمْ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَأَلْوَانَ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ 'আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তি, যারা অবাধ বিলাসব্যসনের মধ্যে জীবনযাপন করে, যাদের আকাংখা কেবল নানাবিধ খাদ্য ভক্ষণ করা আর নানার রংয়ের পোষাক পরিধান করা। তারা মানুষের প্রতি উপহাসচ্ছলে বল্গাহীন কথাবার্তা বলে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯১)*।

একদিন জনৈক কাফের রাসূল (ছাঃ)-এর অতিথি হ'ল। রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে এবং তার চাহিদামত তার জন্য একে একে ৭টি বকরীর দুধ দোহন করে পরিবেশন করা হ'লে উক্ত ব্যক্তি সবটুকুই খেয়ে নিল। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) একইভাবে তাকে দুধ দিতে বললেন। কিন্তু লোকটি একটির বেশী বকরীর দুধ পান করতে সক্ষম হ'ল না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মুসলিম খায় একটি মাত্র পেটে, পক্ষান্তরে কাফের খায় সাত পেটে'।[৩]

আবূ জুহাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি গোশত ও রুটি মিশ্রিত ছারীদ খেলাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে ঢেকুর তুলতে তুলতে আসলাম। তিনি বললেন, كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'আমাদের সামনে তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। নিশ্চয় যে সকল ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে, তারাই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে'।[৪]

▣ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা পরিমিত আহারকে প্রাধান্য দিতেন। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করা পর্যন্ত একাধারে তিন দিন পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার গমের রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হননি *(মুসলিম হা/২৯৭৬)*।

ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'মানুষ আজ কী পরিমাণ দুনিয়া কামাই করেছে! অথচ রাসূল (ছাঃ)-কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থাকতেন। পেট ভরার মত নিম্নমানের একটি খেজুরও তিনি (খেতে) পাননি' *(মুসলিম হা/২৯৭৮)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যাতেই এক ছা' গম বা কোন খাদ্যদানা (আগামীকালের জন্য) অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন নয় জন' (অর্থাৎ তিনি যা পেতেন সবই দান করে দিতেন। জমা রাখতেন না) *(বুখারী হা/২০৬৯)*।

একদিন আবু হুরায়রা (রাঃ) একদল মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাদের সামনে একটা ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। অথচ কখনো একটি যবের রুটি দিয়েও পরিতৃপ্ত হননি' *(বুখারী হা/৫৪১৪)*।

একদিন ক্ষুধার জ্বালায় রাসূল (ছাঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। পথে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে জানতে পারলেন, তারাও ক্ষুধার কারণে খাবারের খোঁজে বাইরে এসেছেন। তারপর তাঁরা একজন আনছারী ছাহাবীর গৃহে দাওয়াত গ্রহণ করলে তিনি তাঁদের খেজুর, গোশত ও পানি দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। তৃপ্তি সহকারে খাদ্যগ্রহণের পর রাসূল (ছাঃ) তাৎপর্যপূর্ণ যে কথাটি বললেন তা হ'ল, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম! কিয়ামতের দিন এ নে'মত সম্পর্কেও তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ি হতে বের করে এনেছিল, অথচ তোমরা এ নে'মত লাভ করে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছো *(মুসলিম হা/২০৩৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন লোকদের সাথে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন, তখন আহলে ছুফফার কিছু লোক ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেতেন। তাদের এ অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলতো, এরাতো পাগল। রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের যে কত নে'মতের ভাণ্ডার রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা বেশী বেশী ক্ষুধার্ত ও অভাব-অনটনে থাকতে পসন্দ করতে'।[৫]

▣ অপরিমিত খাদ্যগ্রহণ তাক্বওয়াপূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাইতো যারা ইবাদতে খুশূ-খুযূ হারিয়ে ফেলেছেন এবং আল্লাহভীতির অশ্রু খুঁজে ফিরছেন তাদের প্রতি হাসান বছরী (রহঃ)-এর উপদেশ, 'যিনি হৃদয়জগতে আল্লাহভীরুতা কামনা করেন এবং চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত করতে চান, তিনি যেন অর্ধেক পেট খাবার গ্রহণ করেন' *(আদাবুল হাসান বাছরী)*।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, '১৬ বছর বয়স থেকে আমি আর কখনো (খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে) পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইনি। বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছি। কেননা পরিতৃপ্তি শরীরকে ভারী করে, হৃদয়কে কঠিন করে, বিচক্ষণতা দূরীভূত করে, ঘুম আনায়ন করে এবং ইবাদত থেকে দূর্বল করে দেয়'।[৬]

সুতরাং আসুন! আজকের এই বস্তুবাদী দুনিয়ায় আমরা অধিক বিলাস-ব্যাসন থেকে নিজেকে বিরত রাখি। যখন-তখন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিলাসবহুল হোটেলে-রেস্তোরাঁয় অপ্রয়োজনীয় সময় কাটানো, সময় ও খাদ্যের অপচয় থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

১. বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।
২. তিরমিযী হা/২৩৮০; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৭৪।
৩. মুসলিম হা/২০৬৩; তিরমিযী হা/১৮১৯।
৪. হাকেম; ছহীহুত তারগীব হা/২১৩৬।
৫. তিরমিযী হা/২৩৬৮; ছহীহাহ হা/২১৬৯।
৬. ইবনু আবী হাতেম, আদাবুশ শাফেঈ পৃ.৭৮।

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَسَمَ الأَعْمَالَ كَمَا قَسَمَ الأَرْزَاقَ، فَرُبَّ رَجُلٍ فُتِحَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ، وَلَمْ يُفتَحْ لَهُ فِي الصَّوْمِ، وَآخَرَ فُتِحَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُفتَحْ لَهُ فِي الصَّوْمِ، وَآخَرَ فُتِحَ لَهُ فِي الجِهَادِ. فَنَشْرُ العِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ البِرِّ، وَقَدْ رَضِيْتُ بِمَا فُتِحَ لِي فِيْهِ- 'আল্লাহ রিযিক বণ্টনের মতো আমলও বণ্টন করে দিয়েছেন। কতক ব্যক্তির জন্য ছালাত সহজ করা হয়েছে, কিন্তু ছিয়াম সহজ করা হয়নি। আবার আরেক জনের জন্য দান-ছাদক্বাহ্র সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে ছিয়ামের জন্য সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। আবার কাউকে জিহাদ করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে। তবে নেক আমলসমূহের মধ্যে ইলমের প্রচার-প্রসারই সর্বোত্তম। আর আল্লাহ আমার জন্য যে ইবাদত সহজ করে দিয়েছেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট'।[১]

২. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ، مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ شَانَ دِيْنَهُ، وَحَسَبَهُ، وَمُرُوْءَتَهُ- 'বান্দা আল্লাহকে যতটুকু জানে, ততটুকুই তাকে ভয় করে। সে আখেরাতের প্রতি যতটুকু আগ্রহী থাকে, দুনিয়ার প্রতি সে ততটাই অনাগ্রহী হ'তে পারে। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে আমল করে, অজানা বিষয় থেকে সে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দান করেন। আর যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, সে তার দ্বীন, সম্মান ও মানবিকতাকে কলুষিত করে ফেলে'।[২]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّ كُلَّ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُوْنَهُ عَنْهُ لَمَجْنُوْنٌ- 'যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় বা ফৎওয়া দেয়, সে আস্ত একটা পাগল'।[৩]

৪. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصه في الآخرة- 'যে ব্যক্তি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়, সে যেন উত্তর দেওয়ার পূর্বে নিজেকে জান্নাত বা জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং ভেবে দেখে যে, এই ফৎওয়া তাকে কীভাবে আখেরাতে মুক্তি দিতে পারবে?'।[৪]

৫. শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, يجب على المسلم أن يخاف الله في جميع أعماله وعباداته ومعاملاته، والخوف من الله يكون في كل وقت وفي كل مكان وزمان، فإذا خاف المسلم الله خوفًا حقيقيًّا لم يقدم على أي معصية، بل يجتهد في عبادته لله، راغبًا في جنته، مبتعدًا من أعمال أهل النار- 'মুসলিমের অবশ্য করণীয় হ'ল তার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী ও পারস্পরিক লেনদেনে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকা। সবসময় এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহভীতি অর্জন করা যরূরী। কেননা কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তখন সে কোন পাপের দিকে পা বাড়ায় না। বরং জান্নাতের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে সে কেবল আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় ইবাদত করার চেষ্টা করে এবং জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার কর্মকাণ্ড থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকে'।[৫]

৬. ইবনু কুদামা মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন, أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضى الناس، رجاء المدح، وخوفاً من الذم، وذلك من المهلكات، فوجبت معالجته- 'অধিকাংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে অপর মানুষের কাছে নিন্দিত হওয়ার ভয়ে এবং তাদের কাছে প্রশংসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। ফলে অপবাদের ভয় এবং প্রশংসা পাওয়ার লোভে মানুষকে খুশি করার চিন্তায় তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়। এটা ধ্বংস সাধনকারী কর্মপদ্ধতি। এর আশু চিকিৎসা প্রয়োজন'।[৬]

১. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৮৮*।
২. *ঐ ৭/৩৯৬*।
৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ১/২৮*।
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ, ৩/২৭৬*।
৫. *ইবনে বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৭/১৭৯*।
৬. *ইবনু কুদামাহ, মুখতাছার মিনহাজিল ক্বাছেদীন, পৃ. ২১২*।

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে)
রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে ভুল ধারণা

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু ভুল ধারণা চালু আছে। এসব ভুল ধারণার জন্য অনেকে নানা ভোগান্তিও পোহান। ভুল ধারণাগুলো জেনে নেওয়া যাক।

১. কম বয়সে উচ্চরক্তচাপ হয় না :

অনেকে মনে করেন উচ্চরক্তচাপ বয়স্কদের রোগ। আসলে তা ঠিক নয়। অল্প বয়সেও উচ্চরক্তচাপ দেখা দিতে পারে। অতি লবণযুক্ত ফাস্টফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ওযন বৃদ্ধি, খেলাধুলা, ব্যায়াম, কায়িক শ্রমের অভাবে অল্প বয়সীদের মধ্যেও উচ্চরক্তচাপের প্রবণতা বাড়ছে। আবার বিভিন্ন ধরনের অসুখ যেমন বংশগত কিডনি রোগ, কিডনির প্রদাহ, ত্রুটিপূর্ণ কিডনি, কিডনির রক্ত নালির সমস্যা বা কিডনিতে টিউমার হ'লে রক্তচাপ বাড়তে পারে। হরমোনজনিত সমস্যা, মস্তিষ্কের টিউমার, রক্তনালির প্রদাহ এবং স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ সেবনের ফলে উচ্চরক্তচাপ কম বয়সেও হ'তে পারে।

২. বয়স বাড়লে রক্তচাপ বাড়বেই :

বয়স হ'লে রক্তচাপ একটু বেশীই থাকে, এজন্য চিন্তার কিছু নেই। এমন ধারণা সঠিক নয় যে, উচ্চরক্তচাপ যে বয়সেই ধরা পড়ুক তাকে উচ্চরক্তচাপ হিসাবে গণ্য করা উচিত। উচ্চরক্তচাপকে স্বাভাবিক না ভেবে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা নিলে জটিলতা এড়ানো সহজ হয়।

৩. উপসর্গ নেই, চিকিৎসা নিব কেন?

আমার কোন শারীরিক সমস্যা নেই, মাথা ব্যথা বা ঘাড় ব্যথা নেই, মাথাও ঘোরে না। এমনকি মাথা ঝিমঝিমও করে না। আমার উচ্চরক্তচাপ থাকতেই পারে না। এমন ধারণা করা ভুল। কেননা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চরক্তচাপের কোন উপসর্গ থাকে না। তাই নিয়মিত রক্তচাপ মাপা ছাড়া উচ্চরক্তচাপ শনাক্ত করার কোন উপায় নেই।

৪. ডিম, দুধ ও গোশত খাওয়া নিষেধ :

অনেকের ধারণা উচ্চরক্তচাপ হ'লে ডিম, দুধ ও গোশত খাওয়া নিষেধ। এসমস্ত খাবার খেলে রক্তচাপ বাড়বে এমন ধারণা ঠিক নয়। লবণ খেলে রক্তচাপ বাড়ে বটে কিন্তু দুধ, ডিমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে উচ্চরক্তচাপ ধরা পড়লে, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে ঘি, মাখন, ডালডা এগুলো দিয়ে রান্নাকৃত খাবার, দুধের সর, ভাজাপোড়া ও লাল গোশত যেমন- গরু বা খাসির গোশত, কোমল পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। সরবিহীন পাতলা দুধ রোজ খাওয়া যায়। ডিম বা মুরগির গোশত নিয়মিত খেতে কোন বাধা নেই।

৫. লবণ ভেজে খাওয়া যাবে এমন ধারণা করা :

উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে খাবারে বাড়তি লবণ নিষেধ। বাড়তি লবণ খাওয়ার ফলে উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি বাড়তে পারে। অনেকের ধারণা করেন ভাজা লবণ খাওয়া যাবে। আসলে লবণ যেভাবেই খান উচ্চরক্তচাপ বাড়বে। এটা অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৬. ঘাড়ের ব্যথা মানে রক্তচাপ বেশী :

ঘাড়ের ব্যথা হ'লে কেউ কেউ মনে করেন নিশ্চয়ই রক্তচাপ বেড়েছে। এই ধারণা ঠিক নয়। অধিকাংশ রক্তচাপ বৃদ্ধির কোন উপসর্গ বোঝা যায় না। তবে রক্তচাপ খুব বেড়ে গেলে (১৮০/১২০ মি.মি. পারদের উপরে উঠলে) দৃষ্টি ঝাপসা দেখা, বুকে ব্যথা, বুকে চাপ ধরা, শ্বাসকষ্ট, লালচে প্রস্রাব, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, বমি হওয়া, মাথা ব্যথা, শরীরের অংশবিশেষ বা একাংশ দুর্বলতা কিংবা অবশ হওয়া এবং অন্তঃসত্ত্বা মায়ের খিচুনি হ'তে পারে।

৭. রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে ঔষধ বাড়িয়ে খাওয়া :

রক্তচাপ মেপে দেখলেন একটু বেশী। সাথে সাথে নিজে নিজেই ঔষধ বাড়িয়ে নিলেন। এক বেলার জায়গায় দুই বেলা খেয়ে নিলেন বা মাত্রা দ্বিগুণ করে নিলেন। এটাও ভুল। নানা কারণে একদিন রক্তচাপ বাড়তেই পারে, তাই বলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজেই ঔষধ সেবন বা ঔষধের মাত্রা বাড়ানো ঠিক নয়।

৮. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাওয়া :

উচ্চরক্তচাপ ধরা পড়লে অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে বন্ধু, স্বজন কিংবা পরিবারের কারও ব্যবস্থাপত্র দেখে ঔষধ খেয়ে থাকেন। অমুকের ঐ ঔষধে নিয়ন্ত্রণ হয় বলে আপনার জন্য এটি প্রযোজ্য নাও হ'তে পারে। কেননা কোন ঔষধ আপনার জন্য প্রযোজ্য তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। হাঁপানী, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা অন্য কোন রোগ থাকলে সে অনুযায়ীই হবে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র। সেকারণ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

পরিশেষে একটি ভুল ধারণা বা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। তাই নিজে সতর্ক হোন এবং অন্যকে সতর্ক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

উচ্চরক্তচাপে করণীয় :

১. প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার রক্তচাপ পরীক্ষা করানো।
২. চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা।
৩. শরীরের অতিরিক্ত ওযন কমানো।
৪. প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করা।
৫. রাতে ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো।
৬. সপ্তাহে একদিন পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া।
৭. নতুন কোন উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।
৮. দুশ্চিন্তা যতটা সম্ভব পরিহার করা।
৯. অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা।
১০. উত্তেজনা পরিহার করা।
১১. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ সেবন করা।
১২. নিজের ইচ্ছামতো ঔষধের ডোজ হ্রাস-বৃদ্ধি না করা।
১৩. ভাত বা অন্য খাবারের সাথে কাঁচা লবণ না খাওয়া।

সংকলনে : আবুল বাশার
চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

BISHAL দি বিশাল কনফেকশনারী জোন

★মোঃ আবু বাক্কার★
মোবাইল : ০১৮৬৬-৯৮২৩৭৩, ০১৯২৯-৬১৪৬১৪।

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হৌক

শাহ্ মখদুম (রহঃ) মার্কেট, জিরো পয়েন্ট, সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।

কবিতা

শবেক্বদর

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হাযার মাসের শ্রেষ্ঠ যে রাত তার পরিচয় শবেক্বদর
রামাযানের ঐ শেষ দশকে বেজোড় রাতে খোঁজবে তার।
অন্য নবীর উম্মতেরা পাইল হায়াত বহু দিন,
পাইল তারা ডাকতে সুযোগ মানতে আল্লাহ্‌র সঠিক দ্বীন।
দোস্ত আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নবী (ছাঃ) তার যত সব উম্মতী,
কম হায়াতে করবে নেকী পুরবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি।
তাই রহমান দান করলেন শবেক্বদরের বেজোড় রাত,
পুরবে নেকীর পশরা শত যতই থাকুক কম হায়াত।
হেরা গুহায় ঐ সে রাতে হইল নাযিল পাক কুরআন,
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বক্ষমাঝে নামল অশেষ আল্লাহ্‌র দান।
আর যত সব ইলাহী বাণী হইল নাযিল রামাযানে,
ফুটল কুসুম সৌরভে তার মাতল ধরার সবখানে।
শবেক্বদরে বান্দা যে তার করবে রবের বন্দেগী,
পুরবে যে তার মনোবাসনা ধন্য হবে যিন্দেগী।
যিন্দেগীর ঐ বন্দেগীটা একটি রাতে হয় পুরা,
এমন সুযোগ পাগল বিনে ছাড়তে পারে আর কারা?
ছাড়ব নাকো ভররজনী করব যিকির প্রাণ ভরে,
থাকলে খুশী পাক পরোয়ার তার বেশী তুই চাস কিরে?
শবেক্বদরে রাত ভরে তুই থাকরে পড়ে ক্রন্দনে,
দেখবে তবে ভর্তি নেকী নাইত খালি কোনখানে।

গর্বিত স্বপ্নের এই ঠিকানায়

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

এ আমার অদম্য বিশ্বাস
চলমান গতির নিরীখে পাথর হয়ে যাক
সিক্ত রসের টই-টুম্বুর বেসাতি নিয়ে
ধাবমান পৃথিবী এগিয়ে যাক
আমি তো পড়েই আছি এইখানে
স্বচ্ছ নীলাম্বরিতে আচ্ছাদিত হয়ে
গর্বিত স্বপ্নের এই ঠিকানায়
আর কিছু থাক বা না থাক।
এ আমার লভ্যাংশের বর্ণালী অহংকার
চর্বিত লতার থ্যাতলানো অবয়বে
নেতিয়ে পড়া কবিতাগুলো
অনাবাদি যমীন ছুঁয়ে
ফসলের উগ্র গন্ধ শুঁকে
নিঝুমে ঘুমাক।
আমি তো চেয়েই আছি স্বর্ণালী স্বপ্নের দিগন্তে
কার্নিশে রূপালী জ্যোৎস্নার আলোক ছুঁয়ে
জেগে থাকা পল্লবী প্রান্তে মিলাক
আমার দিগ্বলয়ে পরিপূর্ণ পৃথিবীর
শেষ কিছু থাক বা না থাক
শুধু এ কবিতাগুলো স্বর্ণালী স্বপ্নের
গভীর অরণ্যে এসে ম্লান হয়ে যাক।

চিরবিদায়ের উপদেশ

-মুহাম্মাদ মুবাশ্বিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হয়তো বসুন্ধরা সবুজ-শ্যামল চিরকালই রবে,
তবু তোমার আমার জীবন স্থায়ী কি হবে?
আদি হ'তে এ পর্যন্ত ঘেঁটে দেখ ইতিহাস,
তবেই তোমার মনে আসবে নিশ্চিত বিশ্বাস।
সারাটি জীবন পার করেছ পাপের বোঝা বয়ে,
এবার তবে কুড়াও সৎ আমল জাহান্নামের ভয়ে।
ঐ শোন! আল-কুরআনে প্রভু করেছেন বর্ণন,
প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুসিঁড়িতে করবেই আরোহণ।
চোখটি বুজে হৃদয়পটে দেখ ঐ গোরস্থান,
দাফন হয়েছে যেখানে শত-সহস্র মানবপ্রাণ।
দুনিয়ার কোলে তোমায় আকৃষ্ট করছে শয়তান,
ধরণীর মিছে প্রেমে পড়ে হইও না বেঈমান।
পুণ্য তুমি গোছাও আজ আখেরাতের তরে,
ফেরদাউসে তুমি পৌঁছে যাবে মৃত্যুর পরে।
হে মানুষ! জেগে ওঠ সবে হও হুঁশিয়ার,
জীবন বায়ু ফুরিয়ে এল নেই সময় আর।
মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনে গতি হবে মন্থর,
তোমারে ফেরাতে বৃথা হবে সহস্র চেষ্টা নিরন্তর।
তোমার লাশ কবরে রেখে ফিরবে স্বজন একা,
সেই আঁধারে আমল বিহীন পাবে না কারো দেখা।
দু'জগতে নিজের মঙ্গল যদি মনেপ্রাণে চাও,
অহি-র আলোকে জীবনটাকে ঢেলে সাজাও!

খুকি হোমিও মেডিকেয়ার

ডাঃ মুহাম্মাদ মোবারক হোসেন
(১৮ বছরের অভিজ্ঞ হোমিও রেজিষ্টার্ড ফিজিশিয়ান)
এখানে সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয়।

পাইলস, ফিসার ও ফিসটুলা রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে ভারত থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত

বি. দ্র. দূরের রোগীদের 'অনলাইনে' চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

যোগাযোগ
খুকি হোমিও মেডিকেয়ার, বহরমপুর শেষমাথা
(উত্তরা মসজিদ সংলগ্ন), রাজশাহী-৬০০০।
মোবাইল : ০১৭১২-৬১২১১২ (হোয়াট্স অ্যাপ)।

স্বদেশ

পাঠ্যবইয়ে বিবর্তনবাদ ধর্মবিরোধী, দরকার ব্লাসফেমী আইন

পাঠ্যবইয়ে বিবর্তনবাদ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেছেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপু। তিনি বলেছেন, বানর থেকে মানুষ হয় এটা ধর্মবিরোধী প্রচার। মুসলমান হিসাবে আমরা আদমের সন্তান। এখানে বানর থেকে মানুষ হওয়ার সুযোগ নেই। এটা ইসলামের প্রতি আঘাত। এ বিষয়ে ব্লাসফেমী আইন করা উচিত। জার্মানীতে ব্লাসফেমী আইন আছে। প্রয়োজন হ'লে তাদেরটা এনে দেখে কিছু কাটছাঁট করে আমাদের দেশে যারা ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড করে তাদের বিচার করতে হবে। না হয় দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হবে'। গত ২৩শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হামিদের ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এটা মেনে নেয় না। আপনাদের কাছ পর্যন্ত এ আওয়াজ আসে কি-না জানি না। আমরা সমাজে চলি। মানুষের কথা শুনি। বানর থেকে মানুষ হওয়া নিয়ে মানুষ কী বলে? মানুষ আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে আছে। প্রত্যেকটা মুসলমানের চেতনায় আঘাত করা হয়েছে'। পাঠ্যবইয়ে কারা বিতর্কিত বিষয় দিয়েছে তা বের করতে কমিশন গঠনের দাবী জানান তিনি।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সমালোচিত দু'টি বই প্রত্যাহার

পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ভুল নিয়ে নানা আলোচনা ও তদন্তের মধ্যেই নতুন শিক্ষাবর্ষের (২০২৩) ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর জন্য প্রণীত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের 'অনুসন্ধানী পাঠ' নামে দু'টি বই পাঠদান থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়ের দু'টি করে বই আছে। এর এক অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'অনুশীলন বই' ও অপর অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'অনুসন্ধানী পাঠ'। এরমধ্যে দু'টি শ্রেণীতেই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বই দু'টি আর পড়ানো হবে না।

এনসিটিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বই দু'টির কয়েকটি অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। এ ব্যাপারে এনসিটিবি চেয়ারম্যান মো. ফরহাদুল ইসলাম বলেন, আপত্তিকর ছবি ও দেশব্যাপী সমালোচনার মুখে বই প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আগে গত ৩০ জানুয়ারী পাঠ্যপুস্তকের ভুল এবং সংশ্লিষ্টদের কেউ দায়ী থাকলে তা খুঁজে বের করতে দু'টি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, উক্ত বই দু'টিতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের ন্যাক্কারজনকভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। বিশেষ করে ৭ম শ্রেণীর বইতে 'অবরোধবাসিনীর কাহিনী' অধ্যায়ে মুসলিম নারীদের ফরয বিধান পর্দাকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিশেষ করে আলেম-ওলামাগণ এর তীব্র নিন্দা জানান। এমনকি সংসদেও বই দু'টি নিয়ে প্রতিবাদ করা হয়। অবশেষে চাপের মুখে সরকার বই দু'টি প্রত্যাহার করে নেয়।

দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু

দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী সোমবার নির্বাচন ভবনে মনোনয়নপত্র যাচাই শেষে এ ঘোষণা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। মো. সাহাবুদ্দিন বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। জনাব সাহাবুদ্দিনকে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। ভালো লাগছে। সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা। এ সময় তাকে মনোনয়ন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

জনাব সাহাবুদ্দিন ১৯৪৯ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এমএসসি এবং ১৯৭৫ সালে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। দীর্ঘদিন তিনি জুডিশিয়াল সার্ভিসে চাকরি করেছেন। পরবর্তীতে তিনি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের পরিচালক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেস্ক অফিসার হিসেবে দু'বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এতোদিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

তিনি শেখ মুজিব হত্যা মামলায় আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রজীবনে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের ও পরবর্তীতে যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বশেষ জাতীয় কাউন্সিলে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ফেসবুকে সবচেয়ে বেশী সময় দিচ্ছেন বাংলাদেশীরা

ফেসবুকে সবচেয়ে বেশী সময় সক্রিয় থাকা ব্যবহারকারীদের তালিকায় শীর্ষ তিন দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান 'মেটা'।

সংস্থাটি জানায়, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ একবার হ'লেও ফেসবুকে প্রবেশ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহারকারী প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ, ভারত ও ফিলিপাইন থেকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ফেসবুকে দৈনিক গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১৯৩ কোটি। সেই হিসাবে গত বছরের ডিসেম্বরে এই সংখ্যা চার শতাংশ বা ৭ কোটি বেড়েছে। মেটা বলছে, মূলতঃ এই তিনটি দেশের নাগরিকদের জন্যই ফেসবুকের গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে।

পাশাপাশি মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর তালিকারও শীর্ষ তিনে রয়েছে বাংলাদেশ। এই তালিকায় আরও রয়েছে ভারত ও নাইজেরিয়া। অর্থ্যাৎ 'মেটা'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ, ভারত ও নাইজেরিয়ার নাগরিকরা সবচেয়ে বেশী ফেসবুক ব্যবহার করেছেন।

বিদেশ

চীনে ক্লোনের মাধ্যমে জন্মলাভ করা 'সুপার কাউ' এক লাখ লিটার দুধ দেবে!

চীনা বিজ্ঞানীরা তিনটি 'সুপার কাউ' ক্লোন করেছেন, যা অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ পরিমাণে দুধ দিতে সক্ষম। ধারণা করা হচ্ছে, এসব গাভীর প্রতিটি সারাজীবনে ১ লাখ লিটার এবং বছরে প্রায় ১৮ হাযার লিটার দুধ দিতে সক্ষম হবে। সোমাটিক সেল নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার নামক একটি নির্বাচনী প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত সম্ভাব্য অগ্রগতি চীনে দুধের উৎপাদন বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। গবেষক দলের প্রধান এবং নর্থওয়েস্ট এএন্ডএফ ইউনিভার্সিটির ভেটেরিনারি সায়েন্সের অধ্যাপক ইয়াপিং বলেছেন,

তার দল চীনে গার্হস্থ্য দুধ উৎপাদন বাড়াতে 'সুপার কাউ'-এর উৎপাদন করেছে। গরুর কান থেকে সংগৃহীত টিস্যু ১২০টি ক্লোন করা ভ্রূণের প্রাথমিক ব্যাচ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৪২ শতাংশ সফলভাবে সারোগেসির মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ১ হাযারেরও বেশী 'সুপার কাউ'-এর একটি পাল তৈরি করার পরিকল্পনা করছি'।

উল্লেখ্য, দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে চীন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী হয়ে উঠেছে। তবুও দেশটি তার গার্হস্থ্য দুধের চাহিদার কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মেটাতে ইউরোপের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ যত ভূমিকম্প

আফগানিস্তান, জুন ২০২২ : গত বছরের জুনে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ৬.১ মাত্রায় শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে অন্তত ১ হাযার মানুষ প্রাণ হারান। পুরো বা আংশিক ধসে পড়ে সাড়ে চার হাযার বাড়ি।

নেপাল, এপ্রিল ২০১৫ : এই ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭.৮। এতে প্রায় ৯ হাযার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আহত হয় আরও ২১ হাযার। ধ্বংস হয় ৮০ শতাংশ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনা।

পাকিস্তান, সেপ্টেম্বর ২০১৩ : এ বছর পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে পরপর দু'টি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। একটির মাত্রা ছিল ৭.৭, অপরটির ৬.৮। এতে কমপক্ষে ৮২৫ জন প্রাণ হারান।

জাপান, মার্চ ২০১১ : জাপান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে দেশটিতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি অন্য অনেক দেশের চেয়ে বেশী। ২০১১ সালের মার্চে জাপানে ৯ মাত্রার শক্তিশালী এক ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পের পর আঘাত হানে সুনামি। ভূমিকম্প ও সুনামিতে প্রায় ১৯ হাযার মানুষ নিহত হন। আহত হন আরও ৬ হাযার। এই ভূমিকম্পের ফলে ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিপর্যয় ঘটে। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের পর এটি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঘটনা।

হাইতি, জানুয়ারী ২০১০ : ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র হাইতির রাজধানী পোর্ট-অব-প্রিন্সে ৭ মাত্রার শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে রীতিমতো বিধ্বস্ত হয় পোর্ট-অব-প্রিন্স। নিহত হয় ৩ লাখ ১৬ হাযারের মতো মানুষ। এ ভূমিকম্প পোর্ট-অব-প্রিন্স ও এর আশপাশের এলাকার ৮০ হাযার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল। বিশ্বে এখন পর্যন্ত যত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাস জানা যায়, হাইতিতে ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এই ভূমিকম্পকে সবচেয়ে ভয়াবহ একটি বলা হয়।

চীন, মে ২০০৮ : সিচুয়ান প্রদেশে আঘাত হানে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প। এতে প্রায় ৮৮ হাযার মানুষ প্রাণ হারান। গৃহহীন হয়ে পড়েন আরও প্রায় এক কোটি মানুষ। ভূমিকম্পের আঘাতে কয়েক লাখ ভবন ধসে পড়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূমিকম্পের সময় স্কুলে থাকা ১০ হাযার শিশুর মৃত্যু হয়েছিল।

কাশ্মীর, মে ২০০৫ : ভারত ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর উপত্যকা শক্তিশালী এক ভূমিকম্প কেঁপে ওঠে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৬। এই ভূমিকম্পে উপত্যকার ৭৫ হাযারের বেশী মানুষের প্রাণহানি হয়। গৃহহীন হয়েছিল ১০ লাখের অধিক মানুষ। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় উদ্ধার অভিযান চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল।

চিলি, মে ১৯৬০ : বিশ্বের যেসব ভূমিকম্পর ইতিহাস পাওয়া যায়, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্পটি হয়েছিল এ বছর, চিলিতে। রিখটার স্কেলে সেই ভূমিকম্পর মাত্রা ছিল ৯.৫। এতে ৩০ ফুট উচ্চতার একটি সুনামি হয়। ভূমিকম্প ও সুনামিতে প্রাণ হারান ২ হাযার মানুষ।

জাপান, সেপ্টেম্বর ১৯২৩ : সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন বিকেলে জাপানে আঘাত হানে ৭ ৯ মাত্রার শক্তিশালী এক ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্প টোকিও ও ইয়োকোহামার মা নগরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। এ ভূমিকম্পের পর একটি সুনামি হয়েছিল, যেটির উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট পর্যন্ত। সরকারী হিসাবে তাতে ১ লাখ ৪৩ হাযার মানুষের প্রাণহানি হয়। এতে ইয়োকাহামার ৯০ শতাংশ ভবন এবং টোকিওর পাঁচ ভাগের দু'ভাগ এলাকা ধ্বংস হয়েছিল।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী
ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী বই, ক্বওমী, আলিয়া মাদ্রাসার কিতাব ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ
বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।
ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সফল হোক

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্রযুক্তির তোলপাড় চ্যাট জিপিটি : বদলে দিবে বিশ্বকে

তথ্যপ্রযুক্তির জগতে সম্প্রতি তোলপাড় চলছে একটি নতুন কম্পিউটার অ্যাপ নিয়ে। হচ্ছে বিতর্ক, আসছে হুঁশিয়ারী বার্তা। সার্চ ইঞ্জিন গুগল, যেটি তথ্যের জগতে সেরা সফটওয়্যার সেটিও এখন হুমকির মুখে। সারা বিশ্বের সেরা সেরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামাচ্ছেন, কী ব্যবস্থা নেয়া হবে এই প্রযুক্তির ব্যাপারে। পেশাজীবীদের দুশ্চিন্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন অ্যাপটি। কারণ এটি কেড়ে নিতে পারে অনেক পেশাজীবীর মুখের গ্রাস।

নতুন এই কম্পিউটার অ্যাপের নাম 'চ্যাটজিপিটি'। এটি একটি চ্যাটবট। একটি রোবট। এতে ইন্টারনেটের টেক্সট ডাটাবেস ভরে দেয়া আছে। ইন্টারনেটের ওয়েব পেজ, ওয়েব টেক্সট, বই, উইকিপিডিয়া, আর্টিকেলসহ বিভিন্ন সোর্স থেকে বিপুল ডাটাসমৃদ্ধ এই 'চ্যাটজিপিটি'। আছে ৩০০ বিলিয়ন শব্দের অবিশ্বাস্য বিশাল ভাণ্ডার। পাশাপাশি এটি একটি বাক্যের পরবর্তী শব্দটি কী হওয়া উচিত সেটিও অনুমান করতে সক্ষম।

কী আছে চ্যাটজিপিটিতে?-এর থেকে সহজ প্রশ্ন: কী নেই এখানে? মানুষের মতো চ্যাট করার পাশাপাশি চ্যাটজিপিটি তৎক্ষণাৎ লিখে দিতে পারে গান-কবিতা, আঁকতে পারে ছবি, ইতিহাস নিয়ে লিখতে পারে দীর্ঘ রচনা। যদি একে কোন একটি বিষয়ের ওপর একটি নিবন্ধ লিখতে বলা হয়, সে লিখে দেয় এক মুহূর্তে।

চ্যাটজিপিটিকে যেকোন প্রশ্ন করলে লিখিত আকারে মানুষের মতো উত্তর দিতে পারে। কোন কিছুর ব্যাখ্যা চাইলে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে দেয়। কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখে দিতে বললে তা লিখে দেয়। কোন একটা বিষয়ের ওপর নিবন্ধ লিখতে বললেও মুহূর্তেই লিখে দেয় দক্ষতার সাথে। এককথায় সে সব বিষয়ে পারদর্শী। সর্বোপরি এটি সব ধরনের তথ্য এতটাই নিখুঁত এবং যৌক্তিকভাবে জানাতে পারে যে, বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না।

গত বছরের নভেম্বর মাসে যাত্রা শুরু করার পর ৩ মাস অতিক্রম করেছে। না হ'তেই এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটি পার হয়েছে। ইতিমধ্যে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এ্যাপটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ে এ পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছেন ১ লাখ কোটি টাকারও অধিক। এ্যাপটির ব্যাপারে তার বক্তব্য, 'চ্যাটজিপিটি ইন্টারনেট আবিষ্কারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এটি পুরো বিশ্বকে বদলে দেবে'।

এই সফটওয়্যারের উদ্ভাবক সংস্থা ওপেনএআই হ'ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করে এমন একটি গবেষণা সংস্থা, যা ২০১৫ সালে এলন মাস্ক এবং স্যাম অল্টম্যান শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে এলন মাস্ক এই কোম্পানি থেকে বেরিয়ে যান।

চ্যাটজিপিটি একেবারে যে নির্ভুলভাবে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে এমন নয়। সাম্প্রতিক কোন ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে এটি উত্তর দিতে পারবে না। তবে একদল কর্মী প্রতিনিয়ত এর ডাটাবেস সমৃদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন প্রশ্নের ভুল জবাব দিলে এর কর্মীবাহিনী প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি সিস্টেমে ইনপুট করে দেন। এভাবে 'চ্যাটজিপিটি'র জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমেই বাড়তে থাকে।

মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করছে স্মার্ট ডিভাইস

বর্তমানের ফাইভজি, ওয়াইফাই, বিভিন্ন স্মার্ট ডিভাইসের কারণে মৃত্যু হার বাড়ছে দ্রুত গতিতে। এমনকি ঘুমের সময় পাশে নিয়ে রাখা ডিভাইসটি মস্তিষ্কের প্রতিনিয়ত ক্ষতি করছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, দুশ্চিন্তা, কাজের চাপ আর ফোন নিয়ে অনেকের দিন কাটে। এমন অবস্থায় স্লিপ টেক্সটিং ঘটতে পারে। এতে মানুষের ঘুমের অনীহা বাড়ে। স্মার্ট ডিভাইজের ক্ষতিকর দিক নিয়ে অনেকদিন ধরেই সোচ্চার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত। তিনি বলেন, প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস করতে পারছে। কিন্তু এ পি জে আবুল কালামের একটা কথা আছে, প্রযুক্তি হ'ল দুই দিকে ধারালো অস্ত্র। বামে গেলেও কাটবে, ডানে গেলেও কাটবে। সঠিক ব্যবহার যেমন মঙ্গলজনক, তার অপব্যবহার কিন্তু অসম্ভব ক্ষতিকারক। ডিভাইসের ইলেকট্রলাইটিক রেডিয়েশন মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। ছোট্ট পর্দায় এই যে মনোযোগ দিচ্ছে তাতে ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে, মাথাব্যথা হচ্ছে, চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাচ্ছে।

তিনি মনে করেন, কোন অবস্থাতেই একটানা ৪০-৪৫ মিনিটের বেশী ডিভাইস ব্যবহার করা যাবে না। তার মতে, মোবাইলের অপব্যবহারে শিশুদের মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু শিশু নয়, সব বয়সি মানুষের টিউমার, স্মৃতি ও দৃষ্টিশক্তি লোপসহ নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক সময় মৃত্যুও হ'তে পারে।

যুক্তরাজ্যের চক্ষু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টি বৈকল্য সৃষ্টি হ'তে পারে। এতে করে মায়োপিয়া বা ক্ষীণ দৃষ্টির সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি আরেকটি সমস্যা হ'ল কানে কম শোনা। হেডফোন ব্যবহার করে উচ্চশব্দে গান শুনলে অন্তকর্ণের কোষগুলোর ওপর প্রভাব পড়ে এবং মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক আচরণ করে। একসময় বধির হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে আতর, সুর্মা, টুপি ও জায়নামায পাওয়া যায়।

১ম শাখা : মাদ্রাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে), রাণী বাজার, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫।

২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৩৭-১৫২০৩৬।

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার

মোবাইল : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ মনযিল : ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

জহিরুল ইসলাম সিটি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ঢাকার বাড্ডা থানাধীন আফতাব নগরের জহিরুল ইসলাম সিটিতে 'আহলেহাদীছ মনযিলে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকার বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছপন্থীদের একত্রিত থাকার জন্য 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরে আমাদের বহু দিনের স্বপ্ন পূরণ হ'ল। আমাদের সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে আজ এটা শুরু হ'ল। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এটার পূর্ণতা দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান। তিনি বলেন, প্রফেসর গালিব-এর কাছ থেকে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। তাঁর সাথে 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত। আমরা পৃথিবীতে সবাই ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। 'আহলেহাদীছ মনযিল' এরকমই এক মহৎ উদ্যোগ।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। এ সময়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাননীয় প্রধান অতিথিকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ।

উল্লেখ্য, বেলা ১১-টা ২০ মিনিটে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মাননীয় প্রধান অতিথি একসঙ্গে মহান আল্লাহ্র নামে ভিত্তি প্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেন। এ সময়ে উপস্থিত কর্মীদের তাকবীর ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

দানের প্রতিশ্রুতি : ১২ তলা বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ মনযিলে'র কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন। আমীরে জামা'আত এই মহৎ কাজে সকলকে দানের আহ্বান জানান। উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন ১ কোটি, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান ১ কোটি এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইয়াসীন মিয়াঁ ২ কোটি টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। একই সময়ে উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট থেকে আরো প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

জুম'আর খুৎবা : আহলেহাদীছ মনযিলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান শেষে আমীরে জামা'আত নিকটবর্তী আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছের পরিচয়' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময়ে মুছল্লীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে চার তলা মসজিদে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী রাস্তায় বসে বহু মুছল্লীকে খুৎবা শ্রবণ ও ছালাত আদায় করতে হয়। উল্লেখ্য, জুম'আয় উপস্থিত প্রায় তিন হাযার মুছল্লীর জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ ইয়াসীন মিয়া।

জানাযায় অংশগ্রহণ : জুম'আ শেষে আমীরে জামা'আত ঢাকার বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দুপুর ২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত নড়াইল-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য **মুফতী শহীদুল ইসলামের** (৬২) জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় ইমামতি করেন ফিলিস্তীনের মসজিদুল আক্বছার ইমাম ড. আলী ওমর আল-আব্বাস। জানাযাপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'আহলেহাদীছ মনযিলে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় আসি। আজ ভোরে ছেলের নিকট মুফতী শহীদুল ইসলামের মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। মুফতী শহীদুল ইসলামের ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ এবং দ্বীনী ও সামাজিক অঙ্গনে তার নিরলস খেদমত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এ সময়ে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান **সালমান এফ রহমান** বলেন, মুফতী শহীদুল ইসলামের বিদায়ে আমরা একদিকে যেমন ব্যথিত, তেমনি আমি আনন্দিতও বটে। কারণ আমি গত ২ মাস যাবত বেশিরভাগ সময়ই দেশের বাইরে ছিলাম, কয়েক দিন হলো ঢাকায় এসেছি। প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেব রাজশাহীতে থাকেন। তিনি আজ একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকায় আছেন। আমি জুম'আর আগে সে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলাম। একইভাবে মসজিদুল আক্বছার ইমাম তিনিও আজ দুই দিন হলো ঢাকা এসেছেন। অথচ আমরা একসঙ্গে মুফতী শহীদুল ইসলামের জানাযায় শরীক হ'তে পারলাম। এজন্য আমি খুশী। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন-আমীন! এ সময়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

যেলা সম্মেলন : ঢাকা ২০২৩

হক-এর পথে দৃঢ়চিত্ত থেকে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

জহিরুল ইসলাম সিটি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকার বাড্ডা থানাধীন আফতাব নগরের জহিরুল ইসলাম সিটিতে প্রস্তাবিত 'আহলেহাদীছ মনযিল' সংলগ্ন ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সূরা হা-মীম সাজদার ৩০ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, যারা এক আল্লাহর প্রতি জেনে-বুঝে ঈমান আনে এবং তাঁকে রব হিসাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে নেয় তাদেরকে আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ৪৩ বছরের সাংগঠনিক জীবনে হক-এর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে আমরা অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। কিন্তু কোন অপশক্তিই এই দাওয়াতকে স্তব্ধ করতে পারেনি। মহান আল্লাহ্র গায়েবী মদদে এই সংগঠন এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাতিল ও কুসংস্কারের

মূলোৎপাটনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। তাই যেখানেই কুসংস্কার সেখানেই চলবে সংস্কারের তরবারি। যেখানে বাতিল সেখানেই চলবে হকের দাওয়াত। আল্লাহর ইচ্ছা হলে বাংলার যমীনে দ্বীনে হক ক্বায়েম হবে নবী-রাসূলগণের তরীকায়, কোন বাতিল পথে নয়। তিনি বলেন, ইহূদী-খ্রিষ্টান কখনো মুসলমানের ভাল চায় না। তারা প্রচলিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' এই নীতিতে মুসলমানদের ধ্বংসের চক্রান্ত করছে। কেননা গণতন্ত্রে শুধু মাথা গণনা করা হয়, কিন্তু মাথার মধ্যে কী আছে তা দেখা হয় না। অতএব এইসব তন্ত্রমন্ত্র ছেড়ে সমাজ সংশোধনে আত্মনিয়োগ করুন। একদিন সমাজ বিপ্লবের পথ বেয়েই রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সংঘঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পূর্বে এলইডি পর্দায় আহলেহাদীছ মনযিলের খসড়া চিত্র প্রদর্শন করেন মনযিলের আর্কিটেক্ট মুহাম্মাদ জালাল কবীর। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইয়াসীন মিয়াঁ। উল্লেখ্য যে, এ সময় ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে আমীরে জামা'আত ও অন্যান্য অতিথিদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়।

আল-'আওন : সম্মেলনে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ৪৪ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৪৪ জন রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) তালিকাভুক্ত হন।

যেলা সম্মেলন ২০২৩ : নীলফামারী-পশ্চিম

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ফাইভ স্টার ময়দান, সৈয়দপুর, নীলফামারী, ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সৈয়দপুর উপযেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী ফাইভ স্টার ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না। পবিত্র কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলেন, সত্য আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, মানুষের মাথা থেকে নয়। সত্যের মানদণ্ড হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এ দু'য়ের অনুসরণ মানুষকে সত্যের পথ দেখায়। তাই সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করি।

তিনি বলেন, মানব জীবনের সফরসূচী শুরু হয় প্রথমে আল্লাহ্র নিকট থেকে মায়ের গর্ভে। এটা হ'ল প্রথম মনযিল। এখানে সাধারণতঃ ৯ মাস ১০ দিন থাকার পর ভূমিষ্ট হয়ে সে দুনিয়াতে আসে। এটা হ'ল দ্বিতীয় মনযিল বা 'দারুদ্দুনিয়া'। এখানে সে কমবেশী ৭০ বছর অবস্থান করে-যা চারটি স্তরে বিভক্ত : (ক) শৈশবের দুর্বলতা (১-১৬ বছর)। (খ) যৌবনের শক্তিমত্তা (১৬-৪০ বছর)। (গ) প্রৌঢ়ত্বের পূর্ণতা (৪০-৬০ বছর) এবং (ঘ) বার্ধক্যের দুর্বলতা (৬০-৭০ বছর)। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মৃত্যু ও কবরে গমন। এটা হ'ল তৃতীয় মনযিল বা 'দারুল বারযাখ'। এখান থেকে তার আখেরাতের সফর শুরু হয়। যা শেষ হবে ক্বিয়ামতের দিন। কবর তার জন্য জান্নাতের টুকরা হবে বা জাহান্নামের গর্ত হবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থান শেষে সেখানে মানুষের তিনটি সারি হবে। অগ্রগামী দল, ডাইনের সারি ও বামের সারি। প্রথম দু'টি দল জান্নাতী হবে ও বামের সারি জাহান্নামী হবে। এটি হ'ল চতুর্থ মনযিল বা 'দারুল ক্বারার'। যা হ'ল চূড়ান্ত ঠিকানা। অতএব এই চূড়ান্ত ঠিকানা যেন জান্নাত হয় সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

সৈয়দপুর বায়তুল আহাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি মির্যা ছালাহুদ্দীন বেগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডাঃ শওকত হাসান, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ছাবিত বিন আব্দুল হান্নান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

মাওয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার লৌহজং থানাধীন মাওয়া চৌরাস্তা মোড়ে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয় সংলগ্ন ময়দানে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

পশ্চিম ভাটপাড়া, চারঘাট, রাজশাহী ২ ও ৩রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২ ও ৩রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার যেলার চারঘাট উপযেলাধীন পশ্চিম ভাটপাড়াস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধিভুক্ত কোম্পানীগঞ্জ সালাফী মাদ্রাসা ময়দানে দু'দিন

ব্যাপী ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে ১ম দিন বাদ আছর অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন এবং ২য় দিন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা নয়াবাজারস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হাফেয শামসুর রহমান আযাদী, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ। সম্মেলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুহাম্মাদ ত্বহূরুল ইসলাম।

এলাকা সম্মেলন

নল্লাপাড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা ২৮শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলমাকান্দা উপযেলাধীন নল্লাপাড়া ঈদগাহ ময়দানে এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাসানোগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ময়মনসিংহের পরাণগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব হাফেয আবু নাঈম।

প্রশিক্ষণ

মাহিন্দ গালিমগাযী, কিশোরগঞ্জ ২৯শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাহিন্দ গালিমগাযী সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর এস. এম নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

মাসিক ইজতেমা

দৌলতপুর, গাযীপুর ১৮ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন দৌলতপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরবের রিয়াদ শাখা 'আন্দোলন'-এর যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-ফারূক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইমরান।

মণিপুর, গাযীপুর ২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম নু'মান।

দাওয়াহ সেন্টার ও পাঠাগার উদ্বোধন

ডাইয়ারকান্দা বাজার, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা ২৯শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার কলমাকান্দা উপযেলাধীন ডাইয়ারকান্দা বাজারে দারুল হুদা সালাফিইয়াহ দাওয়াহ সেন্টার ও সোনামণি পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নল্লাপাড়া আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান।

যুবসংঘ

উপযেলা সম্মেলন

নাচুনিয়া, তেরখাদা, খুলনা ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার তেরখাদা উপযেলাধীন নাচুনিয়া পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ ময়দানে উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তেরখাদা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলী আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা শু'আয়েব হোসাইন, ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আল-আমীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তাওহীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফিরোয আহমাদ।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

কাথোরা, গাযীপুর ১৮ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। উল্লেখ্য, মসজিদের নিচতলায় পুরুষ ও ২য় তলায় মহিলারা বসে আলোচনা শ্রবণ করেন।

সোনামণি

সোনামণি প্রশিক্ষণ

নাচুনিয়া, তেরখাদা, খুলনা ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেরখাদা উপযেলাধীন নাচুনিয়া পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ

ময়দানে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাচুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আবু হুরায়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তাওহীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইমরান।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিস কক্ষে দিনব্যাপী 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্রাসা, রাজশাহীর প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুকাদ্দাসুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান ও মুবারক আলী। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মতবিনিময় মূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপ্যাল সোহেল বিন আকবর প্রমুখ। প্রশিক্ষণে মোট ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মাদ্রাসা উদ্বোধন

তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন তাহেরপুর সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার, উপদেষ্টা ডা. মনছুর রহমান, এলাকার সভাপতি আবুল কালাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক শিক্ষক মুহাম্মাদ রেযওয়ান প্রমুখ।

আল-'আওন

বিভাগীয় প্রশিক্ষণ

বংশাল, ঢাকা-দক্ষিণ ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬-টা পর্যন্ত ঢাকা যেলার বংশালস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে 'আল-'আওন' ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা আল-'আওনে'র সাধারণ সম্পাদক মুকাররম হোসাইন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও ঢাকা যেলা আল-'আওনে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাহমূদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী যেলার মোট ১২ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

ছোট কামারকুণ্ড, ঝিনাইদহ ২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপযেলার বাইপাস মোড়ে আল-'আওন' খুলনা বিভাগের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন। প্রশিক্ষণে উদ্বোধণী ভাষণ পেশ করেন আল-'আওন ঝিনাইদহ যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। উক্ত প্রশিক্ষণে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও যশোর যেলার মোট ২১ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, লালবাগ, দিনাজপুর ২৪শে ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত দিনাজপুর শহরের লালবাগে অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে আল-'আওন' রংপুর বিভাগের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব-বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে দিনাজপুর, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও রংপুর যেলার ১৫ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

মারকায সংবাদ

রাজশাহী বিভাগে প্রথম

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ৬ জন 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৩ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ : মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (রংপুর), মুহাম্মাদ এহসানুলাহ (বগুড়া), মুহাম্মাদ মা'ছূম রেযা (দিনাজপুর), খাদীজা খাতুন (রাজশাহী), মারূফা খাতুন (রাজশাহী), ফিরোযা পারভীন জুথী (নাটোর)। **সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভকারী :** আজমাঈন আদীব (রংপুর), তাসলীম আহমাদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জাফরীন আফরোয (নাটোর)।

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (রংপুর) সাধারণ গ্রুপে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেছে এবং মুহাম্মাদ এহসানুল্লাহ (বগুড়া) বিজ্ঞান গ্রুপে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : সর্দিজনিত রোগ থেকে বাঁচার জন্য ফেন্সিডিল বা কোন মাদক গ্রহণ করা যাবে?

-আমজাদ, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

উত্তর : যাবে না। কারণ ফেন্সিডিল বা অনুরূপ কোন মাদক নেশাদার দ্রব্য, যা স্পষ্ট হারাম। এর দ্বারা চিকিৎসা নেয়া জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে আরোগ্য রাখেননি, যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন' *(বুখারী হা/১৮, ৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৩৯১; ছহীহাহ হা/১৬৩৩)*। তারেক ইবনু সুয়াইদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে মাদকদ্রব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তারেক বললেন, আমরা ঔষধ হিসাবে এটা ব্যবহার করব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা কোন ঔষধ নয়, বরং এটা নিজেই একটা রোগ *(মুসলিম হা/১৯৮৪; আবুদাউদ হা/৩৮৭৩; তিরমিযী হা/২০৪৬, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করো না' *(ছহীহুল জামে' হা/১৭৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩৩)*। অতএব ফেন্সিডিলসহ যেকোন হারাম বস্তুকে চিকিৎসার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২/২০২) : কাপড়ে বা দেহের কোন অংশে সাদা স্রাব লেগে গেলে তা সহ ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-উনাইসা, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, সাদাস্রাব অপবিত্র নয়। তবে এটি বের হ'লে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ছালাতের জন্য পুনরায় ওযূ করতে হবে। আর মযীর মতই সাদাস্রাব কাপড়ে বা শরীরে লেগে থাকলে ধুয়ে নেওয়া আবশ্যক নয়। বরং সে পোষাক পরেই ছালাত আদায় করা যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২২১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/২৮৪-৮৬)*। অবশ্য ইবনু তায়মিয়া ও উছায়মীন বলেন, সাদাস্রাব বের হ'লে ওযূ নষ্ট হবে না। কারণ এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ১/২৩৬; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত পৃ. ২৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৫০৩)*। তবে জমহূর বিদ্বানের অভিমতই অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : মাইয়েতের জন্য কতদিন পর্যন্ত জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে?

-নূরুল ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : কেউ মারা গেলে এবং তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে তার কবরকে সামনে রেখে একাকী বা জামা'আতের সাথে মাইয়েতের জন্য যে কোন দিন জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ একাধিক কবরের উপর জানাযার ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/১৩২১; নাসাঈ হা/২০২২; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/৩৬৬)*। এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে সকল কবরের উপর জানাযার ছালাত আদায় করেছেন সেগুলোর কোনটি ছিল একদিন পরে, কোনটি তিনদিন পরে আবার কোনটি সাত বছর পরে। এজন্য বিদ্বানগণ মতপার্থক্য করেছেন। বিশুদ্ধ কথা হ'ল, নিজের জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যে কোন সময় জানাযা পড়া যেতে পারে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ১৬/৩৪-৩৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৩৪৬)*।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : কবীরা ও ছগীরা গোনাহের মধ্যে পার্থক্য কি? কিছু কবীরা ও ছগীরা গোনাহের উদাহরণ জানতে চাই।

-ফেরদাউস, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : কবীরা গুনাহ হ'ল যে সকল গুনাহের ব্যাপারে অভিসম্পাত করা হয়েছে এবং পরকালীন শাস্তি কিংবা দুনিয়ায় হদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর জেনে-শুনে বার বার ছগীরা গুনাহে লিপ্ত হ'লে তাও কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমন ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ كَبِيْرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلاَ صَغِيْرَةَ مِنْ إِصْرَارٍ، 'ইস্তেগফার করলে কাবীরা গোনাহ থাকে না। আর বারবার করলে তা আর ছগীরা গোনাহ থাকে না' *(নববী, শরহ মুসলিম ২/৮৭)*। কবীরা গোনাহ অর্থ মহাপাপ বা বড় পাপ। যার শীর্ষে রয়েছে- (১) আল্লাহ্র সাথে শিরক করা (২) এরপরে ঐসব গোনাহ, যার শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। যেমন হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, জুয়া, লটারী, মদ্যপান, মিথ্যা সাক্ষ্য দান ইত্যাদি (৩) যেসব পাপের জন্য আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন। যেমন ঘুষ খাওয়া ও দেওয়া, হিল্লা বিয়ে করা ইত্যাদি (৪) ছগীরা গোনাহ বারবার করা। যেমন কথায় কথায় আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া, দাড়ি মুণ্ডন করা ইত্যাদি। কুরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহের সংখ্যা ৭ থেকে ৭০০-এর কাছাকাছি। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা ব্যতীত যা মাফ হয় না। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি কবীরা গোনাহ উল্লেখ করা হ'ল :

(১) শিরক করা (২) কবরে বা মাযারে সিজদা করা (৩) বিদ'আত করা (৪) গণক ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা (৫) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ ও মানত করা (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (৭) তাক্বদীরকে অবিশ্বাস করা (৮) অলসতাবশতঃ ছালাত ও যাকাত পরিত্যাগ করা (৯) অকারণে রামাযানে ছিয়াম পালন না করা (১০) সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ না করা (১১) যুলুম করা (১২) হত্যা করা (১৩) আত্মহত্যা করা (১৪) চুরি করা (১৫) ডাকাতি করা (১৬) জাদু করা (১৭) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (১৮) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া (১৯) ওযনে কম দেওয়া (২০) হারাম খাওয়া (২১) খিয়ানত করা (২২) হালালা করা (২৩) বেপর্দা

চলা (২৪) যেনা করা (২৫) যেনার অপবাদ দেয়া (২৬) সমকামিতা করা (২৭) স্ত্রীর পশ্চাতদেশে সঙ্গম করা (২৮) মাসিক অবস্থায় সহবাস করা (২৯) মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা ও পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ করা (৩০) পুরুষের রেশমী কাপড় ও স্বর্ণালংকার পরা (৩১) মদ্য পান করা (৩২) জুয়া খেলা (৩৩) সূদ গ্রহণ, প্রদান এবং তা লেখা ও তার জন্য সাক্ষী হওয়া (৩৪) ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান করা (৩৫) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া (৩৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৩৭) অহংকার করা (৩৮) পুরুষের কাপড় পায়ের গিটের নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা (৩৯) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (৪০) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৪১) রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা (৪২) গীবত করা (৪৩) তোহমত বা অপবাদ দেওয়া (৪৪) অভিশাপ দেয়া (৪৫) দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীন শিক্ষা করা (৪৬) দুনিয়ার লোভে দ্বীন বিক্রি করা (৪৭) বিপদাপদে বা কারো মৃত্যুতে মাথায় ও বুকে আঘাত করা ও চিৎকার করে কান্নাকাটি করা (৪৮) পেশাব থেকে পরিচ্ছন্ন না থাকা *(ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী প্রণীত আল-কাবায়ের গ্রন্থ অবলম্বনে)*।

অন্যদিকে ছগীরা গুনাহ হ'ল- যে সকল গুনাহের ব্যাপারে অভিসম্পাত করা হয়নি এবং পরকালীন শাস্তি কিংবা দুনিয়ায় হদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বরং সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে বা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অপসন্দ করেছেন। যেমন অন্যায়ভাবে রাগ করা, হিংসা করা, গালি দেওয়া, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা, গীবত শ্রবণ করা, মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করা, ঝগড়া করা, কারো প্রস্তাবের সময় বা ক্রয়ের সময় নিজের জন্য প্রস্তাব দেওয়া, বিনা কারণে কুকুর পোষা, মুছল্লীদের অপসন্দে ইমামতি করা, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা ইত্যাদি *(নববী, শরহ মুসলিম ২/৮৫ ; ফাৎহুল বারী ১/১৮৪; আবু ফায়ছাল বাদরানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ওয়াল আদাওয়া ফিল ইসলাম পৃ. ২৩)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : ঘুমের ভিতরে স্বপ্নদোষ ছাড়াই ধাতু ক্ষয় হয়, বীর্যের মতো আঠালো তরল পদার্থ বের হয়। আমি নিয়মিত ছালাত আদায় করি। কিন্তু এই শীতের ভিতরে রাতে গোসল করে ছালাত পড়াটা অনেক কষ্টের, শরীরের অবস্থাও খারাপ। দেখা যায় সপ্তাহে ৩-৪ দিন এই সমস্যা হচ্ছে। আমি গোসল না করে শুধু নাপাক জায়গা পরিষ্কার করে ফজর ছালাত আদায় করতে পারব কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গাযীপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে স্বপ্নের কথা স্মরণ থাক বা না থাক, ঘুম থেকে উঠে কাপড় ভেজা দেখলে গোসল ফরয হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না, অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভিজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নেই *(আবূদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১, সনদ ছহীহ)*। উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উম্মু সুলায়ম (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হ'লে কি গোসল করতে হবে? নবী (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে *(বুখারী হা/১৩০; মিশকাত হা/৪৩৩)*। এক্ষণে সেটা যদি চিকিৎসকের মতানুসারে কোন রোগের কারণে বের হয়, তাহ'লে ওযূ নষ্ট হবে, তবে গোসল ফরয হবে না। সেক্ষেত্রে অপবিত্র স্থান ধুয়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/১২৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৬৯)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : কোন অমুসলিম বা মুসলিম চাকুরিজীবী বা ব্যবসায়ী যাদের উপার্জনে হালাল-হারাম উভয়ই আছে তাদের নিকট থেকে কর্যে হাসানাহ নেওয়া বা তাদের সাথে শরীকানা ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-পাভেল, আখাউড়া, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : অমুসলিম বা মিশ্রিত উপার্জনকারী থেকে করযে হাসানাহ নেওয়া যাবে। কারণ হারাম উপার্জনের জন্য উপার্জন কারী ব্যক্তি দায়ী হবে, গ্রহণকারী নয়। রাসূল (ছাঃ) তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এক ইহুদীর কাছে বর্ম বন্ধক রেখে ত্রিশ কেজি যবের আটা করয বা ধার নিয়েছিলেন। অথচ তারা সূদের সাথে কঠিনভাবে জড়িত ছিল *(বুখারী হা/২৯১৬; মিশকাত হা/২৮৮৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/২২৭-২৮; উছায়মীন, আল-ক্বওলুল মুফীদ 'আলা কিতাবুত তাওহীদ ৩/১১২)*। তবে যদি বিশেষ কোন সম্পদ বা বস্তু হারাম হয় তাহ'লে জেনেশুনে সেগুলো গ্রহণ করা যাবে না। যেমন কোন চুরিকৃত বস্তু।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : আমার স্বামী আমার শশুরের পালক পুত্র। যদি সে তার মূল পিতার বদলে পালক পিতার নামে আমাকে বিবাহ করে, তাহ'লে উক্ত বিবাহ সঠিক হবে কি?

-ছাফা, ঢাকা।

উত্তর : স্বামী নিজ পিতার পরিচয় না দেওয়ার কারণে কবীরা গুনাহগার হবে *(বুখারী হা/৪৩২৬; মিশকাত হা/৩৩১৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৩৯২)*। এজন্য তাকে তওবা করা আবশ্যক। তবে এ কারণে বিবাহ বাতিল হবে না। কারণ পুরুষের বিবাহের জন্য পিতা থাকা বা অভিভাবক থাকা শর্ত নয় *(ইবনু মুফলেহ, আল-আদাবুশ শারইয়াহ ১/৪৭৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/১৮৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/২৪; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৯৩)*। এক্ষণে উক্ত বিবাহে দু'জন সাক্ষী এবং মেয়ের অভিভাবকের উপস্থিতিতে ঈজাব ও কবুল হয়ে থাকলে বিবাহ সঠিক হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলামে পালক সন্তান বলে কিছু নেই। কেউ কারো সন্তান পালন করে থাকলে ছওয়াব পাবে, কিন্তু পিতৃত্বের পরিচয় গ্রহণ করতে পারে না এবং সেই সন্তান মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্পদেরও অধিকারী হবে না।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : আমি দাড়ি রাখার নিয়ত করার পর দেখি একপাশে ঘন হয়ে উঠেছে কিন্তু অন্য পাশে খুবই সামান্য।

অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছে কয়েকবার ক্লিন সেভ করলে ঠিক হয়ে যাবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-যাকারিয়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : দাড়ি রাখার জন্য দাড়ি ঘন বা পাতলা হওয়া শর্ত নয়। বরং দাড়ি রাখা আবশ্যক। একদিক পাতলা বা ঘন হওয়া সাময়িক ব্যাপার, যা বয়সের সাথে ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং দাড়ি সেভ বা মুণ্ডন করা যাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৩৬৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৭/২; মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১২৫; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৮২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : জানাযার দো'আর মধ্যে সন্তানগণ 'রাব্বিরহামহুমা কামা...' দো'আটি পাঠ করতে পারবে কি? বিশেষত ইমামতির সময় এরূপ করা যাবে কি?

-ক্বামারুযযামান, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : জানাযার ছালাতে তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়েতের জন্য খাছ দো'আ পাঠের সময় পিতা-মাতার জন্য উক্ত দো'আ পাঠ করা যায় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৬৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৪৭; আশ-শারহুল মুমতে' ৫/১৬৩)*।

প্রশ্ন (১০/২১০) : আমার স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম। মান-সম্মানের ভয়ে এভাবেই ১২ বছর একসাথে আছি। বর্তমানে ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তিনি পাওনাদারদের আমাকে ও আমার পিতৃ পরিবারকে দেখিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় আমি তালাক চাইলে তিনি তালাকও দিচ্ছেন না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-কাব্য, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর: স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম হ'লে স্ত্রী উক্ত স্বামীর সাথে সংসার করতে বাধ্য নয়। বরং সে স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে বা খোলা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হ'ল পরস্পরের দৈহিক চাহিদা পূরণ করা। আর এর সক্ষমতা না থাকা স্বামীর একটি বড় ত্রুটি। যে কারণে স্ত্রী খোলা করে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে *(ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৬/১৯৩; মুগনী ৭/৩২৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/২০৭)*। স্মর্তব্য যে, শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবূদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮)*। অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে মুনাফিক বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২)*। অতএব এমতাবস্থায় নারী চাইলে ধৈর্য সহকারে স্বামীর সংসারে থাকতে পারে অথবা খোলা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (১১/২১১) : পাখির পায়খানা নাপাক কি? এটা কাপড়ে লাগা অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মীযানুর রহমান, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : যে সকল পাখির গোশত খাওয়া হালাল সে সকল পাখির পায়খানা কাপড়ে লেগে থাকলে সে পোষাকে ছালাত আদায় করা যাবে। তবে সম্ভবপর তা মুছে ফেলবে কিংবা ধুয়ে ফেলবে। আর যে সকল পাখির গোশত হারাম সে সকল পাখি বা প্রাণীর পেশাব বা পায়খানাও নাপাক। এ সকল প্রাণীর পায়খানা কাপড়ে লেগে থাকলে ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং আবশ্যিকভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২১/৫৪২-৫৮৬; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪৯২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৪১৪)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : মসজিদের সামনে জনসাধারণের বসার স্থান তৈরী করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তর : যাবে। তবে যেন মসজিদে তাদের কোন শব্দ না আসে এবং ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) মসজিদে নববীর অনতিদূরে একটি বড় চত্বর বানিয়েছিলেন, এর নাম রাখা হয়েছিল 'বুত্বায়হা'। তিনি লোকেদের বলে রেখেছিলেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উঁচু স্বরে (দুনিয়াবী) কথা বলতে চায়, সে যেন সেই চত্বরে চলে যায়' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৯৩; মিশকাত হা/৭৪৫; আলবানী, ইছলাহুল মাসাজিদ পৃ. ১১২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১০/৪০-৪১)*।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে নিয়মিত আযান ও ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান বা ইক্বামত দেওয়া যাবে না এবং এক ওয়াক্ত ছালাতও আদায় করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নির্ধারণ করেছেন *(নিসা ৪/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে তখন একজন আযান দিবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। সুতরাং জেনেশুনে সময়ের পূর্বে আযান দিলে গুনাহগার হ'তে হবে এবং সময়ের পূর্বে ছালাত আদায় করলে পুনরায় উক্ত ছালাত আদায় করতে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৮৯; ইবনু কুদামা, মুগনী ১/২৯৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৪১)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : ইহরামের কাপড় নাপাক হয়ে গেলে করণীয় কি?

-হারূনুর রশীদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইহরামের কাপড় কোনভাবে নাপাক হয়ে গেলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারে। আবার পরিবর্তনও করতে পারে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৫৭; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৭/২৬৬)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : বর্তমান হারামাইন কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী ইহরামের কাপড় ছাড়া তথা ওমরাহকারী ছাড়া অন্য কেউ মাতাফে নেমে তওয়াফ করতে পারবে না। তাদেরকে কেবল উপরের তলাগুলো দিয়ে তওয়াফ করতে হবে। সেকারণে অনেক ওমরাহকারী ওমরাহ শেষ হওয়ার পরও কৌশল করে ইহরামের কাপড় পরে নীচে তওয়াফ করছেন। এরূপ করা সঠিক হবে কি?

-ক্বাযী হারূনুর রশীদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ করা প্রতারণার শামিল, যা শরী'আতে বৈধ নয়। কর্তৃপক্ষ প্রকৃত ওমরাহকারীদের তাওয়াফে সুবিধার

জন্য এমন নিয়ম করেছে, যা লংঘন করা সঠিক নয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : নিম্ন ঠোটের নীচে যে দাড়ির মত লোম গজায়, সেগুলো কাচি দ্বারা ছোট করা অথবা চেছে ফেলা যাবে কি?

-সাঈদ খান, পটুয়াখালী।

উত্তর : বিশুদ্ধ মতে কাট-ছাঁট করা যাবে না। কেননা বৃদ্ধাবস্থাতেও রাসূল (ছাঃ)-এর ঠোটের নিম্নভাগে উক্ত লোম ছিল। যার কিছু অংশ সাদা ছিল *(বুখারী হা/৩৫৪৫-৪৬)*। জনৈক ব্যক্তি নিম্ন ঠোটের নীচের চুল কাটা অবস্থায় ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট সাক্ষ্য দিতে আসলে তিনি তার প্রতি রেগে যান এবং তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন *(জাছছাছ, আহকামুল কুরআন ১/৬৯২; ইমাম গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/১৪৪)*। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, এটা বিদ'আত *(ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/১৪৪)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, নিম্ন ঠোটের চুল মুণ্ডন করা জায়েয নয়। কারণ এগুলো দাড়ির অংশ *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/৪৪)*। তবে শায়খ উছায়মীন, ছালেহ ফাওযানসহ ভাষাবিদরা মনে করেন, নিম্ন ঠোটের চুল দাড়ির অংশ নয়। কিন্তু তারাও সেগুলো না কাটাকেই উত্তম বলেছেন *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ১/১৩৪; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৯/১৭; লিসানুল আরব ৫/২৪১)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : আল্লাহ তা'আলা যে আমাদের রিযিক লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সেটা কি আমাদের চেষ্টা বা কৃতকর্মের উপরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের রিযিক লিখে রেখেছেন। প্রতিটি মানুষের রিযিক নির্দিষ্ট। সেগুলো সে পাবেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের রিযিক আসতে বিলম্ব হচ্ছে এমন মনে করো না। কারণ কোন বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তার শেষ রিযিকটুকু তার নিকট পৌঁছে *(ছহীহাহ হা/২৬০৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৩২৩)*। তিনি আরো বলেন, যদি কোন লোক তার রিযিক থেকে পলায়ন করে যেমন মৃত্যু থেকে পলায়ন করে থাকে, তাহ'লে রিযিক তাকে অবশ্যই ধরবে, যেভাবে মৃত্যু তাকে অবশ্যই ধরবে *(ছহীহাহ হা/৯৫২; ছহীহুল জামে' হা/৫২৪০)*।

তবে সেগুলো পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর নির্দিষ্ট রিযিক পাওয়ার জন্য কিছু আমল আছে। যেমন- (১) রিযিক অন্বেষণের জন্য চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তার দিকে দিকে বিচরণ কর এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান' *(মুলক ৬৭/১৫)*। (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা *(বুখারী হা/৫৯৮৫; মিশকাত হা/৪৯১৮)*। (৩) সর্বক্ষেত্রে আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। আল্লাহ বলেন, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন *(তালাক ৬৫/০২)*। (৪) আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করা *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; মিশকাত হা/৫২৯৯)*। (৫) ধৈর্য ধারণ করা *(তিরমিযী হা/২৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ্র ক্বদর (তাক্বদীর) অনুযায়ী রয়েছে, এমনকি নির্বুদ্ধিতা ও বিচক্ষণতাও *(মুসলিম হা/২৬৫৫; মিশকাত হা/৮০)*। সর্বোপরি তাক্বদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তাক্বদীরের বিষয় আসবে তখন তোমরা থেমে যাবে' *(ছহীহাহ হা/৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৫)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : কেউ ওমরাহ পালন শেষে বাড়িতে আসলে ৪০ দিন বাড়ি থেকে বের হ'তে পারবে না একথা সঠিক কি? হজ্জ বা ওমরাহ থেকে বাড়ি ফিরে বিশেষ কিছু করণীয় আছে কি?

-মিনহাজ পারভেজ, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথা ভিত্তিহীন। আর হজ্জ বা ওমরাহ থেকে ফেরার পর বিশেষ কিছু পালনীয়ও নেই। তবে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ বা ওমরা থেকে ফেরার সময় কিছু কাজ করতেন। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা ওমরাহ হ'তে ফিরে আসতেন, তখন প্রতিটি উঁচু স্থানে তিনি তিনবার করে তাকবীর দিতেন। আর বলতেন, *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আ-য়িবূনা, তা-য়িবূনা আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা- হা-মিদূনা। ছাদাকল্লা-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহূ* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসাবে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুদের সমন্বিত শক্তিকে একাই পরাজিত করেছেন *(বুখারী হা/৬৩৬৫; মুসলিম হা/২৪২৫)*। এছাড়া হজ্জ বা ওমরা ফেরত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানো যেতে পারে *(বুখারী হা/১৭৯৮, ৩০৮২; মুসলিম হা/২৪২৮)*। হজ্জ বা ওমরা সম্পন্নকারী ব্যক্তি বাড়িতে ফিরে আত্মীয়-স্বজন বা লোকদের খাওয়াতেও পারে *(বুখারী হা/৩০৮৯; মিশকাত হা/৩৯০৫)*।

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : বিবাহ ঠিক হওয়ার পর বিবাহ পড়ানোর কিছুদিন দেরী আছে। এক্ষণে পাত্রীর সাথে পাত্র প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে কি?

-শামীম রেযা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিবাহের আক্বদ তথা ঈজাব-কবুল সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সে স্ত্রী নয়। আর যে স্ত্রী নয় সে অন্যান্য গায়রে মাহরাম নারীর মতই। অতএব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রস্তাবিত নারীর সাথে সাধারণ কথাবার্তা বা আলাপচারিতা করা যাবে না। বরং তার অভিভাবকের সাথে সার্বিক যোগাযোগ করবে *(আহযাব ৩৩/৩২; ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাকা ৩৩/৫১)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : হজ্জ করার নিয়তে টাকা জমা ছিল। কিন্তু

পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হওয়ায় চিকিৎসা বাবদ সেই টাকাগুলো ব্যয় হয়ে গেছে। নিয়ত করার পর ব্যয় করা ঠিক হয়েছে কি? এক্ষণে ঐ ব্যক্তি করণীয় কি?

-মাহফূযুল হক,
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : হজ্জের নিয়তে জমাকৃত অর্থ বিশেষ প্রয়োজনে অন্য কাজে খরচ করতে পারে। তবে সক্ষমতা আসলে যত দ্রুত সম্ভব ফরয হজ্জ আদায় করার চেষ্টা করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৮/১২৭-২৮)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : মৃত ব্যক্তির বৈধ অছিয়ত অযৌক্তিক মনে করে তার ওয়ারিছরা তা পূরণ না করলে তাদের গুনাহ হবে কি?

-ফয়ছাল করীম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : অছিয়তের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা বাস্তবায়ন করা ওয়ারিছদের জন্য অত্যাবশ্যক। যেমন তার মৃত ছেলে বা মেয়ের সন্তানদের জন্য সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করা *(বাক্বারাহ ২/১৮১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৩৭৮)*। এই ধরণের বৈধ অছিয়ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক, যা না করলে গোনাহগার হ'তে হবে। আর কিছু অছিয়ত পূরণ করা মুস্তাহাব। যা অমান্য করায় গোনাহ নেই। যেমন কাউকে জানাযার ছালাতে ইমামতি করতে বলা, বিশেষ কোন স্থানে কবর দেওয়া, অন্য দেশে লাশ পাঠানো ইত্যাদি *(আবূদাঊদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৩/৪২৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২২) : আমার নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ আছে কিন্তু যাকাত দেওয়ার নগদ অর্থ নেই। একারণে আমি যদি আমার সন্তানদেরকে তা থেকে দান করি তাহ'লে কি যাকাত দিতে হবে? উল্লেখ্য, আমার সন্তানদের বয়স দুই বছরের মধ্যে।

-শাহরিমা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : যাকাত না দেওয়ার নিয়তে এমন ছলচাতুরি করা যাবে না। তবে সাধারণভাবে সন্তানকে নিজের স্বর্ণালকার থেকে দান করা যায়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের স্বর্ণ যদি আলাদাভাবে নিছাব পরিমাণ না হয়, তাহ'লে যাকাত দিতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে' *(মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩, 'যাকাত' অধ্যায়)*। এখানে মালিক বলতে ব্যক্তি মালিকানাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব ব্যক্তি মালিকানায় নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলেই কেবল যাকাত ফরয, অন্যথায় নয় *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৬৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ২৩/২৩২)*। উল্লেখ্য যে, পরিবারের একাধিক ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করলেও যদি তাতে পৃথক পৃথক মালিকানা না থাকে; বরং পরিবারের কোন এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকে, তাহ'লে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত আদায় করতে হবে' *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৬৩)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : ছালাত শেষ করার পর যদি বুঝা যায় বা সন্দেহ হয় যে কাপড়ে নাপাকী লেগে আছে, উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : এমতবস্থায় ছালাত পুনরায় পড়তে হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/১৮৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/৩০২; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৮)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) অজ্ঞাতসারে নাপাক জুতা পায়ে পরে ছালাত আদায় করছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) ছালাতের মধ্যে তাকে অবহিত করলে জুতা খুলে ফেলেন, কিন্তু ছালাত পুনরায় পড়েননি *(আবূদাঊদ হা/৬৫০; মিশকাত হা/৭৬৬)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : বিবাহযোগ্য ছেলে পাত্রীকে দেখে আসার পর মেয়েকে পসন্দ করেছে। কিন্তু পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন বিবাহ দিতে রাযী নয়। এক্ষণে উক্ত ছেলের করণীয় কি?

-রোকনুয্যামান, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পিতা-মাতার জন্য আবশ্যক হ'ল সন্তানের বয়স হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ দেওয়া। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। আর সন্তানের কর্তব্য হ'ল পিতা-মাতাকে রাযী করে বিবাহ করা *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২০/১৮৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২/২৪)*। এক্ষণে ছেলের করণীয় হবে পিতা-মাতার সঙ্গে সমন্বয় করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করা। তবে পিতা-মাতা দ্বীন বিরোধী সিদ্ধান্ত নিলে তা মান্য করা আবশ্যক নয়।

প্রশ্ন (২৫/২২৫) : আমি একজন শিক্ষক। ছাত্রদের পড়াশোনার মান বৃদ্ধির জন্য আমি মাঝে মধ্যে তাদের পরীক্ষা নেই। অতঃপর তাদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে পুরস্কার ক্রয় করি এবং প্রথম ১০ জনকে পুরস্কৃত করি। এটা কি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?

-আব্দুল আহাদ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : এটা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এতে টাকার হার-জিত উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হ'ল বৈধ আয়োজনের জন্য বৈধ প্রয়োজনের খরচ মেটানো। অতএব এতে কোন দোষ নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ৪৯৬-৯৭ পৃ.; ইবনু ক্বাইয়িম, আল-ফুরুসিয়া ৩১৮ পৃ.; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ২৬/৫৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/১৬৬-৬৮,১৭৯)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : প্রশিক্ষণ শিবির চলাকালীন সময়ে আমরা মসজিদের ময়দানে জুম'আর ছালাত আদায় করি। এটা জায়েয হবে কি?

-মুনীরুয্যামান মুনীর, ঢাকা।

উত্তর : প্রশিক্ষণ শিবির যদি সফর অবস্থায় হয় তবে সেখানে সাময়িক জুম'আ কায়েম করা যাবে না। বরং যোহর আদায় করবে কিংবা আশ-পাশের কোন মসজিদে গিয়ে জুম'আ আদায় করবে। আর যদি মুক্বীম অবস্থায় হয় তাহ'লে অবশ্যই মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করবে। তবে যদি মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হয়, তাহ'লে মসজিদের বাইরে জুম'আর ছালাত কায়েম করা যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৪৮-৪৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৭২-৭৩)*।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : সফর অবস্থায় ফরয গোসল করা প্রায়

অসম্ভব হ'লে ফজরের ছালাত তায়াম্মুম করে আদায় করা যাবে কি?

-সালমা আখতার, ঢাকা।

উত্তর : যাবে। প্রবল শীতের কারণে শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে *(আবুদাঊদ হা/৩৩৭; মিশকাত হা/৫৩১; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৬২-৬৩)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম, আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪; ইরওয়া হা/১৫৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : বর্তমানে দাউদ (আঃ)-এর অনুসারী ও যাবূর কিতাবটি আছে কী?

-ছাদিক আহসান, রাজশাহী।

উত্তর : যাবূর অন্যতম একটি আসমানী কিতাব, যা দাঊদ (আঃ)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছিল *(নিসা ৪/১৬৩)*। বর্তমানে সেই কিতাবটি অক্ষত নেই। বর্তমানে মাযামীর নামে একটি কিতাব পাওয়া যায় যেটিকে কেউ কেউ যাবূর মনে করে, যা সঠিক নয়। আর যাবূরে ১৫০টি সূরা থাকলেও তাতে কোন বিধি-বিধান ছিল না। বরং তাতে হিকমতপূর্ণ বাণী ও উপদেশ ছিল। আর বিধানের ক্ষেত্রে দাউদ (আঃ)-এর অনুসারীরা তাওরাতের অনুসারী ছিল। এজন্য নির্দিষ্টভাবে তাঁর অনুসারী জীবিত নেই। আর তিনি বনূ ইসরাঈলদের নবী ছিলেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ২/৪৬৯; তাফসীরে কুরতুবী ৬/১৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : আমার ভাই আমার নিকটে ঋণ চাইলে আমার হাতে কোন টাকা না থাকায় তার অনুরোধে আমার নামে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তাকে দেই। তিনি নিয়মিত উক্ত ঋণ পরিশোধ করেন। এতে আমি গোনাহগার হব কি?

-আলাউদ্দীন, মুম্বাই, ভারত।

উত্তর : অন্যায় কাজে সহযোগিতার জন্য গোনাহগার হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর আর গুনাহ ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাক *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : উটের গোশত খেলে ওযূ করা আবশ্যক কি? এই বিধানের যৌক্তিকতা জানতে চাই।

-আশীক আহমাদ, কুষ্টিয়া।

উত্তর : উটের গোশত খেয়ে ওযূ করা আবশ্যক *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৫)*। শরী'আতের প্রতিটি বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য করা মুমিনের দায়িত্ব। হিকমত বা কারণ যাই হৌক তা শরী'আতের বিধান। তবে বিদ্বানগণ কিছু হাদীছের আলোকে এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, (১) উটের স্বভাব-চরিত্র জিনদের মত। আর ওযূর মাধ্যমে সে স্বভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৫৩১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/১০-১২)*। (২) উট কখনও হিংস্র প্রাণীর মত কঠোর, হিংস্র ও উদ্ধত হয়ে যায়। আর তার গোশত খাওয়ার কারণে ব্যক্তির মধ্যে উক্ত স্বভাব ছড়াতে পারে। এই প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ওযূর মাধ্যমে। এজন্য শরী'আতে উটের গোশত খেয়ে ওযূ করতে বলা হয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/১০-১২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২৩৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, উদ্ধত ও দাম্ভিক ভাব রয়েছে উট মালিকদের মধ্যে, আর নম্রতা ও গাম্ভীর্য রয়েছে বকরী মালিকদের মধ্যে *(বুখারী হা/৪৩৮৮; মুসলিম হা/৫২; মিশকাত হা/৬২৫৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'দেখ কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য ঐ সব বেদুঈনদের মধ্যে, যারা তাদের উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হয় *(বুখারী হা/৩৩০২; মুসলিম হা/৫৩০৩)*। রাসূল (ছাঃ) উটের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, তোমরা উটের আস্তাবলে ছালাত পড় না, কারণ উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট *(আবুদাউদ হা/১৮৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৫১)*। তাছাড়াও উটের চর্বি অনেক গাঢ় হয়, যার প্রভাব ওযূর মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : অফিসে কর্মকালে কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নফল ছালাত বা ইবাদত করা যাবে কি?

-শহীদুল্লাহ, বড় কাটরা, ঢাকা।

উত্তর : অফিসের কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নফল ছালাত আদায় করা যাবে না। বরং নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) অন্যের উপকারে নিয়োজিত থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, 'মসজিদে নববীতে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পসন্দনীয় *(ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় সে, যে লোকদের জন্য সর্বাধিক উপকারী *(ছহীহাহ হা/৪২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩২৮৯)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : একটা ছেলের অপারেশনের জন্য একটি সংস্থার উদ্যোগে মানুষের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করার পর অপারেশনে তার অর্ধেক খরচ হয়েছে। বাকী টাকা সংস্থার তহবিলে রেখে দিয়েছে। অন্যদিকে ছেলেটির পূর্ণ সুস্থ হ'তে ১ বছর সময় লাগবে এবং এসময় সে কোন কাজ-কর্ম করতে পারবে না। এক্ষণে বাকী অর্থ তহবিলে রেখে অন্য কারো জন্য খরচ করা যাবে কি? নাকি যার কথা বলে আদায় করা হয়েছে তাকেই তা বুঝিয়ে দিতে হবে?

-মামূন হাওলাদার, মাদারীপুর।

উত্তর : যার জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে তার জন্যই খরচ করা কর্তব্য হবে। তবে অতিরিক্ত অর্থ অন্য কোন অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও খরচ করা যায়। কারণ দাতাগণ মূলতঃ অসহায়কে সহায়তা করার জন্য অর্থ দান করেছেন *(হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জলীল ৬/৫৫; যাকারিয়া আনাছারী, আসনাইল মাতালিব ২/৪৮০)*। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এতে কোন প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া হয়।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : কত বছর বয়সে শিশুদের উপর ছিয়াম ফরয হয়ে যায়?

-আলে ইমরান, বোর্ড বাজার, গাযীপুর।

উত্তর: শিশু বালেগ না হ'লে তার উপর ছিয়াম ফরয হয় না *(আবুদাউদ হা/৪৪০১; মিশকাত হা/৩২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১২)*। আর বালেগ হওয়ার কিছু লক্ষণ রয়েছে যেমন, স্বপ্নদোষ হওয়া, নাভীর নীচে চুল গজানো বা ১৫ বছরে উপনীত হওয়া ইত্যাদি *(বুখারী হা/২৬৬৪; মুসলিম হা/১৮৬৮; মিশকাত হা/৩৩৭৬, ৩৯৭৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৩২৩)*। তবে শিশুর বয়স ১০ বছর হ'লে বা তারও পূর্বে ছিয়াম রাখার মত শারীরিক সক্ষমতা আসলে শিশুদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/১৬১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯-২০, ২৮-২৯, ৮৩)*। ছাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা পরবর্তীতে আশূরার ছিয়াম রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখাতাম। তাদের জন্য তুলার খেলনা তৈরী করতাম এবং তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে শুরু করলে তাকে ঐ খেলনা দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় এসে পৌঁছত *(বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬)*। উল্লেখ্য যে, বালেগ হওয়ার পূর্বে আদায়কৃত ছিয়ামের ছওয়াব অবশ্যই পাবে। সাথে সাথে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে ইবাদতে সহায়তার জন্য তাদের পিতা-মাতাও ছওয়াব পাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩১৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩৭৭)*। বিদ্বানগণ বলেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের আমলের ছওয়াব লিখা হয় কিন্তু কোন গুনাহ লেখা হয় না *(মাওয়াহিবুল জলীল ১/৪১৩)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লে তার ছিয়াম কি ভঙ্গ হয়ে যাবে?

-আকীমুল ইসলাম, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়া অন্য কোন গুনাহে লিপ্ত হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। ছিয়ামের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। তবে ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হ'লে সে ছিয়ামের ছওয়াব পাবে না *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১১৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/১২০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অনেক ছায়েম এমন আছে যারা তাদের ছিয়াম দ্বারা ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর কোন ফল লাভ করতে পারে না। এমন অনেক ক্বিয়ামরত (কিয়ামুল লাইল আদায়কারী) ব্যক্তি আছে যাদের রাতের ইবাদত রাত্রিজাগরণ ছাড়া আর কোন ফল আনতে পারে না *(ইবনু মাজাহ হা/১৬৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১০৮৩)*। উল্লেখ্য যে, কেবল নিম্নোক্ত কারণগুলোতে ছিয়াম ভঙ্গ হয়- (১) স্ত্রী সহবাস, ২. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা, ৩. ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটানো, ৪. এমন জিনিস ব্যবহার করা যাতে খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : জনৈক আলেম বলেন, ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ ভুলে অল্প কিছু খেলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে বেশী পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই?

-আব্দুল আহাদ, রাজশাহী।

উত্তর : কতিপয় শাফেঈ বিদ্বান এমন মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ হাদীছে কম বা বেশী খাওয়ার কথা বলা হয়নি। বরং সাধারণভাবে ভুলে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ছায়েম ভুলে কিছু খায় সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন' *(বুখারী হা/১৯৩৩; মিশকাত হা/২০০৩)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ ভুল করে অল্প কিছু খেয়ে ফেললে সর্বসম্মতিক্রমে তার ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বেশী কিছু খেয়ে ফেললে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে বেশী কিছু খেলেও ছিয়াম ভঙ্গ হবে না *(রওযাতুল ত্বালেবীন ২/৩৬৩)*। অতএব ফরয ছিয়াম হৌক বা নফল ছিয়াম হৌক, অল্প পরিমাণে হৌক বা বেশী পরিমাণে হৌক, ছায়েম ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে তার ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। বরং যখন স্মরণ হবে তখনই খাবার বন্ধ করে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিবে।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : রামাযানে বা রামাযানের বাইরে ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ যদি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে বা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত ঘটায়, তাহ'লে তার ছিয়ামের অবস্থা কি হবে?

-ছাদেকুল ইসলাম, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : কেউ যদি ছিয়ামরত অবস্থায় ভুলবশতঃ স্ত্রী মিলন করে বা বীর্যপাত ঘটায় তাহ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। এমতাবস্থায় ছায়েম তার ছিয়াম পূর্ণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ভুল করে ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রী মিলন করে, তার কোন ক্বাযাও নেই, কাফফারাও নেই' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫২১ প্রভৃতি)*। তবে স্ত্রী বা স্বামীর কোন একজনের স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্মরণ করিয়ে না দিলে তাকে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে। আর কাফফারা হ'ল একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো *(মুজাদালাহ ৫৮/৪; মুসলিম হা/১১১১)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : আমি আমার খালাতো বোনের মেয়েকে ভালোবাসি। সেও আমাদের পসন্দ করে। আমরা বিবাহ করতে চাই। কিন্তু উভয় পরিবার কোনভাবেই রাযী নয়। এক্ষণে আমরা শরী'আতসম্মত উপায়ে বিবাহ বন্ধনে কিভাবে আবদ্ধ হ'তে পারি?

-সোহেল আহমাদ, জৈন্তাপুর, সিলেট।

উত্তর : খালাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয। আলী (রাঃ) তার চাচাতো ভাইয়ের মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন। একজন মেয়ের বিবাহের জন্য তার পিতার অনুমতি শর্ত। পিতা বা বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত

কোন মেয়ের বিবাহ জায়েয নয় *(আবূদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে হা/২৭০৯)*। সেজন্য পিতা-মাতার কর্তব্য উভয় পরিবারের সাথে আলোচনা করে বিবাহের ব্যবস্থা করা। তাহ'লে সমাজে ফিৎনা কমে যাবে। সাথে সাথে ছেলের কর্তব্য হবে পিতা-মাতাকে রাযী করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। পিতা-মাতা সন্তুষ্ট না থাকলে অন্য কোন দ্বীনদার মেয়েকে খুঁজে বিবাহ করবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/২৪)*। কারণ পিতা-মাতাকে খুশী করার জন্য দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ ত্যাগ করলে আল্লাহ খুশী হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯)*। তিনি বলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কিছু ত্যাগ করলে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতিদান হিসাবে তোমাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন' *(আহমাদ হা/২০৭৫৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১২৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : মহিলাগণ গৃহাভ্যন্তরে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে সরবে তেলাওয়াত করতে পারবে কি?

-গুলশান আরা, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : পারবে। কেননা যে সকল ছালাতে পুরুষ সরবে ক্বিরাআত করে, মহিলারাও সেই সকল ছালাতে সরবে তেলাওয়াত করতে পারে। এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে তার পরিবারের ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন *(আবূদাঊদ হা/৫৯২; ইরওয়া হা/৪৯৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী, ৩/৩৮. নববী, আল মাজমূ ৩/৩৯০)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'লে নফল ছালাত আদায় করতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-ওবায়দুল্লাহ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : শরী'আতে এরূপ নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) যখন কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তেন, তখন তিনি নফল ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তেন *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯, মিশকাত হা/১৩২৫, সনদ হাসান)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হ'তেন, তখন এই দো'আটি পড়তেন يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ 'ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছু' (হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : কারো কাছে কর্যে হাসানা না পেয়ে একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় সূদের উপর কর্য নেয়া যাবে কি?

-যাকির হোসাইন, নাটোর।

উত্তর : কোন অবস্থাতেই সূদের উপর ঋণ নেওয়া যাবে না। কারণ সূদ হারাম। একমাত্র ক্ষুধায় মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মত নিরুপায় অবস্থায় পড়লে সে অবস্থাতে হারাম ভক্ষণের অনুমতি রয়েছে *(মায়েদাহ ৩)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

বদলে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

ধ্বংসের কারণ ও ইতিহাস : মানুষের নানা ধরনের পাপ বৃদ্ধির ফলে ইতিপূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতি হ'ল, কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊন। কওমে নূহ ও কওমে ফেরাঊনকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে। কওমে 'আদ-এর নেতারা দম্ভ করে বলেছিল, আমাদের চাইতে শক্তিশালী পৃথিবীতে আর কে আছে? *(হা-মীম সাজদাহ ১৫)*। তারা তাদের নবী হূদ (আঃ)-এর অবাধ্যতা করেছিল। তারা (ক) প্রতিটি উঁচু স্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করত। (খ) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করত। (গ) নিষ্ঠুর যালেমের মত মানুষকে মারত। ফলে তাদের উপর নেমে আসে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু। যা ৭ রাত ও ৮ দিন অবিরতভাবে চলে এবং সবাই নিজ নিজ গৃহে মরে পড়ে থাকে *(হা-ক্কাহ ৬-৮)*।

কওমে ছামূদ ধ্বংস হওয়ার কারণ ছিল তাদের ৯ জন নেতার চূড়ান্ত হঠকারিতা। তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-এর অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ৩ দিন সময় দেন। এতেও তারা ঠাট্টা করে। ফলে প্রথম দিন তাদের চেহারা হলুদ হয়, পরের দিন লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণ রূপ ধারণ করে। নবী তাদের ছেড়ে চলে যান। তখন তাদের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য নেমে আসে বজ্র নিনাদ ও ভূমিকম্প। এতে তারা সবাই একত্রে ধ্বংস হয় *(আ'রাফ ৭৮; শাম্স ১১-১৫)*। কওমে লূত সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল। তারা নবী লূত (আঃ)-এর অবাধ্যতা করে। তারা প্রকাশ্যে কুকর্ম এবং লুটপাট ও রাহাযানিতে দেশে চূড়ান্ত বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে প্রধান শহর 'সাদূম' সহ পাঁচটি শহরকে আল্লাহ একত্রে আকাশে উঠিয়ে উল্টা ফেলে ধ্বংস করে দেন *(হূদ ৮২-৮৩)*। ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ৭৭ কি.মি. দৈর্ঘ ও ১২ কি.মি. প্রস্থ এবং ৪০০ মিটার গভীরতা সহ বিশাল অঞ্চল জুড়ে অদ্যাবধি যা নদীর রূপ ধারণ করে আছে। যেখানে মাছ, ব্যাঙ কোন প্রাণীই জন্মায় না। কওমে শো'আয়েব ধ্বংস হয়েছিল ওযন ও মাপে কম দেওয়া, রাহাযানি ও লুটপাট করা এবং সমাজে অনর্থ সৃষ্টির কারণে। তারা তাদের নবীর উপদেশকে বিদ্রূপ করে বলে, আপনি আপনার ছালাত নিয়ে থাকুন। আমাদের আয়-উপার্জনের হালাল-হারাম নিয়ে কথা বলবেন না। সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে শো'আয়েব (আঃ) আল্লাহ্র নিকট ফায়ছালা কামনা করেন। তখন নেমে আসে চূড়ান্ত গযব *(আ'রাফ ৮৯-৯১)*। প্রথমে ৭ দিন প্রচণ্ড গরম। পরে ঘনকালো মেঘ ও শীতল বায়ু। তখন অতিষ্ঠ মানুষ সব মেঘের নীচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অতঃপর মেঘ থেকে নেমে আসে অগ্নিবৃষ্টি এবং সাথে সাথে ভূমিকম্প। নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায় পুরা জাতি।

উম্মতে মুহাম্মাদীকে তাই সতর্ক করে আল্লাহ বলেন, 'তারা কি তাহ'লে আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয় কেবল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়' *(আ'রাফ ৯৯)*। পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প-প্রবণ বলয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের মানুষ কি সাবধান হবে না? আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 6, March 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

তুহফায়ে রামাযান

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য) হিজরী : ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দ : ২০২৩

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	খৃষ্টাব্দ			
০১ রামাযান	২৪ মার্চ	শুক্রবার	৪:৪৩	৬:১১
০২ রামাযান	২৫ মার্চ	শনিবার	৪:৪২	৬:১১
০৩ রামাযান	২৬ মার্চ	রবিবার	৪:৪১	৬:১২
০৪ রামাযান	২৭ মার্চ	সোমবার	৪:৪০	৬:১২
০৫ রামাযান	২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	৪:৩৯	৬:১৩
০৬ রামাযান	২৯ মার্চ	বুধবার	৪:৩৮	৬:১৩
০৭ রামাযান	৩০ মার্চ	বৃহস্পতি	৪:৩৭	৬:১৪
০৮ রামাযান	৩১ মার্চ	শুক্রবার	৪:৩৬	৬:১৪
০৯ রামাযান	০১ এপ্রিল	শনিবার	৪:৩৪	৬:১৪
১০ রামাযান	০২ এপ্রিল	রবিবার	৪:৩৩	৬:১৫
১১ রামাযান	০৩ এপ্রিল	সোমবার	৪:৩২	৬:১৫
১২ রামাযান	০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:৩১	৬:১৬
১৩ রামাযান	০৫ এপ্রিল	বুধবার	৪:৩০	৬:১৬
১৪ রামাযান	০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:২৯	৬:১৭
১৫ রামাযান	০৭ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:২৮	৬:১৭
১৬ রামাযান	০৮ এপ্রিল	শনিবার	৪:২৭	৬:১৭
১৭ রামাযান	০৯ এপ্রিল	রবিবার	৪:২৬	৬:১৮
১৮ রামাযান	১০ এপ্রিল	সোমবার	৪:২৫	৬:১৮
১৯ রামাযান	১১ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:২৪	৬:১৯
২০ রামাযান	১২ এপ্রিল	বুধবার	৪:২৩	৬:১৯
২১ রামাযান	১৩ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:২২	৬:১৯
২২ রামাযান	১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:২০	৬:২০
২৩ রামাযান	১৫ এপ্রিল	শনিবার	৪:১৯	৬:২০
২৪ রামাযান	১৬ এপ্রিল	রবিবার	৪:১৮	৬:২১
২৫ রামাযান	১৭ এপ্রিল	সোমবার	৪:১৭	৬:২১
২৬ রামাযান	১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:১৬	৬:২১
২৭ রামাযান	১৯ এপ্রিল	বুধবার	৪:১৫	৬:২২
২৮ রামাযান	২০ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:১৪	৬:২২
২৯ রামাযান	২১ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:১৩	৬:২২
৩০ রামাযান	২২ এপ্রিল	শনিবার	৪:১২	৬:২৩

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	−২	−২	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৬	+৫	+৫	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৫	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+৩	+৩
বাগেরহাট	+৪	+২	+২	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৫
রাজশাহী	+৬	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৬	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৯
নওগাঁ	+৫	+৬	+৭	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৪	−৪
ফেনী	−৩	−৪	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৬	−৮	−৮	−৯
নোয়াখালী	−২	−৩	−৪	−৪
চাঁদপুর	০	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	−১	−২	−২	−৩
চট্টগ্রাম	−৪	−৬	−৭	−৭
কক্সবাজার	−৩	−৭	−৮	−৮
খাগড়াছড়ি	−৫	−৮	−৭	−৭
বান্দরবান	−৫	−৮	−৮	−৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৪	+৮	+৯	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৮	+৮	+৯
লালমণিরহাট	+১	+৫	+৫	+৬
নীলফামারী	+৩	+৭	+৭	+৮
গাইবান্ধা	+১	+৪	+৪	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৫	+৯	+৯	+১০
রংপুর	+২	+৬	+৬	+৭
কুড়িগ্রাম	০	+৪	+৪	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+২	+১	০	০
পটুয়াখালী	+২	০	−১	−১
পিরোজপুর	+৩	+১	+১	+১
বরিশাল	+২	০	−১	−১
ভোলা	০	−২	−২	−২
বরগুনা	+৩	+১	০	−১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	০	+২	+২	+৩
ময়মনসিংহ	−১	০	+১	+১
জামালপুর	০	+২	+৩	+৩
নেত্রকোণা	−৩	−১	−১	−১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	−৭	−৬	−৫	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৫	−৫	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৪
সুনামগঞ্জ	−৬	−৪	−৩	−৩

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। **'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে'** *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল